হৃদয়ের চাঁদ

[উপন্যাস]

বিজিতা প্রণেতা

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

বরেন্দ্র লাইব্রেরী

২০৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্,

কলিকাতা।

মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

প্রকাশক—শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ
২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নূতন সংস্করণ ১৩৩৪

প্রিণ্টার—বি. এন. ঘোষ, আইডিয়াল প্রেস
১২।১ হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

হৃদয়ের চাঁদ

(১)

বিমান তখন সবে জল খাইতে বসিয়াছে, এমন সময় ভ্রাতুষ্কন্যা হাসি নাচিতে নাচিতে আসিয়া খবর দিল "জ্যোতিদির বিয়ে হবে কাকা—"

অকস্মাৎ বিমানের হাত হইতে অর্দ্ধভুক্ত হিংয়েব কচুড়িখানা পড়িয়া গেল, তাড়াতাড়ি তাহা কুড়াইয়া লইয়া অপ্রস্তুত হইয়া বিমান বলিল "কার বিয়ে বল্‌লি হাসি ?"

হাসি উত্তর করিল "জ্যোতিদির।"

"ও" বলিয়া বিমান গম্ভীরভাবে খাবারগুলি খাইতে লাগিল, তাহার পর বলিল "কে বল্‌লে রে ?"

হাসি চিবুকে অঙ্গুলি রাখিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিল "ওমা, তা জান না ? আজ যে তার গায়ে হলুদ হয়ে গেল। মা তো সেখানে গ্যাছে, জিজ্ঞাসা কোরো মাকে, সত্যি কিনা।"

বিমানের গলায় খাবার আট্‌কাইয়া গিয়া বেশ রীতিমত একটা বিষম খাইল, সেটা সম্‌লাইয়া লইয়া সে বলিল "হুঁ, আমার ভারি দায় পড়েছে আবার বউদিকে জিজ্ঞাসা করবার। বিয়ে হবে ভালই, আমরা বেশ পেট ভরে লুচি খেয়ে আসব, চল রে হাসি।"

হাসি হাসিয়াই অস্থির। বিমান একটা পান লইয়া ধীরে ধীরে উপরে চলিয়া গেল।

তাহার হৃদয়টা এই একটী সংবাদে যে কিরূপ হইয়া গিয়াছিল তাহা বলা দুঃসাধ্য।

আজ দুই বৎসর জ্যোতিদের সহিত তাহাদের বিশেষ আলাপ হইয়াছে। ইহার মূল কারণ তাহার সহিত জ্যোতির বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির। জ্যোতির মা তখন জীবিতা ছিলেন, তাঁহারই বাল্যসখীর পুত্র বিমান। বিমানের সহিত যে কন্যার বিবাহ দিবেন, ইহা তিনি বরাবরই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেবার তিনি ইহা একেবারে প্রকাশ করেন।

জ্যোতির পিতার তাহাতে কোনও আপত্তি ছিল না। বিবাহের যখন সব ঠিকঠাক হইতেছিল, সেই সময় জ্যোতির্ম্ময়ীর মাতা ইহলোক ত্যাগ করেন, বিবাহও তখনকার মত স্থগিত হইয়া যায়।

আজ হঠাৎ যখন সে শুনিল জ্যোতির গাত্রহরিদ্রা হইয়া গেছে, তখন খানিকক্ষণ সে কথা কহিতেই পারিল না। ইহাও কি সম্ভব হইতে পারে, পিতা বাগ্‌দত্তা মেয়েকে অপরের করে সমর্পন করিবেন?

কিন্তু কেন যে এরূপ হইল তাহা বিমান মোটে বুঝিতেই পারিল না। তাহার হৃদয় শুধু রাগে অভিমানে দুঃখে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতে লাগিল। সে নির্ব্বিষ সাপের মত দুই একবার গর্জ্জাইয়া উঠিল, কিন্তু বৃথা।

আচ্ছা, জ্যোতি, কেন নীরব হইয়া আছে? সে কি তাহার ভালবাসার পরিমাণ বুঝিতে পারে নাই? সে যদি অমত করিত, সে যদি বাঁকিয়া বসিত, তাহা হইলে কি তাহার পিতা কখনও তাহার বিবাহ দিতে যাইতে পারিতেন?

বিমান আবার হাসিকে ডাকিল। দুই একটা কথা বলার পরে জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাঁরে হাসি, জ্যোতি বেশ হাস্‌ছে দেখ্‌লি?"

হাসি একটু ভাবিয়া বলিল "হ্যাঁ, খুব হাস্‌ছে তো। আমায় কত খাবার দিলে, বল্‌লে, আবার আমার বিয়ের দিনে তোকে খুব খাবার খেতে দেব, আলতা টিপ পরিয়ে দেব।"

"হুঁ" বলিয়া বিমান গম্ভীরভাবে নীরব হইয়া গেল। মেয়েগুলা এমনই স্বার্থপর বটে। ইহাদের যাহাই দাও না কেন, তাড়াতাড়ি কুড়াইয়া লইবে, কিন্তু যদি একটু কিছু ইহাদের কাছ হইতে পাওয়া যায়! এই যে সে দিন কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিবার সময় সে রেসমী একটা রুমাল, একটা গোলাপের তোড়া কিনিয়া আনিয়াছিল, হাসি যে কাঁদিয়া লুটাপুটি খাইল, তথাপি সে তাহাকে না দিয়া জ্যোতিকে অবলীলাক্রমে দান করিয়া ফেলিল। ইহার মূলে যে সত্যটা আছে, তাহা আবিষ্কার করিয়া বউদি অনেক শ্লেষব্যঞ্জক কথা বলিয়াছিলেন, সকলের কাছে দেবরের নিন্দাও করিয়াছিলেন। কেন যে বিমান আর সকলকে অবহেলা করিয়া তাহাকেই অত টানে, নির্ব্বোধ জ্যোতি কি সেই সত্যটা আবিষ্কার করিতে পারে নাই?

বিমানের যতটা রাগ সবই পুঞ্জীভূত হইয়া পড়িল গিয়া জ্যোতির উপর।

সংসারে বিমানের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিমলই কর্ত্তা, আর বউদি অনুপমা কর্ত্রী। মা এতদিন সংসারে ছিলেন। বিমল যখন মাত্র এক বৎসরের তখন বিমলের পিতা ভবানীকে বিবাহ করিয়া গৃহে আনেন। ত্রয়োদশবর্ষীয়া ভবানী স্বামী-গৃহে পদার্পণ করিয়া শিশু বিমলকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন। বিমল কখনও ভাবিতে পারেন নাই ভবানী তাঁহার সৎমা।

আপন পুত্রের চেয়ে তিনি বিমলকে বেশী ভালবাসিতেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিতেন—'বিমলের আপন মা নেই, বিমানের আমি আছি। বিমল পাছে দুঃখ পায়, তাই আমি ওকে বেশী করে দেখি।'

বিমল যখন সপ্তদশবর্ষীয় ও বিমান অষ্টমবর্ষীয়, তখন পিতা ইহলোক ত্যাগ করেন। বিমলকে ভবানী জোর করিয়া বি. এ. ও ল. পাশ করাইয়া আনেন। এই সময়ে তিনি খুব ধুমধামে অনুপমার সহিত তাহার বিবাহ দিয়া পুত্রবধু গৃহে আনেন।

বিমান ছোট বেলা হইতেই অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির ছিল। তাহাকে কেহই শাসনে রাখিতে পারিত না। মা জ্যেষ্ঠপুত্রের হাতে তাহার ভার একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, কারণ সে তাঁহাকে একেবারেই কেয়ারে আনিত না। বিমলকে সে একটু ভয়ও করিত, একটু ভক্তিও করিত। বিমলের কথাতেই সে আজও পড়িতেছিল।

বদসঙ্গে মিশিয়া তাহার স্বভাব নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। আজকাল পয়সার দরকার তাহার খুবই বেশী। বিমলের নিকট চাহিতে তাহার সাসহ হইত না, সে সেজন্য ভবানীকে অত্যন্ত জ্বালাতন করিত।

শান্ত-প্রকৃতি ভবানীর কাছে সংসার ক্রমে বড় অসহ্য হইয়া উঠিল। নিজের পুত্রের অত্যাচার তবু তিনি সহ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু বধু যেদিন মুখের উপর স্পষ্ট জানাইল তিনি সংসারের কেহই নহেন সেদিন তিনি সংসার ছাড়িয়া যাইতে প্রস্তুত হইলেন। বিমলকে কোনও কথা বলিবেন না, বিমল যে পত্নীকে তিরস্কার করিবেন তাহা তিনি চান না। বিমল অনেক বলিলেন, চোখের জল ফেলিলেন, কিন্তু ভবানী দৃঢ়সঙ্কল্প তিনি কিছুতেই সংসারে থাকিবেন না। বিমলের হাতে দুর্দ্দান্ত পুত্রকে সমর্পন করিয়া তিনি কাশী চলিয়া গেলেন।

অনুপমা নামে যেমন, কাজে তাহার কিছুই ছিল না। সে ধনী পিতার একমাত্র কন্যা ছিল। পিতার মৃত্যুর পরে সব সম্পত্তি সেই পাইয়াছিল, তাহার মা কন্যার নিকট আসিয়া বাস করিতেছিলেন। জামাইয়ের সৎমা যে সংসারের কর্ত্রী হইয়া থাকেন, ইহা অনুর মা নীরদা-সুন্দরীর বড় অসহ্য ছিল। কোনও ক্রমে ভবানীকে দূর করিয়া তিনি কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন বটে, কিন্তু দুর্দ্দান্ত উচ্ছৃঙ্খল যুবক বিমানকে তাড়াইতে না পারিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। মনেও এজন্য শান্তি ছিল না। সে পিতার প্রচুর সম্পত্তি আনিয়া স্বামীকে ঐশ্বর্য্যবান্ করিয়া তুলিয়াছে, অপদার্থ দেবরটা যে সে সম্পত্তি অপব্যয় করিতেছে ইহা কাহার সহ্য হয়?

জ্যোতির সহিত বিমানের বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিবার মূল কারণ অনুর মা। ঘরের কথা তিনিই বহু রসানসংযোগে জ্যোতির পিসিমার কাণে তুলিয়া দিয়াছিলেন, ইহাতেই তাঁহারা পিছাইয়া গিয়াছিলেন। নীরদার মনে ভয় ছিল, বিমান বিবাহ করিয়া একবার বসিতে পারিলে আর সহযে দূর হইবে না।

বিমান এ কথা আন্দাজে কতকটা ধরিতে পারিয়াছিল, কিন্তু যতক্ষণ না ঠিক প্রমান পায় সে পর্য্যন্ত সে নীরব হইয়াছিল।

[২]

গা ধুইবার জন্য জ্যোতি জলে নামিতেছিল, হঠাৎ ঘাটের উপর দণ্ডায়মান বিমানকে দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল, আর জলে নামিল না।

মাত্র ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা সে, সে বড় সুন্দরী, কিন্তু তাহার বাহিরের সৌন্দর্য্যের চেয়ে আন্তরিক সৌন্দর্য্য আরও বেশী। ভারী

সরল প্রকৃতির মেয়ে সে, মনটা তাহার যুঁই ফুলের মতই অকলঙ্ক, ময়লা-বিহীন। বিমান যে তাহাকে এ যাবৎ এত উপহার দিয়াছে, ইহার মধ্যে সে তাহার গভীর অনুরাগের চিহ্ন কিছুই দেখিতে পায় নাই।

বিমান আগে এ বাড়ীতে যখনি ইচ্ছা তখনি আসিয়াছে, একদিন জ্যোতির পিসতুতো বোন তাহাকে ঠাট্টা করায় সে আর আসিতে পারিত না। আজ আর সে থাকিতে পারে নাই। কাল বিবাহ, কাল জ্যোতি অপরের হইয়া যাইবে, আজ সে তাই শেষ কথা বলিতে আসিয়াছে, আজ সে তাহার গভীর ভালবাসা জ্যোতিতে নিবেদন করিয়া দিতে আসিয়াছে।

বৈকলের অস্তমিতপ্রায় সূর্য্যের আলো গাছের মাথায় পাতায় পাতায় ঝিক্‌মিক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। ফাল্গুনের মধুর স্নিগ্ধ বাতাসে পুষ্করিণীর ঘাটের দুপাশের হেনা বেলা গোলাপ গাছগুলি আন্দোলিত হইতেছিল। গাছের ফাঁক দিয়া এক টুক্‌রা উজ্জ্বল কিরণ ছুটিয়া আসিয়া জ্যোতির পায়ের কাছে জলের উপর পড়িয়া শেষ হাসি হাসিয়া লইতেছিল।

গামছাখানা জ্যোতির হাতে ছিল, সেখানা জলে ভিজাইয়া ঘাটের সানে আছাড় দিতে দিতে জ্যোতি বলিল, "আজ দুপুরে নেমতন্ন খেতে এস নি কেন বিমানদা?"

বিমানের মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া গেল, মুখ বিকৃত করিয়া সে বলিল, "ছাইয়ের নেমতন্ন; অমন নেমতন্ন ঢের খেয়েছি। তোর গায়ে হলুদের নেমতন্ন না খেলে বুঝি আমার জীবনটাই বৃথা যাবে বলে ভেবেছিস?"

জ্যোতি অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "তা কেন, আমি তাই বলছি বুঝি; আমি ভাল কথায় বললুম তুমি আসলে না কেন, তুমি উল্‌টিয়ে ধরে

নিজেই ঝগড়া করতে আসছ। যাক্ গে, কাল রাত্রে আসবে তো, বিমান দা?"

বিমান ঝাঁজের সঙ্গে বলিল, "কেন, তোর বিয়ে দেখতে?"

জ্যোতি লজ্জা পাইয়া বলিল, "বিয়ে দেখতে বলছি বুঝি? সব্বাই আসবে, তুমি আসবে না?"

বিমান মাথা নাড়িয়া উদাসভাবে বলিল, "আমার তো আর কাজ নেই কিনা যে বিয়ে দেখতে আসব? আমার ফাইনাল একজামিন আসছে মার্চ্চ মাসে তা জানিস্? এখন হতে তার জন্যে তৈরি হয়েথাকতে হচ্ছে। তোদের মতন তো নই যে খালি বিয়ে করলেই মনে করব আমার জীবনের কর্ত্তব্য ফুরিয়ে গেল। আমাদের কাজ কত—তা জানিস কিছু?"

জ্যোতি বলিল, "তা বলে একটা দিন একটু বিয়ে দেখতে আসলে যে তোমার ফাইনাল একজামিন দেওয়া হবে না তা তো নয়। একটা দিনে এমন কিছু এসে যাবে না।"

বিমান বলিল, "এসে আমার লাভ?"

গালে হাত দিয়া বিস্ময়ের সুরে জ্যোতি বলিল, "লাভ আবার কি আমাকে এত ভালবাস, আমার বিয়ে দেখতে আসবে না?"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বিমান বলিল, "তোকে ভালবাসি বলেই তো তোর বিয়ে দেখতে আসতে পারব না তা বুঝিস?"

জ্যোতি একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল, তাহার পর বলিল "আমায় ভালবাস বলে আমার বিয়ে দেখবে না তুমি, সে আবার কি কথা বিমান দা?

তাহাকে ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্যই বিমান ধাপের উপর বসিয়া পড়িল।

জ্যোতি বলিল, "এখানে বসলে কেন বিমান-দা, বাড়ীর মধ্যে যাও, কাপড় কেচে নিয়ে আমি যাচ্ছি।"

বিমান বলিল, "কাপড় কাচিসখন এর পরে, আগে আমার কথাটা তোকে বলি, তার পরে আমি চলে যাচ্ছি। আমি তোকে ভালবাসি, তাই তোর বিয়ে দেখতে পারব না, তা তো শুনলি? যাকে ভালবাসা যায়, তাকে অন্য লোককে দেওয়া যায় না।"

জ্যোতি তথাপিও বোকার মত চাহিয়া আছে দেখিয়া বিরক্ত হইয়া বিমান বলিল, "বুঝতে পারছিস নে তবু আমার কথা? আচ্ছা—তোর খুব ভালবাসার কোনও জিনিষ তুই কাউকে দিতে পারিস? তুই কি ভালবাসিস সব চেয়ে বল দেখি?"

একটু ভাবিয়া জ্যোতি বলিল, "আমি সব চেয়ে আমার মেনি বিড়াল-টাকে ভালবাসি।"

বিমান বলিল, "আচ্ছা, সেই মেনি বিড়ালটা কাউকে দিতে পারিস?"

সবেগে মাথা নাড়িয়া জ্যোতি বলিল, "ওরে বাপ রে, তা কি দেওয়া যায় কখনও? মেনিকে ছেড়ে আমি এক মিনিট থাকতে পারি নে।"

বিমান গম্ভীরভাবে বলিল, "তবে দেখ জ্যোতি, মেনিকে যেমন তুই কাউকে দিতে পারিস নে, আমি তেমনি তোকে কাউকে দিতে পারি নে। তোর মা বেঁচে থাকলে আমার সঙ্গেই তোর বিয়ে হতো। আমি তোকে যে কতদূর ভালবাসি, তা আর তুই জানবি কি? তোর বিয়ে হবে শুনে আমার মনে হচ্ছে এখুনি আমি গলায় দড়ি দিয়ে কি বিষ খেয়ে মরি। তোকে যে অন্য একটা লোক এসে আপনার করে নিয়ে যাবে—"

কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়াই সে খুব জোরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল; কিন্তু এমনি নিষ্ঠুরা এই মেয়ে জাতিটা যে তাহার এই করুণ কাহিনী

শুনিয়া তাহার হৃদয় একটুও বিগলিত হইল না, উল্‌টিয়া সে খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল।

বিমান ভ্রু-কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "হাসছিস যে বড় ?"

মুখে কাপড় দিয়া কোনও মতে হাসিটাকে চাপা দিবার চেষ্টা করিয়া জ্যোতি বলিল, "তুমি খুব নভেল পড়, না বিমান-দা ?"

বিস্মিত বিমান বলিল, "কেন ?"

জ্যোতি বলিল, "বড়-দা বলে যে নভেল বেশী পড়িলে মানুষের মনটা নভেলের মতন হয়ে যায়। তোমার মাথা বড় গরম হয়ে গ্যাছে বিমান-দা, বউদির কাছে খুব ভাল একটা তেল আছে, সেটা আমি চেয়ে দিচ্ছি, মাথায় দিয়ে একটু জল দিয়ো। তোমার মাথা বোধ হয় খুব ঘোরে, আর চোখও বোধ হয় খুব জ্বালা করে-- ?"

সে খুব সরল ভাবেই কথাগুলি বলিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে বিমানের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত বিষের মতই জ্বলিয়া উঠিল, সে মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, "থাক, থাক, তোকে আমি কবিরাজি করবার জন্যে ডাকছি নে। তোর বড়-দা যা বলে বলুক গে, আমার তাতে কি। এলুম ভাল কথা বলতে, সে কথা শোনা চুলোয় যাক, আমার ব্যারাম করিয়ে আমায় মেরে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে এখন।"

জ্যোতি এক মুহূর্ত্তে একেবারে নিভিয়া গেল, "তোমায় মেরে ফেলবার চেষ্টা করছি বিমান-দা, তুমি এই কথা বলছ ?"

তাহার বড় বড় চোখ দুইটা নিমিষে জলে ভরিয়া উঠিল। সে যে বিমান-দার ভালর জন্যই তৈলের কথা বলিল, বিমান-দা তাহা না বুঝিয়া উল্‌টিয়া দোষারোপ করিতেছে, ইহাতে অভিমান না হয় কাহার ?"

বিমান বেগতিক দেখিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "না না, আমি সে কথা

বলছি নে। আমার এই অসুখের কথা যদি কাউকে বলিস, সে কথা বড়দা বড় বউদি শুনতে পেলে আমায় কি আস্ত রাখবে ভাবছিস? যাক্‌গে সে সব কথা, তুই এক কাজ করবি জ্যোতি?"

জ্যোতি চোখ মুছিয়া বলিল, -"করব, কি কাজ?"

বিমান চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "আমার সঙ্গে কল্‌কাতায় যাবি? সেখানে গিয়ে আমি তোকে বিয়ে করব, চাকরী করব, বেশ থাকব। যাবি জ্যোতি?"

জ্যোতির চোখ কপালে উঠিয়া গিয়াছিল, সে মাথা নাড়িল।

অত্যন্ত করুণসুরে বিমান বলিল, "যাবি নে জ্যোতি? তুই যদি না যাস্ তা হলে আমি মরব। আমার মরা দেখতেই কি তোর ইচ্ছে?"

জ্যোতি জিজ্ঞাসা করিল, "মরবে কেন?"

তেমনি সুরে বিমান বলিল, "আমি বেঁচে থেকে দেখতে পারব না তোর সঙ্গে অন্য লোকের বিয়ে হবে ; কাজেই আমাকে মরতেই হবে।"

জ্যোতি একটু ভাবিয়া বলিল, "আমি তো এখানে থাকব না বিমান-দা, শ্বশুরবাড়ী চলে যাব, আমার সঙ্গে তোমার দেখাই হবে না, তবে তুমি মরবে কেন? আর তোমাকে কি কখন বিয়ে করা যায় বিমান-দা, তুমি যে আমার দাদা হও, আমি যে তোমার বোন ; ভাই-বোনে বিয়ে কখনও হয় না, তা তো জানো? তুমি ওরকম মরব মরব কোর না, ওতে আমার বড় দুঃখ হয়।"

বিমান চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তাহার হৃদয় যে শেষ আশাজ্যোতি-টুকু ছিল তাহাও নিভিয়া গেল। খানিক বসিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

জ্যোতি বলিল, "যাচ্ছো বিমান-দা? কাল এস বিয়ে দেখতে।"

বিমান আর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "না জ্যোতি সে অনুরোধ করিস নে। আর সব কথা তোর শুনব, সব অনুরোধ রাখব, কিন্তু কেবল এই একটি অনুরোধ রাখতে পারব না। এখন দূরে থেকে তোর কথা তোর সুখ শুনে সুখী হব।"

শূন্য নয়নে একবার জ্যোতির পানে চাহিয়া বিমান ধীরে ধীরে চলিয়া গেল, জ্যোতি অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, বিনান-দার কথা একটাও সে আজ বুঝিতে পারে নাই।

[৩]

সেদিন ছিল পূর্ণিমার রাত্রি। ধবধবে চাঁদের আলো সারা ধরার গায়ে বিছাইয়া পড়িয়াছে। সে আলোয় গাছ হাসিতেছে, পাতা হাসিতেছে, জল হাসিতেছে, মাটী হাসিতেছে। সে আলোতে মানুষের প্রাণ প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে, পাখীর প্রাণ প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। স্ফুট আম্র-মুকুলের গন্ধ চাঁদের আলোয় মিশিয়া গিয়া একাকার হইয়া পড়িয়াছে। তাহার তলে গা লুকাইয়া একটা কোকিল গন্ধে মাতোয়ারা প্রাণে অবাধ চাঁদের কিরণ পান করিয়া ডাকিতেছে—কুহু কুহু। তাহার কুহুরবে চারিদিক ভরিয়া উঠিয়াছে, আকাশে প্রতিধ্বনি উঠিতেছে।

বিমান চুপ করিয়া দ্বিতলের খোলা জানালায় বসিয়া অনন্ত সৌন্দর্য্য-দীপ্তা ধরণীর পানে চাহিয়াছিল। আজিকার সৌন্দর্য্য তাহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে নাই, কোকিলের সুমিষ্ট কুহুতান হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সে হৃদয় তোলপাড় করিতে সমর্থ হয় নাই। আজ তাহার সামনে জগৎ

অন্ধকার। কাণে আসিতেছিল ও পাড়ায় বিবাহ বাড়ীতে ইংরাজী বাজনা বাজিতেছিল তাহারই শব্দ।

কি আনন্দ আজ সেখানে। কে তাহার কথা মনে করিয়া আছে? বিশাল জনতার মধ্যে সে আসিয়াছে কি না আসিয়াছে কে তাহা লক্ষ্য করিয়া আছে। দীন হৃদয়খানা চাপিয়া ধরিয়া সে তবু কাণ পাতিয়া সম্প্রদানের বাজনা শুনিতেছে, আজ তাহার হৃদয়লক্ষ্মী অপরের হইতেছে, তাহাই কল্পনা-নেত্রে চাহিয়া দেখিতেছে।

কত ভালবাসিত বিমান জ্যোতিকে, তাহা কি বলিবার, তাহা কি বুঝাইবার? সে ভালবাসা শুধু হৃদয় দিয়া অনুভব করিয়া লইতে হয়। জগতে জ্যোতির চিন্তা ছাড়া বিমান আর কিছুতেই শান্তি পাইত না। তাহার উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রে এই একটা মাধুর্য্য ছিল—সে যথার্থই ভালবাসিয়াছিল। অসংযত চরিত্রকে সে উন্নত পরিমার্জ্জিত করিতে পারিত যদি সে জ্যোতিকে পত্নীরূপে লাভ করিতে পারিত। জ্যোতিহারা জীবন এখন সে কোন্ ভাবে কোন্ পথে যে চালাইবে তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না। তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য আজ সে হারাইয়া ফেলিল, এখন সে জীবনযাপন করে কি নিয়ে?

দুইখানা হাত চোখের উপর রাখিয়া সে বিছানার উপর শুইয়া পড়িল। খোলা জানালা-পথ দিয়া অনেকখানি চাঁদের আলো বিছানার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। বিমান স্তিমিতভাবে পড়িয়া রহিল। বাতাসের সঙ্গে জানালার ঠিক নিচেস্থিত হেনা ফুলের সুগন্ধ ভাসিয়া আসিয়া সারা গৃহখানা ভাসাইয়া তুলিতেছিল।

থামিয়া যাক, জীবন-বীণাও আজ রাত্রে থামিয়া যাক না কেন? পাখীটা গান গাহিতে গাহিতে হঠাৎ থামিয়া গেল, আর গান গাহিল না,

যে সুর সে ধরিয়াছিল বুঝি তাহা ছিঁড়িয়া গেল, সে সুর আর সে ধরিতে পারিল না, তাই একেবারে নীরব হইয়া গেল। আকাশের এক কোণ বাহিয়া কালো একখানা মেঘ উঠিয়া পূর্ণচন্দ্রকে ঢাকিয়া ফেলিল, নিমেষে শুভ্র ধরাখানা অন্ধকার হইয়া গেল, যেন ধবধবে একখানা কাগজের উপর এক দোয়াত কালো কালি গড়াইয়া পড়িয়া সমস্ত কাগজখানা কালো করিয়া ফেলিল। অমনি করিয়া ধীরে ধীরে কালো মেঘ উঠিয়া নিমেষে বিমানের হৃদয়খানা ঢাকিয়া ফেলিল; বিমানের জীবন-বীণার তার কাটিয়া গেছে, ভগ্ন বীণা একেবারেই থামিয়া যাক, আর যেন সে কখনও গান গাহিতে না পারে।

"হ্যাঁরে বিমান, বিয়ে দেখতে গেলি নে কেন রে?"

ভেজানো দরজা ঠেলিয়া বিমল কক্ষমধ্যে পা দিয়াই বলিয়া উঠিলেন "বড় অন্ধকার যে, আলো দেয়নি ঘরে?"

বিমান ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল, তখন চাঁদের 'আলো সরিয়া মেঝের উপর গিয়া পড়িয়াছে; সে বলিল "না, আলো দেছ্‌ল, আমিই নিভিয়ে দেছি। এই তো বেশ চাঁদের আলো আসছে ঘরে।"

বিমল মৃদু আলোকে চেয়ারখানা দেখিতে পাইয়া টানিয়া লইয়া বসিলেন, একটা উদ্গার তুলিয়া বলিলেন, "বড্ড খাইয়েছে। এমন লোক নেই যে যায় নি। তুই যে একলা এই ঘরের মধ্যে বসে আছিস তা আর কে জানে? জানলে যাবার সময় ডেকে নিয়ে যেতুম। কোর্ট হতে ফিরে তাড়াতাড়ি একটু জল খেয়েই দৌড়ালুম, বাড়ীর কিছুই দেখিনি। ওখানে গিয়ে জানতে পারলুম হাসির কাছে—তুই যাস নি।"

বিমান জিজ্ঞাসা করিল "বিয়ে হয়ে গেল?"

বিমল উত্তর করিলেন, "হ্যাঁ, হয়ে গেল বই কি? বেশ পাত্রটি হয়েছে।

লেখাপড়া যদিও কম, তা বেশ চেহারা, অবস্থাও ভাল শুনলুম। যাই হোক. মেয়েটা সুখে থাকবে বটে। বিয়ের সময় আবার এক ফেঁসাদ বেধে গেছ্‌ল।

উৎকণ্ঠিত বিমান বলিল "কি ?"

বিমল বলিলেন, "মধুসূদন ভশ্চার্য্য একটা গোল বাধিয়ে দিলেন ; বাগ দত্তা ও মেয়ের আবার বিয়ে হবে, কি রকম কথা এ ? কথাটা নিয়ে খুব গোল বেধে গেল। মেয়ের বাপ কেঁদে কেটে অস্থির, কারণ বরের বাপ এই যো পেয়ে বেঁকে বসলেন, বিয়ে দেব না, ছেলে উঠিয়ে নিয়ে যাব। তখন আমরা দশজনে মিলে আবার ব্যবস্থা করি তবে হয়।"

বিমান বলিল "কি ব্যবস্থা করলে ?"

বিমল বলিল "ব্যবস্থা আর কি, কিছু টাকা আরও ধরে দিতে হল। লোকটা আচ্ছা চামার বটে, আরও নগদ পাঁচশো টাকা নিয়ে তবে ছেলের বিয়ে দিলে। যাক্, তুই বুঝি খাস নি কিছু আজ ? ওরা তো দুপুরেই সে বাড়ী চলে গ্যাছে, তুই আর খাবার পাবি কোথায় ? মা কি আছে যে তোর খাবার আগে ঠিক করে দেবে ?"

তাহার কণ্ঠস্বরটা ভারি হইয়া উঠিল। বিমান একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "আমার শরীরটা আজ বড্ড খারাপ বোধ হচ্ছে দাদা, নইলে আমি নেমন্তন্নে যেতে পারতুম। যদি নাও যেতুম, বাজার হতে খাবার কিনে এনে খেতে পারতুম। খেতে আজ আদতে ইচ্ছে নাই।"

উৎকণ্ঠিত হইয়া বিমল বলিলেন "অসুখ করেনি তো ?"

বিমান উত্তর করিল "না।"

"না, তোর কথা আমার বিশ্বাস হয় না মোটে, তুই অনেক সময় অসুখ লুকিয়ে রেখে দিস। আমি তোর গা দেখব তবে বিশ্বাস করব।"

বিমল তাহার গায়ে হাত দিয়া দেখিয়া বলিলেন "না জ্বর তো হয়নি। আচ্ছা আজ না হয় কিছু খাস নে, একটা রাত শুকিয়ে থাকলে শরীরটা বেশ খটখটে হয়ে যাবেখন। আমি যাই শুয়ে পড়ি গিয়ে। শরীরটা কেমন করছে।"

একটা আড়ামোড়া ছাড়িয়া হাই তুলিয়া বিবল চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন। দরজাটা আবার ভেজাইয়া দিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেলেন "চুপ করে ঘুমো, তোর আবার রোগ আছে, লোকজন নিস্তুতি হলে বসে বসে সারারাত জেগে বই পড়া। আজ আর বইটই পড়িস নে। পরীক্ষার ঢের দেরী আছে, তার জন্যে অত খাটুনির কোনও দরকার নেই। না ঘুমূলে পর সত্যি কাল জ্বর আসবে।"

বিমানের হসি হাসিল। দাদা যে কতখানি তাহাকে ভালবাসেন, তাহা ভাবিয়া হৃদয়টা তাহার ভরিয়া উঠিল ; সে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বালিসে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল।

বিবাহ বাড়ীর বাদ্য তখন নীরব হইয়া গিয়াছে, মেঘ কাটিয়া চাঁদের আলো আবার বাহির হইয়া পৃথিবীর গায়ে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কোকিল আবার গান গাহিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু হায়, বিমানের হৃদয় যে চিরকালের জন্য মেঘে ঢাকা পড়িয়া গেল, সে মেঘ আর কাটিবে না, তাহার হৃদয়কুঞ্জে ফুলও আর ফুটিবে না, কোকিলও বিমল আলোক পাইয়া তৃপ্ত প্রাণে আর গান গাহিবে না।

রাত প্রায় একটার সময় অনুপমা কন্যা ও মাতার সহিত বিবাহবাড়ী হইতে ফিরিল। তাহারা ঘরের পাশ দিয়া যাইবার সময় মাতা আস্তে আস্তে বলিলেন "ছোড়া যে আজ ঘুমিয়েছে দেখ্‌ছি।"

অনুপমা অবজ্ঞার ভাবে বলিল "তাইতো দেখছি।"

মাতা বলিলেন "জ্যোতির বিয়ে হয়ে গেল, বোধ হয় কষ্ট পেয়েছে বড্ড, আজ বিয়ে বাড়ীতেও তো যায় নি দেখলুম।"

অনু বলিল "কিন্তু বিয়ে হোলে বেশ হোত মা। খাসা মেয়ে জ্যোতি, আমার হাসিকে প্রাণের সমান ভালবাসে, আর হাসিও জ্যোতিদি বলতে একেবারে অজ্ঞান হয়ে যায়।"

মাতা নাসা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন "আর বলিসনে বাছা, যথেষ্ট হয়েছে। ওসব লোক-দেখানি ভালবাসা, তা জানিস কিছু? দুদিন বাদে ওই জ্যোতি যখন মানুষ হবে, তখন দেখবি হাসিকে নখে তুলে মারতে চাইবে। ছোঁড়া একা আছে, তাই ঘোরে বাইরে বাইরে, সংসারের অত খোঁজ খবর রাখে না। বিয়ে হলে একেবারে গট হয়ে বসবে, তখন কি সহজে তাড়ানো যাবে ভেবেছিস? তুই যেমন হাবা অনু, শেষটা ভাবতে পারিস নে, যেটা হচ্ছে, সেইটেই দেখে যাস। জ্যোতির বাপ কি অন্য ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিত? কত করে বলেছি, এর দোষগুলো সব চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছি, তবে জ্যোতির বাপ সব বুঝেছে।"

অনু শঙ্কিত হইয়া উঠিল "থাক মা, কথা আর তুলতে হবে না। যা হয়ে গেছে, সে সব কথা তুললে কেবল—"

বাধা দিয়া মা বলিলেন "এই নিশুতি রাত্রে কেই বা শুনতে আসবে আমাদের কথা মা? যাকৃগে, তবু যখন বলছিস, না হয় বলব না। তবে ও ছোঁড়াকে খুব জব্দ করেছি, দিনরাত যেমন আমায়—"

কথা বলিতে বলিতে তাঁহারা চলিয়া গেলেন, বিমান আর কথা শুনিতে পাইলনা। কিন্তু যতটুকু কথা সে শুনিল তাহাই তার পক্ষে যথেষ্ট। সে বেশ বুঝিল, জ্যোতি তাহারই হইতে পারিত, হইল না কেবল তাহার

বউদি ও তাঁহার মায়ের জন্য। তাহার বড় ভাল বাসার জ্যোতি আজ অন্যের স্ত্রী হইল কেবল ইহাদের কথায়।

রাগে অভিমানে দুঃখে বিমানের চোখে জল আসিয়া পড়িল। সে দুই হাতে চোখ মুছিতে লাগিল। সে না হয় এখানে থাকিত না, জ্যোতিকে মায়ের কাছে কাশিতে রাখিয়া সে চাকরী করিতে যাইত, যেমন করিয়া হউক সে জ্যোতির খরচ চালাইত।

তাহাকে তাড়ানোর কথা মনে করিতে তাহার চোখের জল সব শুকাইয়া গেল। সে দাঁতের উপর দাঁত রাখিয়া অস্ফুটকণ্ঠে বলিল "বটে, আমায় তাড়াবে? আমার কি এবাড়ীতে কিছুমাত্র অধিকার নেই? আমি দেখব, কি করে আমায় ওরা তাড়ায়।"

তাহার মনের মধ্যে ধারণা জন্মিয়া গেল, তাহার দাদারও ইহাতে একটু হাত আছে। হাজার হোক সৎ-ভাই তো? দাদা মুখে খুব ভাল ব্যবহার করেন, কিন্তু মনের মধ্যে তাঁহার একটু শঠতা আছেই। এতদিন বিমান তাঁহাকে যেরূপ ভাবিয়া আসিতেছে তিনি সেরূপ নহেন। তাঁহার নিকট হইতে সহানুভূতি না পাইলে ইহারা এরূপ ব্যবহার করিতে সাহস পাইত না।

মায়ের চোখের জলের কথা তাহার মনে হইল। কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াও সে মায়ের নিকট হইতে কোনও উত্তর পায় নাই। তাহার পরই মা কাশী চলিয়া গেলেন, সেই দিন সে আড়ালে থাকিয়া অনুর মুখে শুনিতে পাইয়াছিল "বাবা, আপদ গেল, বাঁচা গেল।"

এই কথাটায় সে মায়ের দেশত্যাগের কারণ কতকটা বুঝিতে পরিয়াছিল। অভিমানিনী মা বধুর কথায় জ্ঞান পাইয়াছিলেন, সংসারে

তাঁহার বিতৃষ্ণা ধরিয়া গিয়াছিল, এক কথায় তিনি নিজের অধিকার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

তিনি স্ত্রীলোক, তিনি চোখের জল ফেলিয়া নির্ব্বিবাদে চলিয়া যাইতে পারিলেন, কিন্তু বিমান পুরুষ. সে চোখের জল ফেলাকে দুর্ব্বলতা বলিয়াই মনে করে, সে নিজের অধিকার কখনও ত্যাগ করিবে না। সে পাথরের মত অবিচল, শক্ত হইয়া বসিবে। ইহাতে দাদা বউদিকে ত্যাগ করিতে হয়, হাসিকে দুরে রাখিতে হয়, সেও স্বীকার।

ভাবিতে ভাবিতে বিমান সে রাত্রে এত উত্তেজিত হইয়া উঠিল যে মোটে ঘুমাইতে পারিল না।

[8]

একজামিনের ঠিক পূর্ব্বে বিমান পড়া ছাড়িয়া দিল, এবং দৃঢ়তার সহিত বলিয়া বসিল "আমি আর পড়িব না।"

বিমল বিস্মিত হইয়া বলিলেন "একটা বছর সমান পরিশ্রম করে এসে ঠিক একজামিনের সময় পড়াটা ছেড়ে দিলি বিমান, কাজটা মোটেই ভাল করলি নে। এখনও বলছি পড়া ছাড়িস নে, এ বছরটা একজামিন দে, তারপরে যা হয় তাই করিস।"

বিমান মাথা নাড়িয়া বলিল "না, আমি একজামিন দিতে পারব না, আমার পড়া মোটে ঠিক হয়নি।"

বিমল বলিলেন "পড়া ঠিক হয়নি বলছিস্ কি? একটা বছর ধরে পড়া তৈরি করলি, এখন বলছিস পড়া ঠিক হয়নি?"

বিমান বলিল "আমি বলছি আমি একজামিনে য়্যাপিয়ার হতে

পারব না, তুমি বলছ নিশ্চয়ই পারব। আমি পারব না বলেই পিছিয়ে যাচ্ছি। অনর্থক লোক হাসানোর চেয়ে একজামিন না দেওয়াই ভাল।”

বিমল তাহার জেদে বিরক্ত হইয়া বলিলেন “তোর যা খুসি তাই কর গিয়ে বিমান, আমায় আর বকাতে আসিস নে। যদি একজামিন দেবার ইচ্ছেই না ছিল তোর, আগে বললেই পারতিস, আমি অনর্থক স্কুলের মাইনে গুণতুম না! এখন তো আর ছেলে মানুষ নোস, কুড়ি বছর বয়স হল তোর, লাগে টাকা দেবে গৌরিসেন করলে চলে না। পয়সা টাকার বিষয়ে একটু ভেবে চিন্তে কাজ করতে হয়।”

বিমানের চোখ তুইটা অস্বাভাবিক দীপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু সে একটাও কথা কহিতে পারিল না, নীরবে শুধু নিচের পানে চাহিয়া রহিল।

অনুপমা নিকটে হাসির গা মুছাইয়া দিয়া তাহাকে জুতা জামা পরাইয়া দিতেছিল ; হাসিয়া বলিল “তা তোমারই অন্যায় তো, তুমি ঠাকুরপোর একটী বিয়ে দিয়ে দাও, দেখো কেমন মন দিয়ে পড়বে।”

রাগতভাবে বিমল বলিলেন “হুঁ, বিয়ে না দিয়েই এই, বিয়ে হলে না জানি কি করবে। বিয়ে যখন আমার ইচ্ছে হবে তখন দেব। যার কিছু করবার সংস্থান নেই, সাত তাড়াতাড়ি তার বিয়ে কেন? নিজে যখন উপার্জ্জনক্ষম হবে তখন বিয়ে করবে।”

বিমান কথা না কহিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। অনু মেয়েকে সাজাইয়া ভৃত্যের সহিত বেড়াইতে পাঠাইয়া দিয়া স্বামীর নিকট আসিয়া বসিল ; মুখ ঘুরাইয়া বলিল “পড়াশুনা করবে কি? আমি যে অনেক দিন হতেই কথাগুলো বলে আসছি, তাতো কাণে ঢোকে না।

তোমার গুণধর ভাই যে নিত্য নূতন কীর্ত্তি বার করছেন তা কিছু জানো ?”

বিস্মিত বিমল বলিল “কই, কোন দিন কি বলেছ তুমি ?”

অনু বলিল “তাতো বটেই। কাণ দুটো আমার সামনে রাখো, মাথাটা কোথা যায় বেড়াতে ? হাজার দিন বলে আসছি, ওগো, তোমার ভাইকে শাসন কর, সে আর সেই ছোট ছেলেটী নেই। আমার কথা কি শোনা হয় ? বুঝবে তখন—যখন কারও কাছে আর মুখ পাবে না ওই ভাইয়ের জন্যে, সব্বাই যখন মুখে চুন কালি লেপবে।”

বিমল একটুখানি নীরব থাকিয়া বলিলেন “কই, সে তো সে রকম কিছুই করে না অনু ? বদ কাজে যে পয়সা দরকার, সে পয়সা সে পায় কোথা ?”

অনু একটু হাসিল “শোন একবার কথা। পয়সা পাবার অভাব আছে কিছু ? মা কেন কাশী গেলেন তা জানো ? ওই গুণধর ছেলের উৎপীড়নে ত্যক্ত বিরক্ত হয়েই তিনি চলে গেছেন। মা গিয়ে আর পয়সা পায় কোথায় ? বাক্সটা খুলে তোমার জামার পকেটটা হাতড়ে যা পায় তাইতে কোনও এক রকমে নেশাটা চালিয়ে থাকে।”

বিমল বলিয়া উঠিল “নেশা ?”

অনু বলিল “হাঁ—নেশা করে সে।”

বিমল মাথা নাড়িয়া বলিল “সে কথা বলো না অনু। মদ খেলে গন্ধ পাওয়া যাবে তো ; সে গন্ধ সে লুকোবে কি করে ?”

হাত উল্টাইয়া অনু বলিল “মদ নয় গো মদ নয়, ততদূর সাহস এখনও হয়নি, অত পয়সাও এখনো যোগাতে পারে নি। সিদ্ধি গাঁজা, এই গুলোই চলে থাকে। দুইদিন বাদে যখন বোতল

আসবে, যখন সামনে বসে খাবে, তখন দেখলে বিশ্বাস করতে পারবে তো ?"

বিমল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অনু বলিল "সেদিন তোমার পকেট হতে যে পাঁচটা টাকা গেল, আমি বললুম ঠাকুরপো নিয়েছে, তুমি তো চটে আমায় মারতে আসলে। আমার কথায় তোমার তো বিশ্বাস হয় না। জিজ্ঞাসা কর না হয় তোমার রাখাল চাকরটাকে, ঠাকুরপো তাকে দিয়ে সিদ্ধি গাঁজা আনিয়ে খেয়েছে কিনা।"

বিমল একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "না, চাকরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে এ বিষয় নিয়ে আমি ঢলাঢলি করতে চাইনে। তুমি ওকে কোনও কথা বলতে যেয়ো না অনু, যা বলবার, যা শাসন করবার আমিই তা করব। আমি মোটেই ইচ্ছে করিনে যে আমি ছাড়া আমার ভাইকে কেউ কোনও কথা বলে, বা আমার ভাইয়ের চরিত্র অনুসন্ধান করে বেড়ায়।"

বিমল আর কথা না কহিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। খানিক বাদে ঘুরিয়া আসিয়া আবার বলিল "একটা কাজ করবে অনু ?"

অনু মুখ ভার করিয়া বলিল "কি ?"

বিমল বলিল "আমি বিমানের বিয়ের সব ঠিক করছি, তাকে বলে তার মতটা নিতে পারবে তুমি ?"

অনু মুখ ঘুরাইয়া বলিল "তুমি নিজেই গিয়ে জিজ্ঞাসা কর গে যাও, আমি আবার তোমার ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে যাব ? অত ভূতের ব্যাগার খাটতে আমি পারব না।"

শান্তপ্রকৃতি বিমল বলিল "ঠিক কথা বলেছ অনু, ভাই বউয়ের মতই কথা হয়েছে তোমার। কিন্তু এতে আমি দোষ দিচ্ছি নে তোমাকে,

সংসার আজকাল যেমন ভাবে চলছে, তুমিও তেমনি ভাবেই চলছ, কারণ তুমি সংসারছাড়া নও। রাগ কোরনা অনু, আমি একটা কথা বলছি, সেটা একটু মন দিয়ে শোন। আমার ভাই বলেই তার 'পরে অতটা নির্দ্দয় হোওনা। মনে কর সে একটা মানুষ, ভগবান তার মধ্যেও বিরাজ করছেন। আমি বুঝতে পারিনে, কেন সে তোমার এত বিষ নজরে পড়েছে, কেন তার ভাল নামটা শুনলে তুমি জ্বলে ওঠ? আমি তাকে ভালবাসি, তাই কিসে আমার মন হতে তাকে তাড়াতে পারবে তারই চেষ্টায় ফের তুমি? যদি ভেবে থাক সে আমার সম্পত্তিতে ভাগ বসাতে রয়েছে, সে ভাবনা করা তোমার ভুল। তোমার বাপের যা কিছু সে তোমারই আছে, আমি নিজেও তাতে হাত দেইনি, দেবও না। আমার বাপের যা সামান্য সম্পত্তি আছে, আমি তাই তাকে দেব, তাকে তার অবস্থানুযায়ী খড়ের ঘরেই থাকতে দেব, তোমার বাপের এ কোঠা ঘরে তাকে রাখব না অনু, সে ভয় তোমার নেই। আমি তার একটা বিয়ে দিয়ে তাকে আলাদা সংসার করে দেব, তোমার তো তার কোনও ভার নিতে হবে না, সে খাক বা অনাহারে থাক, তোমাকে তা দেখতেও হবে না, সে'ও তোমার কাছে কিছু চাইতে আসবে না। তবে বল অনু কেন তুমি তাকে দেখতে পার না, কেন তাকে আমার মন হতে দূর করবার চেষ্টা কর?"

বিমল জিজ্ঞাসুভাবে অনুর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, অনু কথা কহিতে পারিল না, মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল।

বিমল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "তোমার মনের ভাব বুঝতে পারছি। সে যে একদণ্ড তোমার সংসারে থাকে, তা তোমার ইচ্ছে নয়। স্পষ্ট এ কথা এতদিন বললেই তো ভাল হত অনু, আমি তা

হলে তাকে অন্যত্র পাঠাবার যোগাড় দেখতুম। যাক্, আমি তাকে আজই আলাদা করে দিচ্ছি, তোমাদের বাড়ী আর তাকে রাখছি নে—"

তিনি প্রস্থানোদ্যত হইতেই অনু বলিয়া উঠিল "শোনো—"

বিমল ফিরিয়া বলিলেন "কি ?"

অনু বলিল "ঠাকুরপোকে এখন পৃথক হবার কথা বোল না। আমি বলব তাকে বিয়ের কথা, তাকে রাজি করব, তুমি বিয়ের যোগাড় দেখ।"

শুষ্কমুখে বিমল বলিলেন "স্বীকার যে করলে এই আমার সৌভাগ্য।"

তিনি চলিয়া গেলেন, কিন্তু সুখী হইতে পারিলেন না। বিবাহ দিয়াই যে বিমানকে পৃথক করিয়া দিতে হইবে, অনুর এই স্বাভাবিক ইচ্ছাটা তাঁহার মনকে অত্যন্ত আহত করিল।

অনু বিবাহের কথা বিমানকে বলিতে বিমান কেবল হাসিল। অনু বলিল "হাসলে যে ঠাকুরপো ?"

বিমান বলিল "আমায় সংসারী করলে যে তোমারই ক্ষতি বউদি। এত বড় ক্ষতিটা সহ্য করবে তুমি ?"

অনু দমিয়া গিয়া বলিল ক্ষতি কি রকম ?"

বিমান গম্ভীর হইয়া বলিল "বউদি, আমি সেদিন রাত্রের কথা সব শুনেছি। দেখ, আমি বদচরিত্রই হই, আর যাই হই, মিথ্যা কথা কখনও বলিনি, বলবও না। তুমি আর তোমার মা যে কথাগুলো বলে গেলে আমি সব শুনেছিলুম। সত্যি যদি আমার বিয়ে দেবার তোমার মন ছিল বউদি, জ্যোতির সঙ্গে দিলেই পারতে। সে বাগ্‌দত্তাই তো ছিল, তার বাপকে অনর্থক নানা কথা শুনিয়ে অন্যের সঙ্গে তার বিয়েটা দেবার মানে কি ছিল ? তুমি তো জানতেই আমি জ্যোতিকে কতখানি ভাল

বাসতুম! আমার বুক ভেঙ্গে দেছ, জ্যোতির আসনে আর কেউ বসতে পারবে না সে ঠিক জেনো। "বৌ দিদি!"

অনু বিশুষ্কমুখে বলিল "আমি খুব ভাল করেছি ঠাকুরপো, কিন্তু আমি নিজের বুদ্ধিতে চলিনি, সে কথাটা ভেবে আমায় তুমি মাপ কর। তোমার দাদা যদি ঘুণাক্ষরে শুনতে পান, জীবনে আর কখনও আমার মুখ দেখবেন না। ঠাকুরপো তাঁকে—"

বাধা দিয়া বিমান বলিল "ভয় নেই বউদি, আমি একটা কথাও তাঁকে জানাব না বলে প্রতিজ্ঞা করেছি। আমি জানছি যদিও সংসারের অনেক কথাই তিনি জানেন, আমার কাছে তা চাপতে গেলেও আমি তা বুঝতে পারি। দাদার ব্যবহারে আমার বুক ভেঙ্গে গেলেও আমি আমার আত্মার নামে প্রতিজ্ঞা করেছি, তোমার কথা আমি তাঁকে বলব না।"

অনু জানিত বিমান কখনও মিথ্যা কথা বলে না, সে ভারি আশ্বস্ত হইল।

বলিল "তিনি বার বার বলছেন তোমায় বিয়ে করবার জন্যে, তাঁর কথাটা রাখবে না ঠাকুরপো।"

বিমান মুখ ফিরাইয়া বলিল "তাঁকে সব কথাগুলো শুনিয়ো, তা হলে তিনি আর আমার বিয়ে দেবার জন্যে জেদ করবেন না। সে সব কথা আমার মুখ দিয়ে বলার চেয়ে তোমার বলাই ভাল।"

অনু আর কথা না বলিয়া আস্তে আস্তে সরিয়া গেল।

[৫]

কেমন করিয়া যে দিনগুলো কাটিয়া যাইতে লাগিল তাহা মোটেই জানা যায় নাই। কিন্তু দিন চলিতে চলিতে দুই তিন বৎসরই কাটিয়া গেল।

বিমানের অত্যাচার দিন দিনই বাড়িয়া যাইতেছিল। সে নিজেকে একেবারে ভাসাইয়া দিয়াছিল, সংযম সে করিতে পারিত, কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই করে নাই। তাহার হৃদয় যে যথার্থ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। আজ সে মদ্যপ, চরিত্রভ্রষ্ট বই আর কিছু নহে। তাহার হৃদয় যেরূপ দৃঢ় ছিল, যে মহৎ শিক্ষা সে মাতা ও দাদার নিকট পাইয়াছিল, তাহাতে সে খুব মহৎ উচ্চ হইতে পারিত, কিন্তু কেবল একটি মাত্র আঘাতেই সে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, জগতের উপর রাগ করিয়াই সে আরও অধঃপাতে নামিয়া যাইতেছিল। অভিমান দাদার উপরেই বেশী ছিল তাহার। সে ঠিক জানিয়াছিল, দাদা নিজে ইচ্ছা করিয়াই তাহার জীবনটা শ্মশান করিয়া দিলেন। সে ভাল হইতে পারিত, কেবল দাদার জন্যই হইতে পারিল না। বউ দি পরের মেয়ে, সে তাহাকে যেন দেখিতে পারিবে না, কিন্তু সেই স্নেহময় দাদা কেমন করিয়া এমন নিষ্ঠুর হইলেন?

সারা জগতের উপরে তাহার বিতৃষ্ণা ও রাগ চাপিয়া গিয়াছিল। জগতে একমাত্র হাসি ব্যতীত আর কেহই তাহার ভালবাসা স্নেহ এখন পাইত না। হাসির কথাটি শুনিতে সে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু আর কাহারও কথা সে রাখিবে না বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

সে দিন সে মদ খাইয়া যখন বাড়ী ফিরিয়া আসিল, তখন রাত বোধ হয় আটটা হইবে। কৃষ্ণা তৃতীয়ার চাঁদখানা এখন আকাশের পূর্ব্বদিক আরক্তিম করিয়া ধীরে ধীরে ভাসিয়া উঠিতেছে। কার্ত্তিকের কুয়াশায় চারিদিক ধূমাকার হইয়া উঠিয়াছে, চাঁদের আলো কুয়াশার জন্য ভাল হইয়া ফুটিতে পারে নাই।

নেশা সেদিন খুব বেশী হইয়া গিয়াছিল, পথে আসিতে আসিতে কত বার সে যে পড়িয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। কাপড় জামায় ধূলা, সমস্ত গায়, মুখে মাথায় ধূলা, কিন্তু প্রাণটা তাহার বড়ই স্ফূর্ত্তিযুক্ত। গুণ গুণ করিয়া সে গাহিতেছিল—হৃদয়ের চাঁদ গ্যাছে নিভে, নিভে গ্যাছে জ্যোছনা, যা ছিল তা ফুরায়েছে, রইল শুধু যাতনা।

ভৃত্য রাখাল তাড়াতাড়ি সামনে আসিয়া বলিল "বাবু বাড়ী আছেন, বেশী গোলমাল করবেন না।"

চোখ ঘুরাইয়া বিমান বলিল "আই ডোণ্ট কেয়ার। বাবু তোর বাবু, তুই ভয় করে চলবি, আমি ভয় করব কেন? ভয় করতুম, করতে পারতুম, যদি আমার পানে সে চাইত। জানিস রাখাল—"

আমার হৃদয়ের চাঁদ গ্যাছে নিভে, নিভে গ্যাছে জ্যোছনা,
যা ছিল তা ফুরায়েছে, রইল শুধু যাতনা।

গাহিতে গাহিতে সে বরাবর উপরে উঠিয়া গেল। সিঁড়িতে দু তিন-বার আছাড় খাইল, ঝাড়িয়া উঠিয়া সে উঠিতে লাগিল। নিজের গৃহ পর্য্যন্ত আর সে পৌঁছিতে পারিল না, বারাণ্ডায় পড়িয়া গেল, আর উঠিতে পারিল না।

অপর গৃহে অনুর মা নীরদা ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন "অনু, দেখে যা তোর দেওর মদ খেয়ে বাড়ীতে এসে কি মাতলামি আরম্ভ করেছে। বিমল

কোথা গেল, তাকে ডেকে এনে একবার ভাইয়ের অবস্থাটা দেখিয়ে দেনা! মাতাল হবি রাস্তায় গিয়ে হ, বাড়ীতে কেন? রোজ রোজ এ রকম মাতলামী ভদ্দর লোকের বাড়ী কারু হয়ে থাকে? ঘেন্না ধরালে বাছা, একেবারে ঘেন্না ধরালে।"

অনু বলিয়া উঠিল "মরুক গে মা। যার ভাই সে যদি কিছু না বলে, আমরা মিথ্যে বকে মন্দ হতে যাই কেন? কচি খোকা নয় তো, যে বললে বুঝবে না। মরুক—নিজের ঘরে মরুক, ডোম বাগ্দী ডাকিয়ে মড়াটাকে ফেলে দেব!"

কথাগুলা কাণে আসিতেছিল, কিন্তু সে তখন নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছিল, নচেৎ কি কাণ্ড করিত, বলিতে পারি না। বিড় বিড় করিয়া কি বকিতে বকিতে সে পাশ ফিরিয়া শুইল।

মন তাহার নির্জ্জীব হয় নাই। ক্রমে ক্রমে সব চিন্তা—সব কথাই যেন ভুলিয়া গেল, মনে জাগিতেছিল একটা রাতের কথা। সে দিনও এমনি চাঁদিনী রাতি, কিন্তু এমন কুয়াশামণ্ডিত ছিল না, ধবধবে আলোয় চারিদিক সে দিন ভরিয়া গিয়াছিল। ওই গাছটার উপরে পাখী গাহিতেছিল, ওই হেনা গাছটাতে ফুল ফুটিয়া কি সুন্দর গন্ধ বিকীর্ণ করিতেছিল, আজও সেই চাঁদ উঠিয়াছে, কিন্তু বড় মলিন তাহার আলো, আজ কই সে পক্ষী তা গাহিতেছে না। নিরানন্দ দেশ তাহার ভাল লাগে নাই, তাই বুঝি সে স্ফুট আলোয় স্নাত হইতে আনন্দের দেশে উড়িয়া গিয়াছে।

হঠাৎ সে চমকাইয়া উঠিল, মনে হইল তাহার মাথা কাহার বড় কোমল, বড় স্নিগ্ধ ক্রোড়ের উপর ন্যস্ত, কাহার এক ফোঁটা উষ্ণ চোখের জল তাহার ললাটে হঠাৎ পড়িয়া গেল।

জ্যোতি কি আসিয়াছে? জগতের ভ্রূকুটীকে উপেক্ষা করিয়া তাহা-

কেই একমাত্র বন্ধু জানিয়া তাহার কাছে আশ্রয় লইতে সে আসিয়াছে কি ?

ঠেলিয়া সে উঠিয়া বসিতে গেল, কিন্তু কে তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "তুমি অমন কর কেন কাকাবাবু, আমার যে বড়ড ভয় করছে ও রকম দেখে।"

"কে হাসি ? তুই মা, তুই এসেছিস ?"

শ্রান্তভাবে সে হাসির কোলে মাথা রাখিয়া আবার শুইয়া পড়িল। হাসি তাহার অবিন্যস্ত বড় বড় চুলগুলা সযত্নে কপালের উপর হইতে সরাইয়া দিয়া ডাকিল "কাকাবাবু ?"

আরক্ত মুদিত নেত্র উন্মীলন করিয়া বিমান বলিল "কি বলছিস্ মা ?"

হাসি বলিল "তুমি এখানে পড়ে রইলে কেন কাকাবাবু, ঘরে চল।"

চক্ষু মুদ্রিত করিয়া জড়িতকণ্ঠে বিমান বলিল "ঘর ? ঘর আমার কোথায় বল তো মা ? আমি লক্ষ্মীছাড়া, দুনিয়ার বার, আমার কি ঘর আছে, আমার কি কেউ আছে ? আমার যদি কেউ থাকবে, তা হলে আমার আজ এ দুর্দ্দশা হবে কেন ?"

হাসি বলিল "তুমি মদ খাও কেন কাকাবাবু ?"

বিমান আবার চাহিল "মদ খাই কেন জিজ্ঞাসা করছিস মা ? কেন যে খাই তা তোকে কি বলব ? হাসি, তুই যেন মা তোর বাপ মায়ের মত হস নে, যেমন স্বর্গের ফুল তুই তেমনি থাকিস। আমার জুড়োবার জায়গা আছে, শুধু তোর কোলে, সে কোলে যেন আগুন নিয়ে বসে থাকিস নে।"

নবমবর্ষীয়া বালিকা হাসি একটা কথাও বুঝিল না, নীরবে শুধু কাকাবাবুর গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

বিমান বলিল "তোর বাবা কোথায় ?"

হাসি উত্তর করিল "বাবা বৈঠকখানায় মক্কেল নিয়ে বসে আছেন ?"

বিমান চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল "তোর দিদিমা খুব বকেছে, না ?"

হাসির চোখে আবার জল আসিল, সে ক্ষুদ্র হস্তে চোখ মুছিয়া ভারি গলায় বলিল "বকছেই তো। মাও কত বকেছে। আমি লুকিয়ে তোমায় ঘরে নিয়ে যাবার জন্যে এসেছি। তুমি এ রকম করে মদ খাও কেন কাকাবাবু. আগে তো কক্ষনো তুমি মদ খেতে না। তোমায় মদ খেতে দেখলেই মা দিদিমা কত বকে, শুনে আমার কান্না আসে।"

তাহার জন্য কাঁদিতে যে একটা লোকও আছে ইহা অনুভব করিয়া বিমান যেমন ব্যথিত তেমনি সুখী হইল, বলিল "কেন মা তোমার কান্না আসে আমায় কেউ নিন্দে করলে, বকলে ?"

হাসি বলিল "তুমি যে আমার কাকাবাবু হও। অমন করে আর মদ খেয়ো না কাকাবাবু। মা বলছে কোনদিন গাড়ীর তলায় পড়ে চাপা পড়ে মরে যাবে। আমি সে কথা শুনে কেবল কেঁদেছি। এই যে কত জায়গায় তুমি পড়ে গ্যাছ, তোমার কাপড় জামা সব ধূলো মাখা। তোমার পায়ে পড়ি কাকাবাবু, তুমি আর এমন করে মদ খেয়ো না।"

বিমান একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "জীবন বড় দুঃসহ, মরণ যদি এগিয়ে এসে নেয় আমায়, আমি বেঁচে যাই। আমার জন্যে তুই কেন কাঁদছিস হাসি ? আমি মরে গেলে দুদিন বাদেই ভুলে যাবি, তোর একটা এমনি বদমায়েস দুরন্ত কাকা ছিল। আমিও তাই—"

কথা সে শেষ করিতে পারিল না, কারণ হাসি ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার প্রশস্ত বক্ষের মধ্যে মুখ লুকাইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। বিমানের চোখে জল আসিল, বামহাতে ক্ষুদ্র বালিকাকে জড়াইয়া ধরিয়া

রুদ্ধকণ্ঠে সে বলিল কাঁদিস নে মা কাঁদিস নে। আমি এমন করে আর মদ খাব না বলছি।"

অপর কক্ষ হইতে নীরদা হাঁক দিলেন "হাসি—"

হাসি ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল, ক্ষিপ্রহস্তে চোখ মুছিয়া বলিল—"দিদিমা ডাকছে।"

চোখ বুজিয়া বিমান বলিল, "তুই যা।"

হাসি উঠিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল "তুমি ঘরে যাও কাকাবাবু, আমি যাচ্ছি।"

হাসি দ্রুতপদে চলিয়া গেল। রায়-বাঘিনী দিদিমাকে সে যমের মত ভয় করিয়া চলিত।

বিমান কাণ উঁচু করিয়া শুনিতে লাগিল, নীরদা কন্যাকে বলিতেছেন "এই দেখ অনু মাতালটার মাথা কোলে নিয়ে বসে তার কাছে আমাদের কথাগুলো লাগাচ্ছিল। বাছা, তোর ঘরের শত্রু মেয়ে রয়েছে, কোন কথা কি বলবার যো আছে? এই দেখ, এর কাপড় জামা হ'তে মদের গন্ধ ছুটছে।"

অনু গর্জ্জিয়া মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিল "কোথা গেছ্‌লি?"

হাসি কথা কহিল না। অত্যন্ত রাগ করিয়া অনু তাহাকে দুমদাম করিয়া খুব মারিল। হাসির রোদনের শব্দ একটুও শোনা গেল না।

অস্থির বিমান তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য জড়িতকণ্ঠে চেঁচাইয়া উঠিল "ওকে মের না, ওকে মের না।"

সে উঠিয়া এক পা দুপা চলিতেই আবার পড়িয়া গেল।

অনেক রাত্রে বিমল ঘরে ফিরিবামাত্র অনু ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল "আজ কি চোখ-কাণের মাথা খেয়ে বসেছিলে? বাড়ীতে যে রাম-

রাবণের যুদ্ধ হচ্ছিল, শুনতে পাওনি? রোজ যে বলি তোমার ভাই মদ খায়, সে কথা যে আমলে আনতে দাও না। আজ সে একেবারে চুর্‌ হয়ে এসে যা না তাই বলে চেঁচামেচি করছিল, সে সব কি কাণে যায় নি নাকি?"

কাণে গিয়াছিল খুব, কিন্তু বিমল শুনিয়াও শুনেন নাই। তিনি তখন কোন্ মুখ লইয়া বিমানের সামনে আসিয়া দাঁড়াইবেন? নিজের লজ্জায় নিজেই তিনি লুকাইয়াছিলেন। তিনি বরাবরই জানিতেন জ্যোতিকে সে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে, জ্যোতির সহিত তাহার বিবাহ হইবার সব ঠিকঠাক হইয়া গিয়াছিল। তাহাকে অনু ও তাহার মাতা দেখিতে পারে না, পর পরকে না দেখিতে পারাই সম্ভব, কিন্তু তিনি তো তাহার ভাই, তিনি কেন তাহার হৃদয়ের পানে চাহেন নাই? তাহাকে নরকে ফেলিয়া দিয়াছেন তো তিনি। নিদারুণ মনস্তাপে সে আজ অজ্ঞান হইয়াছে।

বিমল অনুর কথার উত্তর না দিয়া আহারে বসিয়া গেলেন। তাঁহার এই নীরব ভাবকে অবহেলা মনে করিয়া অনু আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল. বলিল "আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? এখনো সে বারাণ্ডায় পড়ে আছে, তোমায় দেখিয়ে আনছি গিয়ে, কি রকম মাতাল হয়েছে সে আজ। তুমি কিছু বলছ না দেখেই তো সে আরও প্রশ্রয় পেয়ে যাচ্ছে, যদি তেমন কড়া শাসন করতে—"

বাধা দিয়া গম্ভীরভাবে বিমল বলিলেন "মনস্তাপ পেলেই মানুষ বয়ে যায় অনু, তাতে শাসন করতে গেলে আরও উল্টো ফল ফলে। বুকে তার ঘা লেগেছে,—ঘা লাগে অনেকেরই, কেউ তা সামলাতে পারে, কেউ পারে না; বিমান সে ঘা সামলাতে পারে নি

বলেই অধঃপাতে চলে যাচ্ছে, এখন তাকে ফিরানো আমার কাজ নয়।”

অনু তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল “তবে তো বড়ড ভালবাস তুমি ভাইকে। তাকে শাসন করে ফিরানো দূরে যাক, স্পষ্ট বলছ আমার কাজ নয়। আমি স্পষ্ট কাল তাকে বলে দেব যেন মদ খেয়ে বাড়ীতে এসে এই ঢলাঢলি গুলো না করে।

বিমল হঠাৎ রাগিয়া উঠিয়া ভাতের থালা দূরে টান দিয়া ফেলিয়া তীব্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন “দেখ অনু, তোমার অনেক কথা আমি সহ্য করেছি। অনর্থক চিৎকার করে ঝগড়া বাধিয়ে লোক জানাজানি করতে আমি রাজি নই বলেই চুপ করে থাকি। আমি স্পষ্ট কথা বল্‌ছি, যখন আমার দ্বারাই তার বুক ভেঙ্গে গ্যাছে, তখন কোনও কথা আমি তাকে বলতে পারব না। তোমার যা খুসী হয় বোলো তাকে। তাকে দূর করে দিয়ে তুমি সুখে বাস করো আমার আপত্তি নাই তাতে। আমায় কোন বিষয় নিয়ে বিরক্ত করতে এসো না। তুমি আছ, তোমার মা আছে, দুজন লাগলে তাকে দূর করে দিতে একটুও দেরী হবে না।”

আচমন করিয়া তিনি রাগতভাবে বাহিরে চলিয়া গেলেন। অনু বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

[৬]

অনু কথাটা পাড়িবে বলিয়াই বিমানের কাছে আসিযাছিল, কিন্তু হঠাৎ সে কথাটা উত্থাপন করিতে পারিল না।

বিমান তখন স্নানান্তে আয়নার কাছে দাঁড়াইয়া চুল ঠিক করিতেছিল, অনুকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া শুধু একটু হাসিল, কিছু বলিল না। অনু সহানুভূতির সুরে বলিল "ঠাকুরপোর চোখ দুটো একেবারে বসে গ্যাছে, মুখখানা শুকিয়ে বিশ্রী হয়েছে।"

বিমান ফিরিয়া আসিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া হাসিমুখে বলিল তারপর বউ দি, চিঁড়ে ভিজাতে তো এসেছ, কিন্তু আদত অভিপ্রায়টা কি সেটা বলে ফেল।"

অনু ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া বলিল "চিঁড়ে ভিজানো কি?"

বিমান অবিলম্বে উত্তর করিল "এই মন-মজানো মিষ্টি কথা গুলো। এমন পাজি জাত তোমরা যে মনের ভাবটাকে কিছুতেই সরল ভাবে প্রকাশ করতে পারবেই না। তোমাদের পেটে একখানা মুখে একখানা থাকবেই। অনেকে আবার বলে মেয়েরা দেবী। তাদের সঙ্গে যদি কখনো আমার দেখা হয়, আমি বুঝিয়ে দেব, কদাচিৎ আমার মায়ের মত মেয়ে দেবী হতে পারে বটে, তা বলে সব্বাই হয় না। বুকে রয়েছে লুকানো বিষ-মাখানো ছুরি, মুখে কেমন সপ্রতিভ, কেমন হাসছ। সুবিধা পেলেই আমার বুকে সে ছুরিখানা বসিয়ে দেবে তাতে একটুও সন্দেহ নেই। কিন্তু বউ দি, সত্যি আমি ও রকম পেটে একটা মুখে একটা পছন্দ করিনে।

আমি তোমায় ছদ্মবেশ পরে দাঁড়াতে বলিনে, আসল যা তুমি তাই হও, আমিও নিজেকে বুঝে চলতে পারি তা হলে।”

অনু দমিয়া গিয়াছিল, বিবর্ণমুখে বলিল “কি আমি গোপন করে চলি ঠাকুর পো?”

বিমান একটু হাসিয়া বলিল “তুমি খুব চটেছ; কিন্তু রাগ করবে কর, আমি তাতে ভয় পাবনা. সত্যি কথাই বলব। কাল রাত্রে বেহুঁস হয়ে যখন পড়েছিলুম, মেয়েটা এসে কাছে বসেছিল. দুই একটা উপদেশও দিচ্ছিল; তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে—শুধু আমার কাছে এসেছে এই অপরাধে কি মারটাই, না মারলে তুমি। আজ আবার সেই তুমি যে আমার কাছে এসেছ, আমার চোখ মুখ বসে গেছে দেখে দুঃখ করছ, একি সত্যি বেশ তোমার না প্রকৃত ছদ্মবেশ? আমি যা সত্য তাই বলব, মিথ্যাটাকে আমি পছন্দ করিনে।”

অনু একখানা বই তুলিয়া লইয়া পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিল “আমি সত্যি কথাই বলতে এসেছি, মিথ্যা বলতে আসিনি।”

অত্যন্ত খুসির ভাব দেখাইয়া বিমান বলিল “সত্যি? তবে সে তো আমার সৌভাগ্য। বস বউদি, ওই চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বসে বল কি তোমার কথা। ভয় নেই, যত অপ্রিয়ই হোক না কেন তবু সেটা যে সত্যি তাই ভেবে আমি আনন্দ পাব।”

অনু বলিল “আর বসতে হবে না। সামান্য কথা মাত্র, দাঁড়িয়েই বলে যাই।”

আসিবার আগে সে অনেকগুলা কথা বেশ করিয়া সাজাইয়া আনিয়াছিল কিন্তু বলিব বলিয়া বলিতে গিয়া সব গণ্ডগোল হইয়া গেল।

অনু ঢুই একবার কাশিয়া মুখ লাল করিয়া বলিল "সে কিন্তু আমার কথা নয় আমি শুধু বলতে এসেছি মাত্র "

বিমান বলিল "তোমার মা শিখিয়ে দেছেন বুঝি ?"

অনুর আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু সে শান্তভাবে বলিল "মা নয়, তোমার দাদাই তোমায় বলতে বলেছেন।"

বিমান চিন্তাযুক্ত ভাবে বলিল "আমার দাদা তোমায় দিয়ে কথা গুলো পাঠিয়ে দেছেন আমায় ? কিন্তু দাদা নিজে আমায় ডেকে বললেই তো পারতেন। যাক, তোমার চেয়ে আমি তাঁর বেশী প্রিয় তো নই। কি বলেছেন তিনি বলে ফেল. শোনা যাক।"

অনু বলিল "তোমার এ বাড়ীতে থাকার সম্বন্ধে—"

বাধা দিয়া বিমান বলিল "মোট কথা আমায় এ বাড়ীতে থাকতে দেওয়া অভিপ্রেত নয় তোমাদের, তাই তো? অর্থাৎ, মাকে যেমন আজীবন কাশীবাসিনী করেছ, আমাকেও দেশ-ছাড়া করতে চাও তো ?"

অনু অপ্রতিভ হইয়া বলিল "না সে কথা নয়। তোমার বাড়ী ছাড়ার কথা কেউ বলে নি. আমিও তা বলতে আসি নি।"

বিমান স্থির দৃষ্টি তাহার মুখের উপর রাখিয়া বলিল "তবে কি বলতে এসেছ আমার কাছে ?"

অনু কুণ্ঠিত হইয়া বলিল "তোমার মদ খাওয়া সম্বন্ধে বলতে বলেছেন তিনি। তুমি যে যেখানে সেখানে মদ খেয়ে বাড়ী এসে চেঁচামেচি কর, এতে পাড়ায় তাঁর মুখ দেখানো অসম্ভব হয়ে উঠেছে। পাশের বাড়ীর ভদ্রলোক সুধীর বাবু এজন্যে কাল রাত্রে যাচ্ছে-তাই বলে গ্যাছেন তোমার দাদাকে, তিনি বলছেন—"

সে থামিয়া গেল দেখিয়া বিমান বলিল "বলে ফেল, থেম না। লজ্জা করার, সঙ্কোচ করার কোনও কারণ দেখছিনে, কারণ এ তোমাদের বাড়ী, তোমাদের ঘর, তোমাদের পাড়া। তোমাদের ইচ্ছানুসারে আমি যখন এখানে থাকতে পাব, তখন যা তোমাদের ইচ্ছে বলে ফেল, তা বুঝে আমি আমার কর্ত্তব্য ঠিক করে নেই।"

অনু বলিল "না ভাই ঠাকুর পো, আমাকে দোষ দিয়ো না তুমি আমি কি করব? তুমি হয় তো আমাকেই দোষ দিচ্ছ ভাবছ আমিই সব করছি, কিন্তু ভাই, ভগবান সাক্ষী, আমি কিছু জানি নে। আমি মাঝখানে পড়ে আছি, দুদিক হতে দুজন চাপ দিচ্ছে আমায়, মাঝে পড়ে দোষী হচ্ছি তোমার কাছে আমি। তোমার দাদা আরও যে সব কথা বলেছেন— আমি সে সব কথা আর বলতে পারব না তোমায়। বরং তুমি ইচ্ছে করলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পার, নিজের কানেই শুনতে পাবে সব।

শুষ্ককণ্ঠে বিমান বলিল "দরকার কি বউ দি? আমি দাদার কাছে কোনও কথা কখনও জিজ্ঞাসা করিনি, করবও না। সৎ ভাই যে আপন হয় না, সে জানা কথা। দাদাকে আমি একটুও বিশ্বাস করিনে আর, দাদা আমার মন খুব ভেঙ্গে দেছে। তোমাকেও বিশ্বাস করিনে একটু—তা স্পষ্ট বলে দিচ্ছি। জগতের পরেই আমার কি রকম একটা অবিশ্বাস জন্মে গ্যাছে সেই জন্যে—শুধু সেই জন্যে অভিমান করেই আমি আরও মদ খাচ্ছি। যাই হোক, দাদাকে বোলো—বাবার যা বিষয় তিনি রেখে গেছেন, যা জিনিষ তিনি দিয়ে গেছেন, আমি তার একটুও ছাড়ব না, চুল চেরা অর্দ্ধেক বখরা করে নেব। আমাদের ঘর পড়ে গেছে, আমি কাল হতেই ঐ ঘর মেরামত করিয়ে তারপর ওখানে যাব।"

অনু বিমর্ষ ভাব দেখাইয়া বলিল "সে তো ভাল কথাই, কিন্তু ভাই ঠাকুরপো—তুমি—"

বাধা দিয়া বিমান বলিল "না, আর কোনও কথা বলতে হবে না। আমি বেশ জেনেছি, জগতে কেউ আপনার হয় না। যাও তুমি, দাদাকে সব কথা বোলো, আমি কাল এমনি সময়ে এসে খবরটা ঠিক জেনে যাব!"

সে আলনা হইতে জামাটা লইয়া গায়ে দিল, পায়ে জুতা পরিল; অনু বিস্মিতভাবে বলিল "এখন যাচ্ছ কোথায়? রান্না হয়ে গেছে, চারটি খেয়ে দেয়ে যাও না কেন? কাল সেই দুপুরে খেয়েছিলে, আজও তো বেলা এগারটা বাজে। সকালে চা পর্যন্তও খাওনি।"

মলিন হাসিয়া বিমান বলিল "তোমার এ দয়াটুকুর জন্যে ধন্যবাদ বউদি, কিন্তু মাপ কোরো আমায়, বড় অভাগা আমি, সেই জন্যেই তোমার এ দয়া নিতে পারলুম না।"

সে যে সময় বাহির হইয়া যাইতেছে—সেই সময় হাসি কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল, "কোথা যাচ্ছো কাকাবাবু?" বিমানের চোখে জল আসিয়া পড়িল, তাড়াতাড়ি সে চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রুদ্ধকণ্ঠে যথাসম্ভব পরিষ্কার করিয়া বলিল "একেবারে ডুবতে যাচ্ছি হাসি মা, একটু যা আশা ছিল ফিরবার, সে আশা একেবারে ডুবিয়ে ফেলতে যাচ্ছি। এর জন্যে কোনও দিন তোর কাকাবাবুকে ধিক্কার দিসনে মা, বড় হলে বুঝতে পারবি কত দুঃখে আমি চললুম।"

করুণ সুরে হাসি বলিল "ভাত খেলে না কাকাবাবু?"

বিমান বলিল "না মা, এখানে আর ভাত খাব না। ভগবান যেখানে

আমার জায়গা স্থির করে রেখেছেন, সেইখানে যাচ্ছি। তোর বাবা কাছারী চলে গেছে?''

হাসি বলিল "বাবা আজ ভাত খায়নি কাকাবাবু, খুব রাগ করে বাইরে হতেই চলে গেছে, বাড়ীর মধ্যেও আসে নি, আমাকে আজ আদরও করেনি।"

আর কিছু না বলিয়া হাসি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, বিমান একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া পথে নামিয়া পড়িল।

[৭]

সে ছিল নর্ত্তকী মাত্র, যাহার জীবন কেবলমাত্র কালিমায় লেপিত, আলোর রেখা সে জীবনে কখনও দেখিতে পায় নাই। মণি যথার্থ ই বড় সুন্দরী ছিল, এবং সে সহরের মধ্যে শ্রেষ্ঠা গায়িকা ছিল। অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাহার কৃপালাভ করিবার জন্য লালায়িত ছিলেন। কিন্তু জানি না, কি সোণার চোখে সে বিমানকে দেখিয়াছিল, সে কাহাকেও আর গৃহের দরজায় উঠিতে দেয় নাই। বিমানকে সে প্রাণ ঢালিয়া ভাল বাসিয়াছিল, সে জানিতে চাহে নাই বিমান তাহাকে তেমনিই ভালবাসে কি না। দুর্ভাগিনী শুধু ভাল বাসিয়াই সুখী ছিল, ভালবাসা চাহিবার অধিকার তাহার ছিল না।

পঞ্চবিংশ-বর্ষীয়া যুবতী সে, তাহার জীবনের উপর দিয়া অনেক স্রোত, অনেক ঝড় চলিয়া গিয়াছে। ভালবাসার ছলনা করিয়া সে

প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে; কিন্তু কখনও প্রাণে শান্তি লাভ করতে পারে নাই। হৃদয়ের মধ্যে হাহাকার চপিয়া রাখিয়া তাহাকে হাসিতে হইয়াছে, তাহাকে গান গহিয়া লোককে তৃপ্ত করিতে হইয়াছে। তাহার জীবনটা এতদিন কেবল ছলনার মধ্যে দিয়াই চলিয়াছে, এবার সে ছলনা ত্যাগ করিয়া বাঁচিয়াছে, হাঁফ ছাড়িতে পাইয়াছে। এতদিন কেবল সে কুড়াইয়াই আসিয়াছে, নিজেকে কোথাও দিতে পারে নাই, এবার সে নিজেকে দান করিতে পাইয়াছে। ধীরে ধীরে কেমন করিয়া যে সে বিমানকে এত গভীর ভাবে ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছিল, তাহাই আশ্চর্য্য।

আজ সে তখন আহার করিতে যাইবে মাত্র, সেই সময় ঝড়ের মত বিমান তাহার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। সে বন্ধুদের সহিত কখনও কখনও এখানে আসিয়াছে, কিন্তু একা এরূপ ভাবে কখনও আসে নাই, তাই অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া মণি গৃহমধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল, ব্যাপারটা যে কি, তাহা সে একটুও বুঝিতে পারিল না। একটু নীরব থাকিয়া বলিল "অমন করে এই ঠিক দুপুর বেলা এসে শুয়ে পড়লে যে! খাওয়া হয়েছে?"

বিমান মাথা নাড়িল।

উৎকণ্ঠিত হইয়া মণি বলিল "খাওয়া হয়নি? বাড়ী যাও নি?"

বিমান উত্তর দিল "গেছলুম।"

"ওঃ, তবে রাগারাগি করে চলে এসেছ বল—"

বিমান মাথা নাড়িয়া বলিল "রাগারাগি করে আসিনি মণি, আমার দাদা বউদি আমায় ও বাড়ীতে থাকতে দিতে রাজি নন্। আমার আর জায়গা নেই, তাই—"

মণি তাহার পার্শ্বে আসিয়া বসিল, বলিল "তাই আমার বাড়ী এসেছ? বেশ করেছ, এখন ওঠ, ভাত খাবে চল।"

বিমান বলিল "আজ আমি ভাত খাব না বলে প্রতিজ্ঞা করেছি।"

অনুনয়ের সুরে মণি বলিল "তা কি হয়? না—তুমি ওঠ, আমার ভাত আছে, চল তুমি খাবে।"

বিমানের হাত ধরিয়া জোর করিয়া সে তাহাকে উঠাইয়া লইয়া গিয়া নিজের আসনে বসাইয়া দিয়া দূরে বসিল; সে অস্পৃশ্যা বারাঙ্গনা, ব্রাহ্মণ-সন্তান বিমানের আহার্য্য দিবার অধিকার তাহার নাই। তাহার পাচক রন্ধন শেষে তাহার আহার্য্য ঢাকিয়া রাখিয়া নিজে খাইয়া ও চাকর দাসীকে খাওয়াইয়া বেড়াইতে গিয়াছিল; মণি কোন দিনই বারটার আগে খাইত না, পাচককে সেই ভাত ঢাকিয়া রাখিয়া যাইবার অনুমতি দিয়া রাখিয়াছিল।

বিমান অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিল, সে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া আহার করিতে লাগিল। অর্দ্ধেক আহার শেষ করিয়া তাহার মনে পড়িয়া গেল, ইহা মণির মুখের ভাত, সে আহার করিবার জন্যেই বাহির হইতেছিল। মুখ তুলিয়া সে চাহিয়া দেখিল মণি সামনে বসিয়া অত্যন্ত তৃপ্তনেত্রে তাহার আহার দেখিতেছে। এমন তৃপ্তি সে বহুকাল লাভ করে নাই—আজ এই বুভুক্ষিত অতিথিকে নিজের আহার্য্য ধরিয়া দিয়া সে যতটা তৃপ্তি লাভ করিয়াছে।

বিমান বলিল "তোমার ভাত তো আমি খেলুম, এখন তুমি কি খাবে?"

পাছে সে আর না খাইয়া উঠিয়া পড়ে, সেই ভয়ে মণি তাড়াতাড়ি বলিল "আমার ভাত আছে। আমি বামুন ঠাকুরকে বলছি আমার

ভাত দিতে। সে কোথা গেছে, আসলেই আমি খাব'খন। তুমি এখন খেয়ে নাও। দুধ দেব? বেশ ভাল করে দুধ জ্বাল দিয়ে রেখেছে—খাবে কি?"

কুণ্ঠিত বিমান না না বলিতে বলিতে মণি এক বাটি দুধ তাহার পাতের কাছে দিয়া শান্তকণ্ঠে বলিল "তুমি অত লজ্জা পাচ্ছো কেন? আমি বলছি, তোমার নিজের বাড়ীর মতন করে খাও তুমি, কিছু সঙ্কোচ ক'র না। মনে কর এ তোমার বাড়ী, তোমার ঘর। আমায় তোমার দাসীর মত মনে কর। তোমার যা যখন হুকুম চালিয়ো, আমি প্রাণপণে সে হুকুম পালন করব। ও কি ক'রে খাচ্ছো, সব ফেলে দিচ্ছো যে? দুধের বাটীতে এই ভাতগুলো ফেল, তার পরে খাও।"

বিমাম তাহার কথা রাখিল, একটু হাসিয়া বলিল "কিন্তু মণি আমায় এতটা প্রভুত্ব দিয়ো না। জানতো—কুকুরকে বেশী আদর দিলে সে মাথায় উঠে বসে। আমিও সেই কুকুর বই নই। হয় তো বলে বসব'খন মণি, আমার পা টিপে দাও।"

গাঢ়স্বরে মণি বলিল "তোমার পা টিপে দেব সে তো আমার ভাগ্য। আমায় সত্যি সে অধিকার দিলে আমি স্বর্গ হাতে পাব আমার জীবনের সব সাধ মিটেছে, ওই একটা সাধ আছে মাত্র, সত্যি দেবে কি সে অধিকার?"

নিজের কথায় নিজেই জড়াইয়া পড়িয়া বিমান বলিল, "আঃ, কি সব বকছি—তোমাকেও বকাচ্ছি তার ঠিক নেই। আমি কিন্তু আগে হতেই একটা কথা বলে রাখছি মণি, যে পর্য্যন্ত না আমার ঘর আমি তুলতে না পারি, সে পর্য্যন্ত তোমার বাড়িতেই আমি থাকব। আমি তোমায় কখনও একটা পয়সা দিতে পারি নি, উল্টে তোমার

পরেই আমার ভার দিচ্ছি, এতে আমি যে কতদূর লজ্জা পাচ্ছি তা আর—”

বাধা দিয়া ব্যস্তভাবে মণি বলিয়া উঠিল “ও কথা মনেও ভেব না তুমি। তুমি যে দয়া করে এই পতিতার বাড়ী এসেছ, আমার ভাত খেয়েছ এ আমার কত জন্মের পুণ্যফল তা আমি বলতে পারি নে। আমার পয়সার অভাব কি? এ পর্য্যন্ত এই পাপ কাজে এত অর্থ উপার্জ্জন করেছি যার সংখ্যা নেই। আমি মরে গেলে সবই হবে গভর্ণমেন্টের, তবে এতদিন ধরে উপার্জ্জন করলুম কেন? অর্থ উপার্জ্জনের লালসা আমার মিটে গ্যাছে, কারণ আমার যত অর্থ আছে, একটা জমীদারের তা আছে কি না সন্দেহ। আমি সে সব ত্যাগ করতে পারি, যদি আমি তোমার দাসী হয়ে থাকতে পারি। আমায় সে রকম ভেব না বিমান, আমায় সরল মনে ভেবে নিয়ো।”

বিমানের আহার শেষ হইয়া গেল। আচমন করিয়া মুখ হাত মুছিয়া সে বিছানায় আসিয়া বসিল, মণি একখানা চেহার টানিয়া লইয়া বিছানার পার্শ্বে বসিয়া পানের ডিবা সরাইয়া দিয়া বলিল “তুমি এখানে থাকবে, সে আমার পরম সৌভাগ্য, কিন্তু লোকে যে তোমায় নিন্দা করবে।”

অবহেলার ভাবে বিমান বলিল “লোকের নিন্দা? আর বলো না মণি যে সমুদ্রে বিছানা পেতেছে, শিশিরে তার ভয়টা কি? এই লোকে আমার কতদূর ক্ষতি করেছে তা জানো মণি? আমায় এখানে এনেছে তারাই, আমার বুক একেবারে ভেঙ্গে দেছে। আমাতে আমার আর আছে কি? এ বুক যে শ্মশান হয়ে গ্যাছে, কিছু নেই মণি, কিছু নেই। বড় জ্বালায় নেমেছি, দেখব কতদূর নামতে পারি। লোকে নিন্দে করবে

—করুক, আর আমার ভয় নেই, আর আমার এমন কিছু নেই যা তারা আমার বুক হতে ছিনিয়ে নেবে। আমার সবই তো গ্যাছে মণি, থাকবার মধ্যে আমি জ্ঞানটা আছে, সেটাও যাক, আমার সব যাক। এমনি করেই মরব, মরবার জন্যেই ঝুঁকেছি, বাঁচবার আশা আমার আর নেই ”

তাহার কথার মধ্যে শোক-দুঃখের করুণকাহিনী এমন ভাবে বাজিয়া উঠিতেছিল যে তাহা মণির হৃদয়ে গিয়া কঠিন ভাবেই বাজিল। উদ্বিগ্না মণি তাহার পানে চাহিয়া রহিল। সে দৃষ্টি বড় কোমল, বড় শান্ত। তাহা লক্ষ্য করিয়া বিমান চকিতে নিজের অসংযত উক্তি থামাইল, একটু হাসিয়া বলিল “ভাবছ পাগলের মতন কি বকছি। বলছি যা—তা সত্যি কথা সব, সে পরে শুনতে পাবে। তুমি খেতে গেলে না মণি ?”

মণি বলিল “বামুন ঠাকুর এখনো আসেনি।”

ব্যগ্র হইয়া বিমান বলিল “কখন সে আসবে ততক্ষণ উপোস করে থাকবে তুমি ? আমিও তো বামুন, চল তোমায় ভাত দিচ্ছি।”

সে উঠিতেছিল, মণি বলিল “না না, তোমার অত কষ্ট করতে হবে না। ভাত আর নেই।”

ভাত আর নেই! বিস্মিত বিমান তাহার পানে চাহিয়া রহিল, বলিল “তোমার মুখের ভাতগুলো আমায় ধরে দিলে মণি ?”

মণি বলিল “তাতে কি হয়েছে ? আমার এমন অনেকদিনই হয়, প্রায়ই আমার ভাত খাওয়া হয় না, তাতে আমি মরে যাইনে, বরং তাতে আরও ভালই হয়। তুমি অত সঙ্কুচিত হচ্ছো কেন বল তো ?”

বিমান বলিল “সঙ্কুচিত হচ্ছি এই ভেবে—আমি আজ তোমার বড় শত্রুর কাজ করেছি।”

মণি বলিল "তা নয়, তুমি আজ আমার বড় মিত্রের কাজ করেছ। যে দান করে তার পুণ্যের চেয়ে যে দান নেয় তার পুণ্য বেশী। সে দান নিতে এসে নিজের পুণ্য খুইয়ে ফেলে। তুমি আজ ঘৃণিতা—পতিতা বেশ্যার ভাত খেয়েছ—তোমার নিজের পুণ্য কতটা নষ্ট করে ফেলেছ, তা বুঝতে না পেরে—সামান্য আমার যে খাওয়া হল না, তাই ভেবেই লজ্জা পাচ্ছো। আমি খাবার আনতে দিচ্ছি, ওবেলা আবার ভাত খাব'খন।"

বিমান বলিল "আমার কাছে পয়সা দাও, আমি এনে দিচ্ছি।"

মণি বলিল "আমার ঝি চাকর আছে, তোমার অত কষ্ট করে দরকার নেই, তুমি ঘুমোও খানিকটে, মনটা ভাল হয়ে যাবে, ভালমন্দ বুঝতে পারবে।"

সে উঠিয়া গেল, খানিক বাদে ফিরিয়া আসিয়া বিমানের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল "পায়ে হাত দেব কি ?"

শশব্যস্তে পা সরাইয়া লইয়া বিমান বলিল "না না টিপতে হবে না, আমার ও সব অভ্যাস নেই। তুমি ওখান হ'তে সরে যাও মণি, পায়ের কাছে কেউ থাকলে আমার ঘুম হয় না।"

মণি উঠিয়া গৃহের জানালাগুলি বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল "আমি ও ঘরে যাচ্ছি, তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমাও।"

গৃহের দরজা ভেজাইয়া দিয়া সে চলিয়া গেল।

বিমান চোখ মুদিয়া নীরবে পড়িয়া রহিল, হৃদয়খানা তখন তাহার কেবল চিন্তায় ভরা।

এ কি হইল, সে কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পড়িল ? জুড়াইতে গিয়া সে আসিয়া পড়িল যে অগ্নির সাগরে। এ যে বড় জ্বালাকর, প্রাণে যে দ্বিগুণ আগুন জ্বালিল সে।

লোকের উপর রাগ করিয়া ডুবিয়া মরিতেছে সে নিজেই, ধ্বংশের পথ নিজের হাত নিজেই সে তৈয়ারী করিতেছে। ইহাতে জগতে কাহার ক্ষতি? যাহার জন্য সে নিজেকে নষ্ট করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সে সুখে স্বামীর নিকট রহিয়াছে, বিমানের কথা সে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে। দাদার উপর রাগ করিয়া সে আজ দিনের আলোকে প্রকাশ্য বেশ্যালয়ে আসিয়াছে, ইহাতে দাদারই বা কি ক্ষতি? তিনি তো ইহাই চান, বিমানের নাম যে জগৎ হইতে লুপ্ত হইয়া যায়, ইহাই তাঁহার প্রার্থনীয়। তবে সে এ কি করিতেছে, কাহার উপর রাগ করিয়া নিজের ইহকাল পরকাল নষ্ট করিতেছে?

মনে পড়িল হাসির কথা। সংসারে তাহার প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী এই ননীর পুতুল ছোট মেয়েটী। সে মাতাল হইলে বুক ফাটিয়া যায় ইহার, ইহারই চোখের জলে বিমানের কাল হঠাৎ জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছিল। সে যে বার বার করিয়া বলিয়াছে, কাকাবাবু, তুমি মদ খেয়ো না, সে কথা রাখিতে সে সক্ষম হইল কই?

মনটা বড় খারাপ হইয়া গেল, অনিদ্র বিমান বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল।

ওই মা দেরাজের উপর একটা কিসের বোতল রহিয়াছে, উহার মধ্যে তরল পদার্থ ও কি? বিমান শয্যাত্যাগ করিয়া দেরাজের নিকটে গিয়া দেখিল, তাহারই অভীপ্সিত বস্তু এ।

একবার—দুইবার, প্রাণ ভরিয়া সে মদ্যপান করিল, তাহার পর বিছানায় আসিয়া বসিল। প্রাণে তখন তাহার বড় স্ফূর্তি, মনের আনন্দে সে গান গাহিতে আরম্ভ করিল।

মণি দরজা খুলিয়া তাহাকে এ ভাবে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া

গেল। দেরাজের উপরিস্থিত বোতলটার পানে দৃষ্টি পড়িতেই সে সব ব্যাপার বুঝিতে পারিল। হতভাগ্য যুবক মনের শান্তি হারাইয়া সুধাভ্রমে হলাহল আকণ্ঠ পান করিতেছে, তাহার কথা ভাবিয়া তাহার হৃদয়টা আর্দ্র হইয়া উঠিল। নিকটে আসিয়া ভর্ৎসনার সুরে বলিল "করছো কি তুমি? এই ঠিক দুপুরবেলা যত পারছ মদ খাচ্ছো? দেহ থাকবে ওতে?"

জড়িতকণ্ঠে বিমান বলিল "তাই তো চাই মণি, আমার দেহ যাক, আমার প্রাণ যাক, আমার সব যাক। বসো মণি, আমার সামনে বস তুমি, বড় সুন্দরী তুমি, তোমায় দেখতে দেখতে আমি চলে যাই।"

মণি অত্যন্ত রাগ করিয়া মদের বোতলটা লইতেই সে বলিয়া উঠিল "ফেল না, ফেল না। যতক্ষণ না জ্ঞান যায়, ততক্ষণ আরও খেতে দাও, ফেল না মণি—আমায় দাও।"

"আমি তোমার মত পাগল হইনি বিমান; নিজের হাতে তোমায় এ বিষ খেতে দেব না, এ আমি দূর করে দেব।"

জানালা দিয়া সে বোতলটা বাগানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। বিমান তাহার পানে খানিক অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িয়া গুণ গুণ করিয়া গাহিল—যা ছিল তা ফুরায়েছে, রইল শুধু যাতনা।

[৮]

বিমল যখন শুনিলেন বিমান বাড়ী ছাড়িয়া কোথা চলিয়া গিয়াছে, তখন তিনি অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার গম্ভীরভাব দেখিয়া বিমানের পৃথক হইবার প্রস্তাব ভয়ে অনু তাঁহার নিকট বলিতে পারিল না।

বিমল বাড়ী মধ্যে আসা একেবারেই বন্ধ করিয়া দিলেন। পাচক দুই বেলা বাহিরে তাঁহার ভাত দিয়া আসিত, জল খাবারের ভার হাসির উপর পড়িল। দেখিয়া শুনিয়া কূটবুদ্ধিশালিনী নীরদা অবাক হইয়া গিয়া মেয়েকে বলিলেন, "ব্যাপারখানা কিরে অনু? জামাই এবার সত্যি বিবাগী হবে নাকি?"

অনু তাচ্ছিল্যের সহিত উত্তর করিল "হুঁ, বিবাগী হবে না আর কিছু। যে কচু সেই এঁটে, সেই আসবে পায়ে হেঁটে—তা জানো? কয়দিন রাগ করে থাকতে পারে তা দেখে নেব। ভাইয়ের জন্যে গেল একেবারে, তবু যদি নিজের ভাই হোতো।"

কিন্তু নিজের ভাইয়ের জন্যই হোক, আর সতাতো ভাইয়ের জন্যই হোক বিমলের রাগটা কিছু অতিরিক্ত রকমেই হইয়া গিয়াছিল। বড় আদরের মেয়ে হাসি, তাহার সহিত কথা বলাও তিনি বন্ধ করিয়া দিলেন।

হাসির হইল সব চেয়ে মুস্কিল; দিদি মা তাহাকে কথায় কথায় কাকা-সোহাগী, বাপ-সোহাগী বলিয়া থাকেন, মা তাহাকে সর্ব্বদাই দূর দূর করে, বাপও তাহার সহিত কথা বলেন না।

সেদিন বিমল কোর্ট হইতে ফিরিয়া মুখ হাত ধুইয়া জল খাইতে

বসিলে হাসি তাঁহার সামনে খাবার দিয়া নিকটে দাঁড়াইয়া রহিল, অন্যদিন সে তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইত, আজ সে চলিয়া গেল না।

বিমলের মনটা সে দিন খুব কোমল অবস্থায় ছিল। জলখাবার খাইতে খাইতে হাসির পানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুই আজ ভাল আছিস তো হাসি? শুনলুম কাল তোর বড্ড শরীর খারাপ হয়েছিল?"

ক্ষুদ্র বালিকা পিতার এই আদরের কথায় দুই হাতে মুখ ডাকিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

বিমল বাম হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন "কাঁদিস্ কেন মা? তোকে কেউ কিছু বলেছে?

হাসি পিতার স্নেহময় বক্ষে মুখখানা লুকাইয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। পিতার চক্ষুও অল্পে অল্পে সজল হইয়া আসিতেছিল, একটা সজোর নিঃশ্বাসে দুর্ব্বলতা দূরে উড়াইয়া ফেলিয়া, একটু হাসিয়া তিনি বলিলেন "পাগলা মেয়ে আমার, অভিমান হয়েছে আমার প'রে তোর, কারণ এ তিন দিন আমি তোকে বুকে নেই নি, তোর কপালে একটাও চুমো দেই নি। তোকে একবার হাসি বলেও ডাকি নি, কিন্তু তাতে কি অত কাঁদতে আছে মা? ছি, চোখের জল মুছে ফেল, এ খাবারটা খা।"

হাসি চোখ মুছিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল "আমি কিছু খাব না বাবা, আমার বড্ড মাথা ধরেছে, আর গা কেমন করছে।"

উৎকণ্ঠিত পিতা তাহার ললাটে হাত দিয়া দেখিলেন বড় গরম। ব্যগ্রকণ্ঠে তিনি বলিলেন "এই যে বড় জ্বর এসেছে তোর, গা যেন পুড়ে যাচ্ছে, এই জ্বর নিয়ে বেড়াচ্ছিস্ হাসি?"

হাসি রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "এতক্ষণ এখানে শুয়েছিলুম, তুমি এসেছ খাবার দিতে হবে, তাই উঠেছি, এখন গিয়ে আবার শোব।"

বিমল বলিলেন "তুই শো মা, আমি তোর কাছে বসে তোর মাথায় হাত বুলিয়ে দি।"

আদরের মেয়েটীকে সোফায় শোয়াইয়া দিয়া পিতা তাহার মাথার কাছে বসিয়া বলিলেন "বড্ড মাথা ব্যথা করছে মা?"

হাসি পিতার উদ্বিগ্ন মুখ দেখিয়া মাথা নাড়িল— না বাবা, বেশী ব্যথা করছে না, অল্প ব্যথা করছে।"

বিমল বলিলেন "আজ কদিন তোর জ্বর হয়েছে?"

হাসি চোখ মুদ্রিত করিয়া বলিল "তিন চার দিন হবে।"

তিন চার দিন? বিমল জিজ্ঞাসা করিলেন "তোর মা দিদিমা, কেউ দেখে নি?"

হাসি একটা ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "মাকে বলেছিলাম, কিন্তু মা কথা কানে নিলেন না; বললেন জ্বর হয়েছে--কুইনাইন আর সাগু খাবি।"

রাগে বিমলের হৃদয় জ্বলিয়া যাইতেছিল; এই ননীর পুতুল মেয়ে, ইহার অসুখ, আর সে জননী হইয়া তাহা দেখে নাই? এ কি মা—না আর কিছু? বিমল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

হাসি অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল "বাবা, কাকাবাবু আর আসবে না?"

হতভাগ্য ভাইয়ের কথা মনে করিয়া বিমল একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "সে কোথায় গ্যাছে জানিস হাসি?"

হাসি বলিল "তা তো জানিনে বাবা। মা কাকাবাবুকে কি সব

বলেছিলেন, কাকাবাবু তাই ভাত না খেয়ে রাগ করে চলে গেল। আমি এত ডাকলুম, কাকাবাবু বললেন—আমি এ বাড়ীতে আর আসব না। বাবা, কাকাবাবুকে আলাদা ঘর করে দাও না কেন, কাকাবাবু সেখানে থাকবে। এখানে মা আর দিদিমা কাকাবাবুকে বড় বকে। আমি কত দিন কাকাবাবুকে কাঁদতে দেখেছি।"

চঞ্চল হইয়া বিমল বলিলেন "আমি কাল সকালেই তার ঘর করতে লোক লাগাব। সে যেখানেই যাক, একদিন ফিরবেই, ফিরলে তার নতুন ঘরে নতুন সংসার পেতে থাকবে সে।"

হাসি একটু ভাবিয়া বলিল "কে রেঁধে দেবে কাকাবাবুকে, কে যত্ন করে খাওয়াবে, জ্বর হলে কে দেখবে?"

বিমল একটু হাসিয়া বলিলেন "মা আছিস যে তুই, তোর ছেলে দুটিকে তুই দেখতে পারবি নে?"

হাসি পিতার ক্রোড়ে মুখ লুকাইয়া বলিল "পারব বাবা। আমায় একটুখানি রান্নাটা শিখিয়ে দিয়ো, তা হলে আমি রাঁধতে পারব।"

বিমল তাহার ললাটে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিলেন "তা কি হয় মা? তোর বিয়ে হবে, শ্বশুরবাড়ী চলে যাবি, ছেলের ভার নিয়ে বসে থাকলে কি চলে? তোর কাকার বিয়ে দেব, তোর খুড়িমা আসবে, সে-ই তোর কাকাবাবুর ভার নেবে।"

হাসি মুখ ভার করিয়া বলিল "কাকাবাবু বলেছে, বিয়ে করব না। আমি কতদিন বলেছি বিয়ে করবার জন্যে, কাকাবাবু তাতে বলে— আমার বিয়ে কক্ষনো হবে না। হ্যাঁ বাবা, কাকাবাবু কিছুতেই বিয়ে করবে না কেন?"

বিমল একটু অন্যমনস্ক হইয়া বলিলেন "বিয়ে করবে না তো কি?

বিয়ের আগে অমনি সবাই বলে বিয়ে করব না। আমিও ত বলেছিলুম, তা বলে কি বিয়ে করি নি? সে অমনি বলছে বটে, আবার বিয়েও করতে হবে তাকে। এখন তার খোঁজ করব না, আগে তার ঘর ঠিক করে দি, তারপরে তাকে ধরে এনে বিয়ে দিয়ে দেব।”

হাসি চুপ করিয়া রহিল। তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে পিতার কথায় যে তরঙ্গ উঠিতেছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। এত ছোট বয়সে সে সংসার চিনিতেছিল যে সময়ে কেহ কিছু বুঝে না।

রাত্রে সে পিতার নিকটেই রহিল। অনু একবার দাসী পাঠাইল, বিমল তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন।

* * * *

আহারাদির পর কয়েকজন বন্ধুর সহিত বিমল তাস খেলিতেছিলেন। সহসা শিবদাস চাটুয্যে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“বিমানের কোনও সন্ধান রাখো?”

বিমল বলিলেন “না, আমি তাকে এ কয়দিন দেখতেই পাই নি।”

শিবদাস বাবু একটু হাসিয়া বলিলেন “তা আর পাবে কি? একবার দেখে আসবে চল কি করে বেশ্যাবাড়ী পড়ে আছে সে? মণিকে চেনো তো, সে দিন যার গান শুনে তন্ময় হয়ে গেছলে?”

বিমল একটু হাসিয়া বলিলেন “তন্ময় হইনি, তবে মোহিত একটু হয়েছিলুম বটে। গান গায় বড় সুন্দর।”

ললিত বাবু কথাটা লুফিয়া লইয়া বলিলেন “আর চেহারাখানা? আমার তো মনে হয় স্বর্গের অপ্সরা সে, কি শাপে পৃথিবীতে নেমে এসেছে।”

শিবদাস বাবু বলিলেন "সেই মণির বাড়ীতে পড়ে আছে সে, দিন-রাত্ত মদে একেবারে ডুবে আছে। এই বেলা তাকে ফিরাবার চেষ্টা করতে পার যদি, তবে ফিরতে পারে সে, এর পরে তাকে ফিরানো খুবই দুঃসাধ্য হবে। তুমি বড় ভাই মাথার প'রে থাকতে সে এতটা অধঃপাতে গেল এই আশ্চর্য্য। যাই হোক, এখন ফিরাতে হবে তো তোমারই তাকে। একটা বিয়ে-টিয়ে দাও, সংসারী কর তাকে, তা হলে আর ও সব বদচাল থাকবে না।"

অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া বিমল বলিলেন "পাত্রী পাই কোথায় ?"

ললিত বাবু বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন "পাত্রীর ভাবনা ? বাংলাদেশে মেয়ের অভাব আছে ? তুমি একেবারে অবাক করে দিলে হে!"

সুধীর বাবু রয়াল পেপার ফেলিয়া আবার কুড়াইয়া লইতে লইতে বলিলেন "এই আমাদের হেম বাবুরই একটি ভাগ্নি আছে, বয়েসও হয়েছে তার, বোধ হয় বছর শোল সতের হল। বিমানের বিয়ে তার সঙ্গে দিলে বেশ মানাবে। উপযুক্ত পাত্র আর অর্থাভাবে হেম বাবু তার বিয়ে দিতে পারছেন না। এইবার কথা-বার্ত্তা গুলো ঠিক ঠাক করে ফেল না হেমবাবু, চুপচাপ রইলে কেন ?"

উৎসাহিত হইয়া বিমল বলিল "তোমার কোন আপত্তি না থাকে তো দিয়ে ফেল না এই সামনের অগ্রহায়ণ মাসে।"

হেম বাবু বলিলেন "আপত্তি কিছু নেই। তবে কথা হচ্ছে কি— আমি তোমাদের চেয়ে গরীব, আমার নিজেরও চারটি মেয়ে, ভাগ্নির বিয়েতে যে বেশী কিছু খরচ করতে পারব সে—"

বাধা দিয়া বিমল বলিলেন "তোমার একটা পয়সা খরচ করতে হবে না ভাগ্নির বিয়ে দিতে, তার মা বাপ কেউ নেই বুঝি ?"

হেম বাবু বলিলেন "কেউ নেই। সে যখন গর্ভে, তখন তার বাপ মারা যায়, তার পর তাকে আর তার মাকে আমার কাছে নিয়ে আসি, কারণ তাদের খাবার সংস্থান ছিল না। তার পরে নীতা যখন সাত বছরের মাত্র, সেই সময় তার মা মারা যায়, সেই পর্য্যন্ত সে আমার কাছেই রয়েছে।"

বিমল বলিলেন "তোমার ভাগ্নিকে তা হলে ভিক্ষা দাও ভাই, আমার ভাইয়ের বিয়ে দিয়ে আমি সংসারী করি। তোমার একটী জিনিস আমি চাই নে, আমি শুধু মেয়েটীকে প্রার্থনা করি।"

ললিত বাবু গোলামখানা খেলিয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন "বিয়ে দিলেই সে ভাল হয়ে যাবে। অনেক ছেলেই অমন হয়ে থাকে, বিয়ে করে একবার সংসারী হলে আর শেষে টু শব্দটী করতে পারে না। জোয়াল ঘাড়ে নিলে আর মাথা এদিক ওদিক করবার ক্ষমতা থাকে না —তা দেখছ তো?"

বিমল হাসিলেন "খুব দেখেছি।"

[৯]

বিমান তখন হার্ম্মোনিয়ামের কাছে বসিয়া একটা গান ধরিয়াছিল মাত্র। মণি অদূরে সোফায় অর্দ্ধশয়নাবস্থায় পড়িয়া মুগ্ধনেত্রে তাহার সুন্দর মুখখানার পানে চাহিয়াছিল। আকাশে একখানা মেঘ আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহার পাতলা আবরণ ভেদ করিয়া সূর্য্যের আলো মলিন ভাবে পৃথিবীর গায়ে আসিয়া পড়িয়া বড় সুন্দর শোভা বিস্তার করিয়াছিল।

হঠাৎ তাহার উচ্চকণ্ঠ থামিয়া গেল, ব্যস্তভাবে সে হার্ম্মোনিয়াম বন্ধ করিয়া ফেলিল, উৎকর্ণ হইয়া সে কি শুনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বিস্মিতা মণি বলিল "কি শুনছো ?"

বিমান বলিল "চুপ, কে যেন আমায় ডাকছে।"

মণি হাসিয়া বলিল "তোমার আর শান্তি নেই দেখ্‌নি। এমনি করে গল্প বলতে বলতে, গান করতে করতে হঠাৎ থেমে গিয়ে কাণ উঁচু করে শোন, ঘুমিয়ে চমকে উঠে বসো, ওই বুঝি কে তোমায় ডাকছে। কে তোমায় ডাকবে বলে আশা করছ? 'যে চলে আসে বাঁধন কেটে, তাকে ডাকতে কে আছে' ?"

বিমান অন্যমনা হইয়া বলিল "লোক আছে—তাই ব্যগ্র হয়ে উঠি। ওই শোন—আমায় ডাকছে।"

পথ হইতে কে ব্যগ্রকণ্ঠে ডাকিল "বিমান—আসবিনে ভাই ? তোর হাসি যে তোকে ডাকছে, তার যে ভয়ানক জ্বর! তুই না গেলে তাকে যে বাঁচাতে পারব না—সে আমায় ফাঁকি দিয়ে চলে যাবে।" সত্যই গত রাত্রি হইতে হাসির প্রবল জ্বর হইয়াছিল।

"মণি, আমার দাদা—"

এক লাফে চেয়ার ত্যাগ করিয়া সে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল। পথের উপর দাঁড়াইয়া বিমল। ভাইকে দেখিয়া অগ্রসর হইয়া ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "তুই এসেছিস বিমান ?"

বিমান নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিমল বলিলেন "আমি জানি, আমি ডাকলে তুই আর কোথাও থাকতে পারবিনে ; তাই আমি আর কাউকে না পাঠিয়ে নিজে

এসেছি। একবার চল ভাই বিমান, হাসি যে যায়; তুই না গেলে তাকে আমি বাঁচাতে পারব না, সে চলে যাবে।"

বিমান একবার দাদার মুখ পানে চাহিল, সে মুখ বড় মলিন, রাত্রি-জাগরণে চোখ বসিয়া গিয়াছে।

ব্যগ্রকণ্ঠে সে বলিল "হাসির কি হয়েছে দাদা?"

বিমলের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল "তার বড় ব্যারাম রে, সে আর বাঁচে না। ডাক্তার তাকে এক রকম প্রায় জবাব দিয়ে গ্যাছে। বিকার অবস্থাতেও সে কেবল তোকে ডাকছে, জ্ঞান হলে তোকে দেখবার জন্যে বড্ড কাঁদছে। এ সময় একবার কি যাবিনে বিমান, এ সময় কি রাগ করে তফাতে পড়ে থাকবি?"

সেই হাসি, যাহার একটু হাসি দেখিলে বিমানের প্রাণ উৎফুল্ল হইয়া উঠে, যাহাকে সে প্রাণের অধিক ভালবাসে, সেও আজ তাহাকে ফাঁকি দিয়া যাইবে? বিমান আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "না না, চল দাদা—আমি যাব, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেও সে বাড়ীতে আবার ঢুকব"

এক রকম সে প্রায় ছুটিয়াই চলিল।

হাসির পার্শ্বে ছিলেন অনু ও নীরদা। হঠাৎ বিমানকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই নীরদা চমকাইয়া উঠিলেন, কন্যার গাত্রে একটা টিপ দিয়া ফিস ফিস করিয়া বলিল "এ ছোঁড়া আবার কোথা হতে এল রে?"

অনু উত্তর দিল না। এখন তাহার দৃষ্টি মেয়ের দিকে, অন্য কোন কথা শুনিবার অন্য কিছু দেখিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না।

বিমান কোনও দিকে চাহিল না, একেবারে হাসির মাথার কাছে

গিয়া বসিয়া তাহার মাথাটা নিজের কোলে টানিয়া লইল। ক্ষুদ্র বালকের ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া ডাকিল "হাসি—হাসি মা ?"

হাসি চোখ চাহিল, তাহার চোখের দুই কোণ বহিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল, রুদ্ধকণ্ঠে সে শুধু বলিল "এসেছ কাকাবাবু ? তুমি আর যেয়ো না আমায় ছেড়ে কাকাবাবু।"

বিমান তাহার চোখ মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল "না মা, আর যাব না, তোমার কাছেই থাকব। তুমি শীগ্‌গির ভাল হয়ে ওঠো মা—এমন করে বিছানায় পড়ে থেকো না।"

সে করুণ দৃশ্যে মাতৃহৃদয় অটুট থাকিতে পারিল না, অনু কাঁদিয়া উঠিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

আশ্চর্য্য এই যে—বৈকালে ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া জানাইলেন, রোগিণীর জীবনের আর আশঙ্কা নাই।

বিমল বিমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুই কি আবার যাবি বিমান ?"

বিমান মাথা নাড়িয়া জানাইল "না।"

খুব খুসি হইয়া বিমল বলিলেন "তোর ঘর আমি আরম্ভ করেছি, প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। হাসি ভাল হয়ে উঠলে তোর বাড়ীতে তাকে নিয়ে গিয়ে রাখিস। সে বলেছে তোকে রেঁধে বেড়ে খাওয়াবে।"

বিমান একটু হাসিয়া বলিল "মায়ের কাজই তো তাই।"

যে কয়দিন হাসির ব্যারাম ছিল সে কয়দিন নীরদা একটা কথাও বলেন নাই। হাসি পথ্য করিলে তিনি অনুকে বলিলেন "হাসি তো ভাল হয়ে উঠল অনু, তোর দেওর তবু আবার এ বাড়ীতে থাকে কেন ? চলে যাক না এখন।"

অনুর মনটা বিমানের উপর খুব প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। বিমান

না আসিলে সে যে হাসিকে হারাইত, এই কথাটা তাহার মনে জাগিতেছিল। মাতার কথার উত্তরে সে বলিল "যখন যাবার সময় হবে তখন যাবে।"

নীরদা মুখ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন "তাই ভেবেছিস তুই—ও আবার নড়বে? এতদিন ধরে ঝাঁটা মেরে দূর করতে পেরেছিলি ওকে, এবার আদর পেলে আর ও নড়বে বলে আশা করিস? এই বেলা দূর করে দে, এর পরে বসলে পর আর দূর হবে না।"

কথা না কহিয়া অনু সরিয়া গেল।

দিন কত বিমান বেশ রহিল, নেশার মোহ তখনও তাহাকে ভাল করিয়া আয়ত্বে আনিতে পারে নাই। বিমল তাহার ভাব দেখিয়া ভারি খুসী হইয়া উঠিলেন, এবার তাহার বিবাহ দিতে যে বেশী বেগ পাইতে হইবে না, তাহা তিনি ঠিক জানিলেন।

সে দিন বৈকালে বেড়াইয়া আসিয়া হাসি প্রফুল্লমুখে বিমানের কাছে ছুটিয়া গেল "কাকাবাবু কাকাবাবু, জ্যোতিদি এসেছে শ্বশুরবাড়ী হতে।"

এক নিমেষে বিমান বিবর্ণ হইয়া গেল "জ্যোতি?"

হাসি হাসিয়া বলিল "বারে, ভুলে গেলে নাকি তাকে? সেই জ্যোতিদি, যার বিয়ে হয়ে গ্যাছে, চৌধুরী পাড়ার মেয়ে, মনে পড়ছে না?"

বিমান মাথা নাড়িল।

হাসি হাতখানা গালে দিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিল "ওমা মনে পড়ছে না তোমার? সেই জ্যোতিদি, যাকে তুমি কাসফুলের মুকুট গড়িয়ে দিতে, আমাদের বাগান হতে ভাল ফুল তুলে যে তোমায় কত মালা গেঁথে দিত, মুকুটের বদলে, তুমি সেই রেশমি রুমালখানা যাকে দেছ্‌লে—এবার মনে পড়েছে কাকাবাবু?"

বিমান নিঃশ্বাস চাপিয়া বলিল "হ্যাঁ, মনে হয়েছে।"

হাসি বলিল "জ্যোতিদি যেন বুড়ো হয়ে গ্যাছে কাকাবাবু, সে আর খেলা করে না, একটুও হাসে না, যেন কি রকম। আমায় একটা কথাও জিজ্ঞাসা করলে না, শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। জানো কাকাবাবু—জ্যোতিদি কেন এ রকম হয়ে গেল?"

বিমান অন্যমনস্ক হইয়া বলিল "কি করে জানব মা? তোকে তোর মা এখনি ডাকছিল হাসি, শুনে আয় কি বলছে।"

হাসি ছুটিয়া চলিয়া গেল।

সে আসিয়াছে। সেই বিবাহের পর দিন সে চলিয়া গিয়াছিল, এই দীর্ঘ তিন বৎসর পরে সে ফিরিয়া আসিয়াছে। যাহার আশায় নিরাশ হইয়া হতভাগ্য বিমান নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করিয়াছে, সে আজ আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। আঃ, এখন একবার দেখা হয় তাহার সহিত, তাহা হইলে বিমান আচ্ছা করিয়া গোটাকতক কথা শুনাইয়া দেয়।

আজ সে পর-স্ত্রী, আজ তাহার চিন্তা করাও মহাপাপ। কিন্তু সে যে তাহারই হইতে পারিত, তাহারই বাগ্‌দত্তা স্ত্রী যে সে। কোথা হইতে একটা লোক আসিয়া তাহাকে ছিনাইয়া লইয়া গেল, আজ সে একেবারেই পর, তাহার কথাও সে মনে আনিতে পারিল না।

এতদিন পরে আবার তাহার মন বড় খারাপ হইয়া গেল, মনটাকে প্রফুল্ল করিবার জন্য সে ব্যগ্র হইয়া উঠিল, কিন্তু মণির বাড়ী আর কোন্ মুখে সে যাইবে, কেমন করিয়া সে সেখানে দাঁড়াইবে? এখন বাড়ী হইতে বাহির হয় সে কোন্ ওজর করিয়া?

হাসি ফিরিয়া আসিয়া বলিল "কই—না কাকাবাবু মা তো আমায় ডাকে নি।"

অন্যমনস্ক বিমান বলিল "কি জানি, আমার মনে হল বউদি যেন তোকে ডাকলে। আচ্ছা বস হাসি, আমার মাথাটায় একটু হাত বুলিয়ে দে দেখি।"

তাহার সযত্নকুঞ্চিত চুলগুলির মধ্যে অবাধে হাত চালাইতে হাসি প্রথমটায় একটু সঙ্কুচিত হইল, আস্তে আস্তে পিছন দিকে হাত দিয়া সভয়ে বলিল "কিন্তু তোমার চুল নষ্ট হয়ে যাবে যে?"

বিমান বলিল "তা হোক গিয়ে, তুই দে। আচ্ছা হাসি, জ্যোতি কত বড় হয়েছে রে?

হাসি ভাবিয়া বলিল "খুব ঢেঙা হয়েছে কাকাবাবু, তোমার কাণ সমান হবে বোধ হয়।"

বিমান বলিল "রোগা দেখলি না মোটা দেখলি?"

হাসি বলিল "খুব রোগা হয়ে গ্যাছে, গলার হাড় একেবারে বেরিয়ে পড়েছে। বিশ্রী দেখতে হয়ে গ্যাছে এখন দেখলুম।"

বিমান একটু নীরব থাকিয়া বলিল "কি গয়না আছে তার গায়ে?"

হাসি মনে করিয়া বলিল "কিছু নেই, হাতে শুধু শাঁখা আছে লাল রঙের, আর কিছু নেই।"

আর কিছু নেই, বিমান নীরব হইয়া গেল। তাহার ভগ্নহৃদয়ে কত পূর্বস্মৃতি যে একে একে ভাসিয়া উঠিল তাহা বর্ণনা করাও অসম্ভব। হায়, তাহার সহিত বিবাহ হইলে জ্যোতিকে সে কি সুখেই না রাখিতে পারিত!

একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া সে শূন্যের দিকে উদাসনেত্রে চাহিয়া রহিল। তাহার ভাব দেখিয়া হাসিরও মুখে আর কথা ফুটিল না।

ইহার পর বহু চেষ্টায় বিমানকে রাজী করিয়া—হেমবাবুর ভাগিনেয়ী নীতার সহিত-ই বিমল তাহার বিবাহ দিয়ে দিলেন।

দাদার প্রস্তাবে এবং তাহাকে প্রীত করিতে বিমান বিবাহ লইয়া বিশেষ কোন উচ্চ-বাচ্য করিল না। তাহাছাড়া—সে ব্যাপারে তাহার বিশেষ উৎসাহ না থাকায়—বা জ্যোতিকে না পাইয়া তাহার জীবন প্রায় ব্যর্থ হইয়া যাওয়ায় তাহার মনে এমনি একটা কল্পনা—জাগিয়া উঠিয়াছিল যে, যাহা হইতেছে হউক,—সে আর তাহাতে বাধা দিবে না। ইহারা বিবাহ দিবে দিক্,—সে যখন নিস্পৃহ তখন তাহাতে তাহার কি যায়-আসে?...দাদা যদি তাহার একটা বিবাহ দিয়াই তাহার কর্ত্তব্য শেষ হইল মনে করেন,—তবে তাহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

ইতিমধ্যে বিমল বিমানের জন্য একখানা বাড়ীও প্রস্তুত করাইয়া ফেলিয়াছিলেন। বিবাহের পর—নীতা—স্বামীর নব-নির্ম্মিত গৃহেই—আসিয়াছে। সে ডাগর মেয়ে সুতরাং সংসার যেমন করিয়া গোছগাছ করিতে হয়, তাহার কিছুই তাহাকে শিখাইয়া দিতে হয় নাই।

সে বিমানকে পাইয়া সুখীই হইয়াছে—এবং তাহাকে অবিরতই প্রীত করিতে চেষ্টা করে।

কিন্তু বিমানের ভাব অন্য রূপ। তেতো ঔষধ গেলার মত সে নীতাকে বিবাহ করিয়াছে, সুতরাং তাহার হাব-ভাবও ঠিক সেইরূপ।

জ্যোতিকে সে ভুলিতে পারে নাই, কাজেই নীতাকে সে মোটেই অন্তরের মধ্যে স্থান দিতে পারিলনা। তবুও নীতার যদি এমন রূপ থাকিত; যাহা পুরুষ চিত্তকে মাতাইয়া তুলিতে পারে, তাহা হইলেও বা একটা কথা ছিল। কাজেই ভগ্নহৃদয় বিমান—নীতার মধ্যে এমন কোন কিছুই পাইল না, যাহাতে সে নীতাকে—আপনার বলিয়া মনে করিতে পারে।

নীতা প্রিয়দর্শন বিমানকে স্বামী রূপে লাভ করা তাহার সৌভাগ্য বলিয়াই স্বীকার করে। তাহার বিবাহ হইবারই কথা নয়। সে ক্ষেত্রে

সে সুন্দর—সুপুরুষ স্বামী লাভ করিয়াছে। সুতরাং তাহার নিরানন্দের কোন কারনই নাই। তবে দুঃখের বিষয় এই যে,—সে স্বামীকে প্রীত করিতে পারিল না। এটাকে সে তাহারই যোগ্যতার অভাব বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। এজন্য স্বামীকে সে বিন্দুমাত্রও দোষী করিতে পারিত না। তবে—ঐকান্তিক প্রেমে ও নিষ্ঠায়—এবং গভির ব্যবহারে সে সর্বক্ষণই—স্বামীকে সন্তুষ্ট করিবার প্রয়াস পাইত।

সেদিন শরীর অসুস্থতার জন্য বিমল কোর্টে যান নাই। হাসি গিয়া জানাইল, কাকিমা প্রণাম করিতে আসিয়াছে।

বিমল বাড়ীর মধ্যে আসিতেই নীতা অবগুণ্ঠন টানিয়া তাঁহার পদে প্রণতা হইল।

বিমল আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন "হাসি, বউমার মুখখানা একবার দেখা তো আমায়। সেই আশীর্ব্বাদের দিন একবার মাত্র দেখেছি, আর দেখি নি।"

হাসি নীতার অবগুণ্ঠন খুলিয়া দিয়া মুখ দেখাইল। অনু মুখখানা ফিরাইয়া একটু হাসিল, স্পষ্টবাদিনী নীরদা বলিলেন "বড় কালো বউ। বিমানের সঙ্গে একেবারেই মানায়নি। হোতো জ্যোতির সঙ্গে, মানাতোও বটে, সব দিকে ভালোও হোতো বটে, ভাইটা এমন করে বয়ে যেত না। যে রকম মন তার, এ বউ নিয়ে কি সুখী হবে সে? তখনই জ্যোতির সঙ্গে বিয়েটা হয়ে যেতো যদি একটু চেষ্টা করে দেখা যেতো।"

বিমল অন্তরে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, একটু রুষ্টকণ্ঠে বলিলেন "আর সে সব কথায় কাজ কি মা? যা হবার তা হয়ে গ্যাছে, মাথা ভেঙ্গে মরলেও সে দিন আর কখন পাওয়া যাবে না, তখন সেদিনের কথা মনে ভেবে দুঃখ করবার দরকারও দেখছি নে। আমার বেশ বৌমা

হয়েছে। যদি সে সৎ হবার চেষ্টা করে, এমনিই সৎ হবে, অন্য কিছুরই দরকার নেই।"

নীরদা জামাতার কথায় অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "আমি সে কথা স্পষ্ট কিছু বল্‌ছি নে। আর তোমার ভাইকে যে শনিতে ঘেরেছে, আমার তো মনে হয় না যে সে শনির দৃষ্টি হতে পরিত্রাণ পাবে। এ বউয়ের সাধ্য নেই যে মণির আকর্ষন হতে তাকে ফিরাতে পারবে। যাক গে, পরের কথা নিয়ে থাকবার আমার বিশেষ দরকার নেই। হাসি আজ বুঝি কাকাবাবুর নূতন বাড়ীতে খেয়ে এসেছে। ইস্কুলের ঝি গাড়ী নিয়ে এসে ডেকে ডেকে ফিরে গ্যাছে, এমনি করে কি লেখাপড়া কিছু হয়? ব্যারাম সেরে মাত্র দুদিন যদি ইস্কুলে গিয়ে থাকে।"

হাসি আর্ত্তভাবে পিতার পানে চাহিল, পিতা বলিলেন, "আমি ঝিকে বলে দিচ্ছি, হাসি দুদিন এখন স্কুলে যাবে না। এ দুদিন তার কাকিমার কাছেই থাকবে, বউমাকে একটু সাহায্য করবে, নইলে অচেনা জায়গায় বউমা ভারি মুস্কিলে পড়ে যাবে।"

বাড়ী ফিরিয়া নীতা বিমর্ষভাবে রন্ধন-গৃহের বারাণ্ডায় বসিয়া রহিল। তাহার মনটা নীরদার কথায় বড় মুসড়িয়া পড়িয়াছিল, সে কিছুতেই মনকে পূর্ব্বাবস্থায় রাখিতে পারিতেছিল না।

মণিকে সে চেনে, মণি সহরের শ্রেষ্ঠা গায়িকা, শ্রেষ্ঠা সুন্দরী, তাহার স্বামী মণির প্রনয়ে মুগ্ধ, কিন্তু জ্যোতি?

জ্যোতির সহিত তাহার আলাপ ছিল, সমবয়স্কা নিরুপমা সুন্দরী জ্যোতিকে সে বড় ভালবাসিত। সে শুনিয়াছিল, জ্যোতির সহিত আগে তাহার স্বামীর বিবাহের কথা হইয়াছিল, কি জন্য যে হয় নাই তাহা সে জানিত না।

অনেকক্ষণ সে চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিল, তাহার পর সহসা উঠিয়া পড়িল।

দূর হোক ও সব চিন্তা। তাহার স্বামী জ্যোতিকে আজীবন ভাল বাসুক্, মণির প্রণয়ে বদ্ধ থাক্, তবু সে জানুক এই তাহার দেবতা। জীবনের আশা ভরসা, সাদ আহ্লাদ সব যে তাহার। বিমান যাহাতে সুখী হয় হোক, সে নীরবে বিমানের সেবা করিয়া যাইবে। নিজেকে সে কখনও স্বামীর কাছে প্রকাশ করিবে না, গোপনে থাকিয়া পূজা করিয়া সাধ মিটাইবে।

সূর্য্য পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িল, বাহিরে সতীশ আসিয়া মহা হাঁকাহাঁকি আরম্ভ করিয়া দিল, বিমানের ঘুম তখনও ভাঙ্গে নাই। হাসি তখনও আসে নাই, অগত্যা নীতা নিজেই গৃহমধ্যে বিমানের শয্যার নিকটে গিয়া দাঁড়াইল।

কি সুন্দর মুখ, কি সুন্দর সুদৃঢ় সুদীর্ঘ শরীর, কি উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। নীতা যে এ স্বামীর স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জায় মাটিতে মিশাইয়া যায়, সে যে ইহার পদতলে বসিবারও যথার্থ অধিকারিণী নহে। সে কুরূপা, কুৎসিতা, সে শ্যামাঙ্গী, এই সুপুরুষ স্বামীর পার্শ্বে সে? নিরুপমা জ্যোতিই যে ইহার পার্শে যথার্থ মানাইত, অনিন্দ্যসুন্দরী মণিই যে ইহার পার্শ্বে দাঁড়াইবার যোগ্যা।

সে স্বামীকে জাগাইতে সাহস করিল না, ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে সে বাহির হইতেছিল, হঠাৎ তাহার পা লাগিয়া পিতলের বালতীটা ঝন ঝন করিয়া দূরে গিয়া পড়িল, বিমান চোখ মেলিল। নীতা আর নড়িতে পারিল না, পাথরের মত নিশ্চলভাবে শুধু মাটী পানে চাহিয়া রহিল।

বিমান স্পন্দনহীনা স্ত্রীর পানে চাহিয়া একটু হাসিল, শান্তস্বরে বলিল, "আমায় ডাকতে এসেছিলে নীতা? বড় ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, শব্দটা না হলে ঘুমও ভাঙ্গ্ত না, সন্ধ্যেও হয়ে যেতো।"

লজ্জিতা নীতা কোনক্রমে মুখ তুলিতে পরিল না, নতমুখে খানিক পরে অস্ফুটকণ্ঠে বলিল "বাইরে কে একজন ডাকছে?"

বিমান বলিল "আমায়?"

নীতা তেমনি অস্ফুটস্বরে বলিব "হ্যাঁ, তোমায়।"

বিমান বাহিরে চলিয়া গেল।

বাহিরে আসিবামাত্র সতিশ তাহার হাতখানা ধরিয়া প্রবলবেগে ঝাঁকাইয়া দিয়া বলিয়া উঠিল "থ্যাঙ্ক ইউ বিমান, তোমার বিয়ে হয়েছে শুনে তোমায় অভিনন্দিত করতে এসেছি। তুমি তো ভাই ভুলেও পুরাণো বন্ধুদের একটা নেমন্তন্ন করতে পারলে না বিয়েতে, এমনি তোমার আক্কেল। যাক, সে দিন মণির বাড়ী গেছ্লে?"

বিমান বলিল "গেছ্লুম। তুমি মণির যে রকম কথা বলে গেলে, আমি তো তার কিছুই দেখতে পেলুম না।"

সতীশ বিকৃতমুখে বলিল "ওদের ভাবই এমনি আমার কাছে এক রকম কথা বলে, তোমাদের কাছে এক রকম কথা বলে। ওরা ডাইনির জাত, রক্ত চুষে মানুষকে ছেড়ে দিয়ে মজা দেখে। আমি ভাই বডড ঠকা ঠকেছি। ওকে একধার থেকে সব দিয়েই এসেছি, কিন্তু ও কখনও আমায় কিছু দেয়নি। ওর সাপের মত চোখ আর গজরানি দেখে ভয়ে ওর কাছে কোন দিন যেতেও পারিনি। সর্ব্বস্বান্ত হয়ে এখন পালিয়ে বেঁচেছি, মনে করেছি পুনর্জন্ম হয়েছে। যাক্, তুমিও যে মায়া কাটাতে পেরেছ, ঘরের ছেলে ঘরে আসতে পেরেছ, এ পুনর্জন্ম বলেই মনে করে

নিয়ো। বিয়ে হলো, এখন সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর কর। জ্যোতির কথা ভুলে যেয়ো, অনর্থক মনের মধ্যে খালি কাঁটা বিঁধিয়ে রাখা।”

বিমান একটু হাসিল মাত্র।

সতীশ বলিল “জ্যোতি আবার শ্বশুরবাড়ী গেছ্‌ল, কাল ফিরে এসেছে! আমাদেরই বাড়ীর পাশে তাদের বাড়ী, তা জানতো? মেয়েটার কেবল রূপই আছে, ভগবান তার কপালটাকে ভারি মন্দ করেছেন। এবারে আর কেউ তো গোপন করে রাখতে পারলে না, সব প্রকাশ হয়ে গেল। তার স্বামী সুরেশ নাকি মাতাল, চরিত্রভ্রষ্ট। জ্যোতির গায়ের সব গয়না আগেই কেড়ে নেছে। এত মারে নাকি, তা আর বলা যায় না। তুমি বোধ হয় আর যাও না তাদের বাড়ী? যদি যাও, দেখতে পাবে, জ্যোতির কপালে কি ভয়ানক কাটা দাগ, শুনলুম—লাথি মেরে ফেলে দিয়ে গেছ্‌ল, মাথা কেটে গ্যাছে। এখনও বিছানায় পড়ে আছে সে, মতি ডাক্তার রোজ দেখতে যায়। জ্যোতির বাপ খবর পেয়ে মেয়ে এখানে এনেছেন তাই, নইলে তাকে মেরে ফেলে দিত। জ্যোতির বাপ বলেছেন, আর কখনও তাকে সে বাড়ী যেতে দেবেন না।”

উৎকণ্ঠিত বিমান বলিল “জ্যোতিকে তার স্বামী এ রকম করে মারলে কেন তা কিছু শুনেছ?

কারণটা সতীশ জানিত, কিন্তু সে কথা গোপন করিয়া সে বলিল “না, তা আমি জানিনে, সম্ভব কোনও কারণ ব্যতীত মারে নি।”

বিমান চুপ করিয়া রহিল।

সতীশ বলিল “যাক্‌গে সে সব কথা, এখন আমি যে তোমার বউ দেখতে এসেছি, দেখাবে কিনা বল।”

বিমান একটু হাসিয়া বলিল “বউ বোল না, বল একটা দাসী কিনে

৫

এনেছি। সে দাসীটার এমন রূপ যে তা লোককে দেখাবার কথা হলে আমার মাথা কাটা যায়। মাপ করো ভাই, আমি তাকে দেখাতে পারব না।”

সতীশ তাহার পানে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া বলিল “যাকে বিয়ে করে এনেছ, তাকে স্ত্রী বলে পরিচয় দিতে লজ্জা হচ্ছে তোমার?”

বিমান বলিল “নিশ্চয়ই।”

সতীশ একটু নীরব থাকিয়া বলিল “তবেই তুমি মণির বাড়ী ছেড়েছ। মণির নেশা কাটাতে কিছুতেই পারবে না তুমি, তুমি যদি এমনই করবে তবে সেই মেয়েটীকে গ্রহণ করলে কেন?

বিমান গম্ভীর হইয়া বলিল “আমায় দোষ দিয়ো না সতীশ, আমার জীবনের কোন কথা তোমার কাছে গোপন আছে বন্ধু? যারা আমার বুক হতে আমার জীবনাধিকাকে ছিনিয়ে নিলে, তারাই এই কালো-মাণিক আমার গলায় গেঁথে দিলে তারা কি জানে না আমি মাতাল, আমি চরিত্রহীন? শিথিল ভিত্তির উপর তারা যদি ইমারত গড়ে তুলতে চায়, একটু ধাক্কায় সে ইমারত পড়ে যাবেই, তখন আমার দোষ কি বন্ধু?”

সতীশ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল “সব বুঝেও এমনি করবে?”

একটু হাসিয়া বিমান বলিল “মাতালের আবার বোঝাবুঝি। মদ খেলেই ব্যস্।

[১২]

মুক্ত জানালা-পথে অস্তগামী সূর্য্যের লোহিত কিরণছটা গৃহমধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল, গৃহে যাহা কিছু ছিল, সবই তাহার আলোকে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। রোগিণী জ্যোতির মলিন শুভ্র মুখখানাও সে আলোয় দীপ্ত হইয়াছিল।

কি সুন্দর নীলাকাশ, কি সুন্দর পাখীগুলি তাহার কোল ঘেঁসিয়া উড়িয়া যাইতেছে। শীতের কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছিল, বাগানে গাছের পাতাগুলি কাঁপিতেছিল, ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর জল কাঁপিতেছিল।

জগতে সবই সুন্দর, মানুষও সুন্দর, কিন্তু মানুষের মন কেন সুন্দর হয় না, মানুষের মন কেন এত কুটিল হয়? মানুষ ভালবাসা বুঝে না, ভালবাসার প্রতিদান দিতে জানে না, জানে দিতে কেবল কঠোর আঘাত —যাহাতে বুক একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়।

অমনি পরিষ্কার মন মানুষের যদি হইতে পারিত—ওই আকাশের মতই স্বচ্ছ—পরিষ্কার, কোথাও একটু দাগ নাই, কেবল নীল, যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল নীল।

পাশের বাড়ীতে হার্ম্মোনিয়াম বাজাইয়া কে গান গাইতেছিল।

'এরা প'রকে আপন করে আপনারে পর,
বাহিরে বাঁশীর রবে ছেড়ে যায় ঘর।

জ্যোতি কাণ পাতিয়া গান শুনিতেছিল। যথার্থই সংসারের লোক এমনিই। ইহারা ঘরের পানে চাহে না, ঘরের অভাব পূর্ণ করিতে পারে

না, গৃহের জিনিস পাইলেও ইহারা তৃপ্ত হয় না। বাহিরের ডাক কাণে আসিবামাত্র ছুটিয়া চলিয়া যায়।

হৃদয়ের মধ্যে হাহাকার-ধ্বনি উঠিল, জ্যোতির চোখে জল আসিল, জ্যোতি ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল

পিসতুতো বোন মলিনা গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া খানিক দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে তাহার মাথার কাছে গিয়া বসিল।

বালবিধবা সে, মাত্র সাত বৎসর বয়সে সে বিধবা হইয়াছে, দীর্ঘ বাইশ বৎসর অতীত হইয়া গেছে, সে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য কঠোরতার সহিতই পালন করিয়া আসিতেছে। যে তাহাকে দেখিত সেই তাহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া পারিত না। রোগীর সেবা করিতে সে অদ্বিতীয়া. তাহাকে শয্যাপার্শ্বে পাইলে রোগীও অনেক সাহস হইত।

মলিনা মাথার কাছে বসিতেই জ্যোতি চোখ মেলিল, তখনি আবার দুই চোখের উপর হাত রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল।

মলিনা তাহার হাত মুখ হইতে সরাইয়া দিয়া আপন অঞ্চলে তাহার মুখ মুছাইয়া দিয়া বলিল "আবার কাঁদছিস জ্যোতি? ডাক্তার বাবু যে হাজার বার বারণ করে গ্যাছেন, সে কথা বুঝি শুনবিনে তুই?

রুদ্ধকণ্ঠে জ্যোতি বলিল "আমার আর বেঁচে কি লাভটা দিদি? আমি দিনরাত মরণই তো প্রার্থনা করছি। আমার জীবনে—"

তাহার কণ্ঠ একেবারে রুদ্ধ হইয়া গেল, সে আবার কাঁদিতে লাগিল। মলিনা সান্ত্বনার সুরে বলিল "মরণ প্রার্থনা করছিস? তোর নিজের দুঃখে তুই মরতে চাস, কিন্তু তোর বাপের পানে একবার তাকিয়েছিস জ্যোতি? ছেলে মেয়েরা এমনি আত্মসুখীই হয় বটে, তারা মা বাপের

পানে তাকাতে জানে না, তারা কেবল নিতে জানে। নিজের একটু দুঃখেই তুই এত আত্মহারা, তোর বাপের দুঃখটা দেখছিসনে তুই? মামিমা তোকে যে এক বছরেরটী রেখে মারা গ্যাছেন, মামা আবার একটী বিয়ে করলেই তো পারতেন; শুধু কি তোরই সুখের জন্যে তিনি আত্মসুখ বিসর্জ্জন দেন নি? এই জন্যেই ছেলে মেয়েকে অকৃতজ্ঞ বলা যায়, তারা কেবল নেয়, এতটুকু স্বার্থ বাপ মায়ের জন্যে ত্যাগ করতে পারে না। সন্তান এমনি স্বার্থপর বটে।"

জ্যোতির চোখের জল নিমিষে শুকাইয়া গেল, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল "ঠিক কথা বলেছ দিদি, আমরা নিজে একটু ব্যথা পেলে অধীর হয়ে পড়ি, কিন্তু আমাদের জন্যে বাপ মা যে দুঃখ পান তা ভাবতে পারিনে। দিদি, বাবা কোথায়? তাঁকে একবার ডাক না আমার কাছে।"

মলিনা বলিল "আসছেন তিনি। বিমান এসেছে, তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছেন দেখে এলুম।"

জ্যোতি আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "বিমানদা এসেছে? অনেক কাল বিমানদাকে দেখিনি। ডাকনা দিদি বিমানদাকে আমার কাছে, একবার দেখি তাকে।"

মলিনা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "সে কি আর সেই বিমান আছে জ্যোতি, এ বিমান তার ছায়ামাত্র। চার বছর আগে বিমানের যেমন চেহারা দেখেছিলি, সে চেহারা তার আর নেই। যা হোক তুই অত অস্থির হোসনে জ্যোতি, আমি এখনি তাকে ডেকে আনছি।"

সে চলিয়া গেল।

খানিক বাদে জ্যোতির পিতা শরৎবাবু কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পিছনে পিছনে কুণ্ঠিতপদে বিমান আসিয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইল।

এই সেই জ্যোতি? বিস্মিতনেত্রে বিমান চাহিয়া দেখিল—জ্যোতির সে সোণার মত রং মলিন হইয়া গিয়াছে, চোখ দুইটা বসিয়া গিয়াছে, কিন্তু দৃষ্টি তাহার বড় উজ্জ্বল। তাহার সদা-প্রফুল্ল মুখ একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে।

পিতা কন্যার মাথায় সন্তর্পণে হাত রাখিয়া বলিলেন "কেমন আছ মা? এখন কপালে খুব যন্ত্রণা হচ্ছে কি?"

জ্যোতি মাথা নাড়িয়া বলিল "যন্ত্রণা আজ খুব কম আছে বাবা, আজ মনে হচ্ছে বেশ ভাল আছি, কোনও অসুখ যেন আজ নেই।"

শরৎবাবু সস্নেহে বলিলেন "তা বলে মা যেন উঠতে যেয়ো না, আর দিন কত তোমায় শুয়ে থাকতে হবে। আজ কি জ্বর এসেছে?"

মলিনা পিছন হইতে বলিল "হ্যাঁ, রোজ যেমন হয় আজও তেমনি, কমেনি একটুও।"

শরৎ বাবু তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন "আজ বেশ স্ফূর্ত্তি দেখা যাচ্ছে, না মলিনা? এমনি স্ফূর্ত্তির সঙ্গে থাকলে শীগগিরই ব্যারাম সেরে যাবে, ঘাটাও শুকিয়ে যাবে।"

জ্যোতি দ্বারের পানে চাহিয়া বলিল "বিমান দা ওখানে দাঁড়িয়ে রইল কেন বাবা? বিমান দার আসতে কি লজ্জা হচ্ছে এখানে?"

শরৎ বাবু বলিলেন "এসো বিমান, ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? মলিনা, ওই টুলখানি এগিয়ে দাও তো মা।"

বিমান লজ্জিতভাবে বলিল "না, টুল দিতে হবে না, আমি এখানে মেজেতেই বসছি।"

জ্যোতি ব্যস্ত হইয়া বিছানার একপাশে সরিয়া গিয়া বলিল "না না বিমান দা, আমার এই বিছনাটার 'পরে বস তুমি।"

শরৎ বাবু বলিলেন "বসো বাবা, যাতে মেয়েটার মন বেশ প্রফুল্ল থাকে তারই চেষ্টা কর। ডাক্তার বলেছে, মন যদি প্রফুল্ল না থাকে, আমি কিছুতেই ওকে বাঁচাতে পারব না। তোমরা সবাই মিলে ওকে বাঁচিয়ে দাও, আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব তোমাদের কাছে।"

তাঁহার চোখ দুটি সজল হইয়া উঠিল, তিনি তাড়াতাড়ি কক্ষত্যাগ করিলেন।

বিমান নীরবে বসিয়া রহিল, একটা কথাও সে বলিতে পারিতেছিল না, তাহার হৃদয় তখন এমনি সজোরে স্পন্দিত হইতেছিল যে সে শব্দ সে নিজেই শুনিতে পাইতেছিল না।

এই সেই—যাহাকে প্রাণ ঢালিয়া ভাল বাসিয়াছিল, এখনও অতি গোপনে যাহাকে ভালবাসে। যাহার জন্য হতাশায় সে গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়াছে, তাহারই শয্যাপার্শ্বে সে আজ বসিয়া।

জ্যোতি তাহার নীরবতা দেখিয়া বলিল "বিমান দা আগেকার কথা সব ভুলে গ্যাছে আজ বুঝি নতুন করে মনে করছে কে আমি। বিমান দা, চুপ করে রইলে যে।"

চমকাইয়া উঠিয়া বিমান শুষ্ক হাসিল "না, ভুলিনি জ্যোতি, ছোট বেলার কথা ভোলা যায় না। যখন যে অবস্থাতেই থাকি—ছোটবেলার কথা মনে হলে—যাক, আমি প্রায়ই ভাবি আসব তোমায় দেখতে, তা আর আসাই হয় না।"

মলিনা মুখ টিপিয়া হাসিল "বিমানদার সেটা ভাবাই সার। আজ তোমায় কে ঠেলে পাঠিয়ে দিলে বিমান দা?"

বিমান অপ্রস্তুত হইয়া বলিল "আমারই ছোটবেলার স্মৃতি।"

জ্যোতি বলিল "বিমানদার বিয়ে হয়েছে শুনলুম।"

বিমান বলিল হ্যাঁ—সে এক পেতনীর সঙ্গেই হয়েছে বটে।"

জ্যোতি হাসিমুখে বলিল "পেতনী বোল না। নীতা আমার বন্ধু, তা জানো? তার গায়ের রংটা ময়লা বটে, কিন্তু এদিকে বেশ দেখতে সে, আর ফর্সা কালোয় কি এসে যাবে বিমান দা? মন কালোরও যেমন, ফর্সারও তেমনি ফর্সাও যেমন বেদনা পায়, কাঁদে, কালোও তেমনি বেদনা পায়, কাঁদে।"

মলিনা বলিয়া উঠিল "আবার ওই সব কথা।"

জ্যোতি তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল "সত্যি কথা বলব না দিদি? সে কালো বলে বিমান দা তাকে উপেক্ষা করবে? কালোও তো মানুষ?"

বিমান একটু হাসিয়া বলিল "হতে পারে মানুষ, কিন্তু আমি যদি কিছুতেই তাকে পছন্দ না করতে পারি?"

মলিনা অবাক হইয়া বলিল "তা বলে তাকে মেরে ফেলে দেবে? কসাই আর কাকে বলে? কসাই তোমরাই, তোমাদের জাতটাই এমনই। যদি কিছুতেই মন ফিরাতে না পারবে, কেন করলে তাকে বিয়ে, কেন তার জীবনটা তোমার হাতে নিলে তুমি?"

বিমান মলিন মুখ অন্য দিকে ফিরাইয়া বলিল "আমি নেইনি মলিনা দিদি, লোকে জোর করে বিয়ে দেছে আমায়। তোমরা জান না সব কথা, তাই আমাকেই দোষ দিচ্ছো। তাছাড়া তার বিয়ে হচ্ছিল না, আমি বিয়ে করে তার কুমারী নামটা ঘুচিয়েছি, বল তুমি, কাজটা কি মন্দ হয়েছে?"

মলিনা বলিল "না, চমৎকার কাজ হয়েছে তোমার বিমান দা। আমার যদি তেমন ক্ষমতা থাকতো তোমায় এর পুরস্কার স্বরূপ একটা দেশের রাজা করে দিতুম। তোমার এ দয়ার কথা যে শুনবে সেই শত মুখে প্রশংসা করবে।"

জ্যোতি শান্তভাবে বলিল "তারপর তার কোনও উপায় করেছ এর মধ্যে?"

বিমান বলিল "কাল তার মামার বাড়ী পাঠিয়ে দিছি তাকে।"

মলিনা বলিল "তোমার সঙ্গে তার সকল সম্পর্ক ফুরিয়ে গেল তো?"

বিমান চুপ করিয়া রহিল।

জ্যোতি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "কাজটা মোটেই ভাল হয়নি বিমান দা। আহা, তার জন্যে আমার বড্ড দুঃখ হচ্ছে। বড্ড অভাগিনী সে বিমান দা, তাকে জগতে ভালবাসার কেউ নেই, তাকে দেখবার কেউ নেই।"

সে পাশ ফিরিয়া শুইল, ললাটের ব্যাণ্ডেজটা শিথিল হইয়া গিয়াছিল, মলিনা তাহা আবার আঁটিয়া বাঁধিয়া দিতে দিতে বলিল "এই দেখছ বিমান দা, তোমারই মত এক কৃতি পুরুষের কাজ। স্ত্রীকে পদাঘাত করে সে নিজের অক্ষয় কীর্ত্তি সঞ্চয় করেছে। যে যথার্থ ব্যথা পেয়েছে, সে ভিন্ন অপরের ব্যথা আর কেউ বুঝতে পারে না। যারা ভালবাসে —ক্ষতি তাদেরই পদে পদে। তারা নীরবে তোমাদের অত্যাচার সয়ে যাবে, তবু তোমাদেরই ভালবাসবে, তোমাদের জন্যেই কাঁদবে।"

একটু সামলাইয়া লইয়া সে আবার বলিল,—এই আমারই কথাটা মনে করে দেখনা। সে তো বেশীদিনের কথা নয় বিমান দা, মাত্র চারিটী বছর আগে,—চার বছর মাত্র তার আগে আমার যে দিন

ছিল আজ তার একটীকে পাবার জন্যে আকুল হয়ে উঠছি। এই চার বছরের মধ্যে কি হয়ে গেল বিমান দা? এর মধ্যে আমার সব ফুরিয়ে গেছে, জীবনের আশা-ভরসা সব আহ্লাদ বিসর্জ্জন দিয়ে বসে আছি, ডাকছি কোথা গো মাঝি, পার করে নাও। এ দিন যে আসবে তা কে ভেবেছিল বিমান দা?"

তাহার কণ্ঠস্বর হঠাৎ কান্নার সুরে পরিণত হইয়া গেল, সে যে কথা গোপন করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল, কোন মতেই তাহা গোপন করিয়া রাখিতে সমর্থ হইল না।

বিমান বলিল "এখন যাই, কাল সকালে আবার আসব। সন্ধ্যে হয়ে এল, আর—"

জ্যোতি বলিল "আবার কাল সকালে আসবে তো বিমান দা?"

বিমান বলিল "আসব বই কি জ্যোতি?"

জ্যোতি একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "এস বিমান দা। বিছানায় শুয়ে পড়ে দিন রাত যে কি ভাবে আমার কাটছে তা ভগবান জানেন। এমন সময় তোমাদের কাছে পেলে বড় আনন্দ হয়।"

বিমান করুণনেত্রে তাহার পানে চাহিয়া বাহির হইয়া গেল।

বাড়ীতে কাহারও প্রবেশ করিবার অনুমতি ছিল না। তাহা জানিয়াও সতীশ মণির বাড়ী প্রবেশ করিল।

দাসী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "আপনি না বলে আবার আসলেন যে, সেদিন বিবি আপনাকে স্পষ্ট নিষেধ করে দেছেন আসতে, আপনি বিবির কথা শুনলেন না ?"

সতীশ একটু হাসিয়া বলিল "তোমার বিবির একটা দরকারেই এসেছি কোথায় তোমার বিবি ?"

দাসী বলিল "তিনি স্নান করে পূজোর ঘরে গ্যাছেন। এই ঘরে চেয়ারটায় একটু বসুন, তিনি এখনি আসলেন বলে।"

মণি আবার পূজা করে—কথাটা শুনিয়াই সতীশ একচোট হাসিয়া লইল। এ যে বিড়ালের তপস্বী হওয়া মাত্র।

সে চেয়ারখানায় বসিয়া টেবিলে পা দুখানা তুলিয়া দিয়া একখানা বই তুলিয়া লইল, প্রথম পৃষ্ঠাতেই লেখা—প্রীতি উপহার, মণিকে, তাহার নীচে বিমানের নাম লেখা।

মাথা দুলাইয়া সতীশ আপনার মনেই বলিল "হুঁ, হুঁ, বোঝা গ্যাছে বিদ্যে। তলে তলে সবই চলে, ডুবে জল খাওয়া, আর আমাদের কাছেই যত নেকামো। তাই তো বলি—"

সে বইখানার পাতা উল্টাইয়া যাইতে লাগিল, সেখানা চারুবাবুর আলোকলতা। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে কোন্ সময়ে তাহাতে তাহার মনটা বসিয়া গেল তাহা সে জানিতেও পারে নাই।

দরজার উপর বস্ত্র ঘর্ষণের খস খস শব্দে চমকিত হইয়া সে চাহিয়া দেখিল মণি তীক্ষ্ননেত্রে তাহার পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পরণে গরদের শাড়ী, মস্তকের জানুলম্বিত কেশপাশ উন্মুক্ত ভাবে পৃষ্ঠে লুটাইতেছে, ললাটে তাহার চন্দনের ফোঁটা, দেহের সমস্ত অলঙ্কার সে খুলিয়াছে, কেবল এক জোড়া লাল শাঁখা তাহার হাতে রহিয়াছে। এ বেশে তাহাকে যত সুন্দর দেখাইতেছিল, বসন-ভূষণে সজ্জিতা হইলেও তাহাকে তেমন সুন্দর কখনও দেখায় নাই। মণির এই নূতন বেশ দেখিয়া সতীশ একেবারে অবাক হইয়া গিয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিল, প্রথমটা সে কথাই কহিতে পারিল না।

মণি ধীরকণ্ঠে বলিল আমার কাছে তোমার কিছু কি দরকার আছে ?"

সতীশ বইখানা টেবিলে রাখিল, বলিল "দরকার ? হ্যাঁ, দরকার আছে বই কি ? দরকার না থাকলে এসেছি কেন ? বস, আমি বলি শোনো।"

মণি টেবিলের পার্শ্বে দাঁড়াইল. বলিল "কি দরকার ?"

সে কথায় কাণ না দিয়া সতীশ মুগ্ধনেত্রে তাহার পানে চাহিয়া বলিল "এ বেশে তোমায় বড় সুন্দর দেখাচ্ছে মণি। তোমায় যখন যে বেশে দেখি তাই মনে হয় অপূর্ব্ব, এমন কেউ কখনও দেখেনি।"

মণি তাহার কথা শুনিয়া একটু বিরক্ত হইয়া উঠিল, তাহা দমন করিয়া বলিল "সে কথা এখন থাক, দরকারটা কি তাই বল।"

সতীশ বলিল "বলছি, আগে বল তুমি পূজো কর কার, কবে হতে পূজো আরম্ভ করেছ ?"

মণি বলিল "সে কথা শুনে তোমার কাজ কি? তুমি আমার কেউ নও যে সে কথা তোমায় না বললে আমার চলবে না।"

অন্তরে একটু ব্যথা পাইয়া সতীশ বলিল "কেউ নই সত্যি, কিন্তু সবই তো করতে পারতে মণি। আমায় যদি সে অধিকার দিতে আমি পেতুম। আমার অদৃষ্ট যে আমি বিমান হয়ে জন্মাতে পারিনি, সতীশ হয়ে জন্মেছি, নচেৎ তোমায় পাওয়া—

বাধা দিয়া মণি বলিল "তুমি কি এই সব কথাই বলতে এসেছ সতীশ? যদি তাই হয় তবে তুমি এখনি চলে যাও, জানো আমি ওসব কথা কখনও কারও কাছ হতে শুনতে পারি নি। এখনো কেউ আমায় ও সব ঘৃণিত কথা বলতে সাহস করে নি।"

সতীস বিষণ্ণ হইয়া বলিল "আমিও করি নি মণি, তোমার বাড়ী এসেছি, গান শুনেছি, নিজের সর্ব্বস্ব তোমায় দিয়ে শেষে শুধু হাহাকার নিয়েই বেরিয়েছি। যে এসেছে সেই এমনি রিক্ত ঝুলি নিয়ে বেরিয়েছে। আমাদের সর্ব্বস্ব গ্রাস করেছ তুমি, রাক্ষসী তুমি মণি, তবু তোমার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই আর কিছু চাইনে মণি, শুধু ভালবাসার অধিকারটুকু দিয়ো।"

মণি মাথা নাড়িয়া বলিল "না, সে হতে পারে না। আমি রাক্ষসী নই সতীশ, আমি মানুষ, তাই তোমাদের বস্তু তোমাদেরই ফিরিয়ে দিতে চাই। আমি কিছু নেবও না, কারও কিছু চাইবও না। তুমি, এখনো আমায় চিনতে পারনি। আমি বলছি, তোমরা আমায় বিষ মনে করো। আমি তোমায় কিছু দিতে পারব না, তুমি ফিরে যাও।"

সতীস একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "কিন্তু বিমানকে তো ফিরাতে

পারলে না, তার ভালবাসা তবে নিলে কেন তুমি, তাকে ভালবাসা দিতে পারলে কেন? সে তোমার কে মণি?"

মণি চুপ করিয়া টেবিলে হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সতীশ ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল "নীরব কেন মণি, সত্য কথা বল, তুমি কি বিমানকে ভালবাস নি; তুমি কি তার জন্যে তোমার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত নও?"

মণি শান্তকণ্ঠে বলিল "কে বললে আমি তাকে ভালবাসি?"

সতীশ বলিল "তোমার চোখ, তোমার মুখ, তোমার কথা। লুকাবে কাকে মণি, আমি বালক নই, আমি সব বুঝতে পারি। প্রথম দিন বিমানকে আমিই গান শুনাতে তোমার বাড়ী এনেছিলুম, মাতাল অবস্থায় তাকে কোলে রেখে আমি অন্য বন্ধুদের সঙ্গে বাড়ী গেছলুম, তার পর দিন এসে দেখ্‌লুম, তুমি বিমানের জন্য কত ব্যগ্র। তার পায়ে একটা আঘাত লাগলে সে আঘাত বাজে গিয়ে তোমার বুকে। তুমি মিথ্যা কথা বলে এ কথা ঢেকে রাখতে চাও মণি?"

মণি মুখ উঁচু করিল "না, মিথ্যা কথা বলে সত্যকে আমি ঢাকতে চাই নে। সত্যিই আমি তাকে ভালবাসি, তাকে আমি আমার সব দেছি, আমি তার ভিন্ন আর কারও নই।"

সতীশ একটু নীরব থাকিয়া বলিল "তা আমি আগেই বুঝেছি কিন্তু হঠাৎ তাকে দেখে এত ভালবাসতে পারলে মণি, তুমি তো তার কোন পরিচয় পাও নাই।"

মণি বলিল "পাইনি? মিথ্যা কথা, আমি তার পরিচয় যত পেয়েছি, তত তোমরা পাওনি। আমি তাকে জন্ম জন্ম পূর্ব্ব হতে চিনি, সে বরাবর ওই রূপেই আসে, আমিও বরাবর এইরূপেই আসি। ভগবানের

কাছে বরাবর প্রার্থনা করে এসেছি, আমি যেন কুরূপা হই, কারও অভিশাপ, কারও দীর্ঘশ্বাস যেন আমাদের মিলন-পথে বাধা হয়ে না দাঁড়াতে পারে। কিন্তু ভগবান আমার কথা শুনেন নি, ভগবান আমায় কুরূপা করেন নি ; বার বার সেও আসছে, আমিও আছি, কিন্তু কেউ কাউকে ধরতে পারছি নে। তোমাদের অভিশাপ, তোমাদের দীর্ঘশ্বাস প্রতি জন্মে আমাদের মিলন পথে প্রাচীর তুলে দাঁড়াচ্ছে। ওগো, তোমাদের পায়ে পড়ি, তোমরা আমায় নিষ্কৃতি দাও, তোমরা আমায় ভালবেস না, তোমরা আমায় ঘৃণা কর। তোমাদের ঘৃণা আমাদের মাঝখানকার সে প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলবে, আমি আমার জন্ম-জন্মান্তরের প্রিয়তমকে আমার কাছে পাব। তোমরা আমায় ছেড়ে দাও—তোমরা আমায় ঘৃণা করে দূরে সরে যাও, এই মাত্র তোমাদের কাছে আমার প্রার্থনা।"

সতীশ শক্ত কাঠের মত বসিয়া রহিল ; অনেকক্ষণ সে কোনও কথা কহিতে পারিল না।

মণির চোখ দিয়া জল গড়াইতেছিল, তাহা মুছিতে মুছিতে বলিল "দীর্ঘ আরাধনার পরে তাকে পেয়েছিলুম। তোমরা বলবে কয়দিন, কিন্তু আমি বলি সে কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র। চোখের পাতা দুচার বার ফেলতে না ফেলতে সে মিলিয়ে গেল। ডাক এসেছিল, কাছে গেলুম, হাতখানাও ধরলুম, রাখতে পারলুম না। দমকা হাওয়ার মত তোমাদের আবেগ আমাদের দুজনকে দুদিকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললে, আমাদের মাঝখানে অভ্রভেদী পর্ব্বতের মতই দাঁড়িয়ে রইলে তোমরা। আমার জীবনে যেটুকু সুখ ছিল, যেটুকু শান্তি ছিল, সব গ্রাস করলে তোমরা। ওগো, এ রকম করে দগ্ধে মেরে ফেলার চেয়ে—তোমাদের পায়ে পড়ি, আমায় একেবারে মেরে ফেল, আমার বন্ধুর কাজ কর।"

পাষাণমূর্ত্তির মতই সতীশ বসিয়া রহিল, একটা কথাও সে বলিতে পারিতেছিল না। মণি নীরবে দাঁড়াইয়া চোখের জল মুছিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে সতীশ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "তোমায় বড়ড আঘাত দিচ্ছি মণি, আমায় মাপ কর, আমি জন্মের মতই চলে যাচ্ছি তোমার সামনে হতে, আর আসব না। আমার মনকে আমি সংযত করবার চেষ্টাই করব। এখন আমার কথাটা শুনবে কি ?

মণি বলিল "বল ত শুনব না কেন ?"

সতীশ বলিল বলতে আমার লজ্জাও করছে, কিন্তু না বললেও হবে না, কারণ তোমার নিজের মুখের উত্তর নিয়ে গিয়ে তাকে দিতে হবে আমায়। আমি এখন এসেছি তার কথা নিয়ে, এখন আমার শুধু ফিরে গেলে চলবে না। মণি—তোমায় একজন গানের বায়না দিয়ে পাঠিয়েছেন, আজই রাত্রে তাঁর বাগান বাড়ীতে—"

মণি বাধা দিয়া বলিল "না, নাচগানের ব্যবসা আমি চিরতরে ত্যাগ করেছি, তাঁকে এ কথা তুমি বুঝিয়ে বোলো সতীশ। বোলো, মণি মরে গ্যাছে, সে মণি আমি নই। তাঁর বায়না তাঁকে ফিরিয়ে দাও গিয়ে।"

সতীশ বলিল "তা আমি বলব গিয়ে তাঁকে, আর একটা কথা।"

মণি বলিল "বল।"

সতীশ বলিল "বিমানের সম্বন্ধে বলছি। আমার নিজের সম্বন্ধও আছে এতে, কারণ প্রধান হচ্ছি আমি। তুমি বিমানকে বড় ভালবাস দেখে বাস্তবিকই আমার বড় হিংসা হয়েছিল মণি, আমি তাই বিমানকে তোমার কাছ হতে তফাৎ করবার চেষ্টা করেছিলুম। জানো মণি, সে

জ্যোতি নামে একটী মেয়েকে বড় ভালবাসে, শুধু তার সঙ্গে বিয়ে হল না বলেই সে রাগ করে নিজের চরিত্র নষ্ট করে ফেলেছে।"

মণি একটু মাথাটা কাত করিল, বলিল "একদিন বিমানের মুখে জ্যোতি নাম শুনে আমি খোঁজ নিয়ে সব জানতে পেরেছি।"

সতীশ বলিল "সে মেয়েটীর স্বামী অসচ্চরিত্র, লম্পট মাত্র। সে তাকে মেরে বাড়ী হতে তাড়িয়ে দেছে, সে এখানেই তার বাপের কাছে আছে। আমায় মাপ কর মণি, আমি বিমানকে তার কাছে পৌঁছে দেচি। বিমান তাকে দেখে আবার আত্মহারা হয়েছে, সে নিজের সর্ব্বস্ব তাকে দিয়ে সেখানে থেকে গ্যাছে, আর বাড়ীতে আসে না।"

রুদ্ধশ্বাসে মণি বলিল "সে মেয়েটীর স্বভাব কেমন ?"

সতীশ বলিল "চমৎকার, কিন্তু বিমান সে রকম চেষ্টা করলে সে নিজেকে হারাতেও পারে।"

মণি বলিল "বিমানের স্ত্রী কোথা ?"

সতীশ বলিল "তাকে তার মামার বাড়ী পাঠিয়ে দেছে।"

গর্জ্জিয়া উঠিয়া মণি বলিল "কি ভয়ানক লোক সে।"

সতীশ বলিল "হ্যাঁ ভয়ানকই, কিন্তু তার চেয়ে ভয়ানক লোক আমি মণি। আমি ভেবে পাচ্ছি নে কি করে তাকে এখন ফিরাব, কি করে এই মেয়েটীকে বাঁচাব, কি করলে তার স্ত্রী আবার তার নষ্ট আসন ফিরে পাবে। আমি তার হৃদয়াগুনে ঘি ঢেলে দিছি, আগুন এখন ধূ ধু করে জ্বলে উঠেছে, তা নিভাবার ক্ষমতা এখন আমার নেই, তাই তোমার সাহায্য চাচ্ছি মণি, তুমি যদি যথার্থ তাকে ভালবেসে থাক, তবে পর-স্ত্রীর দিক হতে যাতে তার লোলুপ দৃষ্টি ফেরে, তার চেষ্টা কর। এ মহাপাতক হতে তাকে নিবৃত্ত করতে একা তুমিই পারবে। সে সকলের

জেদে পড়ে, আর সেই মেয়েটিকে কেবল বাঁচাবার জন্যেই দয়া করে তাকে বিয়ে করেছে, সে স্পষ্ট তাকে বলেছে—তার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই।"

মণি একটু নীরব থাকিয়া বলিল "আমি চেষ্টা করব, কিন্তু আমি বুঝছি, আমি তাকে ফিরাতে পারব না। সে যার রূপে মুগ্ধ যাকে সে বরাবর ভালবাসে, তারই সান্নিধ্য লাভ করেছে সে, এখন কি আমার কোনও কথা শুনবে সে? সে আমায় ভালবাসে না, কেবল মোহের বশে আমার কাছে এসেছিল; মোহ ভেঙ্গেছে, চলে গ্যাছে। এখন আমাকে সে ঘৃণা করে, হয়তো দূরে সরে যাবে। কিন্তু করুক সে ঘৃণা, তবু আমি চেষ্টা করব, তাকে এ মহাপাপ হতে আমি বাঁচাতে। আমার দেহ দিয়েও যদি তাকে ফিরাতে পারি আমি তাতেও রাজি আছি।"

সতীশ কাতরকণ্ঠে বলিল "তাকে জ্যোতির কাছে পৌঁছে দিয়ে আমিই সকলের মূল কারণ হলুম। আমি এখন যাচ্ছি মণি, আর কখনও তোমার সামনে আসব না। তুমি চেষ্টা কোরো যাতে তাকে ফিরাতে পারো, সতীকে যেন সে স্থানচ্যুত করতে গিয়ে অভিশাপ না পায়।"

সে উঠিয়া পড়িল, মণি সঙ্গে সঙ্গে দরজা পর্য্যন্ত গিয়া তাহাকে বিদায় দিল।

[১৪]

বাস্তবিকই বিমান জ্যোতিকে চিনিতে পারে নাই, সে ছোটবেলার মতই সরল চিত্তে বিমানকে গ্রহণ করিয়াছিল। যে হতভাগ্য নরাধম স্বামী তাহাকে উপর্য্যুপরি কেবল প্রহারই করিয়াছে, যাহার দত্ত ক্ষত আজও ললাটে রহিয়াছে তাহার, সেই স্বামীকেই সে প্রাণাধিক ভালবাসিত। স্বামী কখনও তাহাকে একটা ভাল কথা না বলিলেও সেই স্বামীর বিরুদ্ধে একটা কথাও সে সহিতে পারিত না।

বিমান তাহাকে চিনিয়াছিল, সে তাই বড় সতর্ক হইয়া গিয়াছিল, নিজের হৃদয়ভাব সে প্রচ্ছন্ন করিলেও তাহার চোখে সে ভাব ফুটিয়া উঠিত, তাহার সেই নিষ্কাম ভালবাসা আর তাহাতে ছিল না, শুধু দেখিয়া, প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়া তাহার পাপ-হৃদয় আর তৃপ্ত থাকিতে চায় না, সে এখন জ্যোতির নিকট হইতেও ভালবাসা আদায় করিতে চায়, পারে না কেবল ভয়ে, পাছে জ্যোতি তাহাকে চিনিতে পারিয়া ঘৃণা করিয়া একেবারে দূরে সরিয়া যায়।

তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিশালিনী মলিনা তাহাকে চিনিয়াছিল। তাহার দৃষ্টি বড় তীক্ষ্ণ ছিল। যে জ্যোতিকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিত, জ্যোতির অপরের সহিত বিবাহ হইলে সে স্বেচ্ছায় নিজেকে নষ্ট করিয়াছে, এতদিন পরে সে এরূপভাবে নিজেকে সংযত করিয়া আবার জ্যোতির নিকটে আসিল কেন? ইহার মূলে আছে কি?

কিন্তু মলিনা জ্যোতিকেও সাহস করিয়া কোনও কথা বলিতে পারিল না, কি জানি যদি তাহার সন্দেহ অমূলক হয়।

আজকাল জ্যোতি বেশ বেড়াইতে পারে, তাহার ললাটের ক্ষত শুকাইয়া আসিয়াছে, জ্বরটাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

সেদিন ফাল্গুনের শুভ্র চাঁদিমা-দীপ্ত নিশি। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ অতীত হইয়া গিয়াছে। বারাণ্ডার নীচে জ্যোতির স্বহস্ত-রোপিত বেলফুল গাছের শ্রেণী, তাহাতে এত ফুল ফুটিয়াছে যে পাতা পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছিল না। মৃদু মন্দ সমীরণে সে ফুলের গন্ধ ভাসিয়া ভাসিয়া সারা বাড়ীময় ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

এমনি সময়ে বিমান আসিয়া উপস্থিত হইল। সে আজ সারাদিন আসে নাই, জ্যোতি অনেকবার তাহার কথা বলিয়াছে। সে আসিয়া নানাপ্রকার গল্প কৌতুকে তাহাকে প্রফুল্লিত করিয়া রাখে। জ্যোতির পিতাও ইহাতে বিশেষ সুখী ছিলেন।

বিমানকে দেখিয়াই জ্যোতি সানন্দে বলিয়া উঠিল—"এই যে বিমান দা, আমি আজ সারাদিনই তোমার নাম করেছি। তুমি আজ সারাদিন এসনি কেন?"

বিমান একটু দূরে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল। আজ এই জ্যোৎস্না-ধৌত সুন্দর নিশীথে সে কিছুতেই লোভ সম্বরণ করিতে পারে নাই, প্রতিজ্ঞা করিয়াও সে আজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া মদ খাইয়া আসিয়াছে। হৃদয় তাহার এখন আনন্দে পূর্ণ, সুন্দরী যামিনীর সৌন্দর্য্য তাহার চোখে এখন শতগুণ বর্দ্ধিত। কিন্তু তাই বলিয়া সে মাতাল হইয়া পড়ে নাই, তাহার মাথা বেশ স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল।

জ্যোতির কথার উত্তরে সে বলিল "আজ বাড়ী ছিলুম না জ্যোতি, হাসির একটা বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে, সেইখানে পাত্র দেখতে গেছলুম।"

বিস্মিতস্বরে জ্যোতি বলিল "এখনি হাসির বিয়ে? এই তো মাত্র দশ বছরের সে, এত ছোট বয়সে—"

বিমান বলিল "দাদা বলছেন, ছেলেটি খুব ভাল, ছাড়া উচিৎ নয়। বাস্তবিক ছেলে খুব ভাল, মাত্র কুড়ি বছর বয়স, খুব ভাল হয়ে বি. এ. পাশ দিয়ে স্কলারশিপ পাচ্ছে। সে এখন বছর পাঁচ ছয়ের জন্যে বিলাত যাবে ব্যারিষ্টারি পড়তে। বিয়ে করে রেখে যাবে, ফিরে আসলে তখন তার মা হাসিকে নিয়ে যাবে, এখন নিয়ে যাবে না। আমাদের মতে বাস্তবিক এ পাত্র ছাড়া উচিত নয়। আর এমন তো ঢের হয়ে থাকে। এর পর কি রকম পাত্র জুটবে ঠিক নাই তার"

জ্যোতি একটু ভাবিয়া বলিল "তা বটে। কিন্তু আজকালকার ছেলে যে বিলাত যেতে চাচ্ছে স্বেচ্ছায়, এ কথাটা কি রকম? এখন ছেলেরা নিজের দেশকে বুঝতে শিখেছে, তারা বিদেশী সভ্যতা ত্যাগ করতে প্রতিজ্ঞা করছে, আর সে ছেলেটি এই সময়ে যাবে বিদেশীর দেশে তাদের সভ্যতা বয়ে আনতে? না বিমান দা, বিয়ে দেবে দাও, বিলাতে তাকে পাঠিয়ো না। দেশের ছেলে দেশে থেকে চাষ করে খায়, সেও মানের ভাত, বিদেশে গিয়ে ডাক্তার শিখে আসলেও সেটা সম্পূর্ণ বিদেশী। তোমাদের জামাইকে তোমরা স্বেচ্ছায় বিদেশী চালে চালাবে?"

বিমান হাসিল "সত্যি কথাই বলছো জ্যোতি, দেশের দিকে আজকাল আমাদের ঘরের মেয়েদেরও নজর পড়েছে। এ উত্তেজনা শুধু পুরুষদের মধ্যেই নেই, মেয়েদের মধ্যেও সঞ্চালিত হয়েছে। কিন্তু এ কথা আমার বলা নিষ্প্রয়োজন, কেন না বিয়ে দেবার কর্ত্তা আমি নই, মেয়ের বাপ নিজে। তুমি যে রকম কথা বলছো এটা দাদার কাছে বললে বরং সাজতো। একদিন যাবে জ্যোতি আমাদের বাড়ী?"

জ্যোতি হাসিয়া বলিল "তোমার দাদার কাছে এ সব কথা বলতে? কিন্তু হাসির মা আর দিদিমা—বাপরে, যেন বাঘিনী। না বিমানদা, আমার কথা ধরো না, তোমাদের মতে যদি ভাল ছেলেই হয় তোমরা দিয়ো। আমার কি মাথার ঠিক আছে কিছু? কাকে কি বলি কিছু ঠিক নেই তার। যাক্ গে, বিয়ের ঠিক হয়েছে তো?"

বিমান মাথা নাড়িয়া বলিল "না, এখনো ঠিক হয় নি। আমি দেখে এলুম মাত্র, এখন দাদা যা হয় করবেন।"

জ্যোতি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, অনেকক্ষণ পরে বলিল "দেখেছ বিমানদা, আমার ফুলগাছগুলোতে আজ কত ফুল ফুটে উঠেছে, সব সাদা হয়ে গ্যাছে।"

বিমান জ্যোৎস্নামণ্ডিত গাছগুলির পানে চাহিয়া বলিল "আজকার রাতটাই বড় সুন্দর। এমন ধবধবে চাঁদের আলো প্রায় দেখতে পাওয়া যায় না।"

জ্যোতি বলিল "দোল কবে বিমানদা?"

বিমান বলিল "এই আসছে পূর্ণিমাতে। আজ দ্বাদশীর রাত, আর দুটো দিন বাদে দোল-পূর্ণিমা।"

জ্যোতি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "আর বছর আমি এমন সময় শ্বশুরবাড়ী ছিলুম।"

সে চুপ করিয়া রহিল। বিমান বেশ বুঝিতে পারিল তাহার হৃদয় পূর্ব্ব স্মৃতিতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তাহাকে আর বিরক্ত না করিয়া বিমান উঠিয়া দাঁড়াইল।

জ্যোতি বলিল "যাচ্ছো বিমানদা?"

বিমান বলিল "না ফুল তুলতে যাচ্ছি।"

বারাণ্ডা হইতে নামিয়া গিয়া সে ফুল তুলিতে লাগিল। অনেকগুলি ফুল তুলিয়া সে জ্যোতির সামনে আনিয়া বলিল "নেবে জ্যোতি?"

জ্যোতি একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "না, তুমি নাও।"

বিমান আশ্চর্য্যভাবে বলিল "তোমার হাতের গাছের ফুল নেবে না তুমি? এমন সুন্দর ফুলগুলি তবে ফুটছে কেন?"

জ্যোতি চাপা সুরে বলিল "যখন গাছগুলো পুঁতেছিলুম বিমানদা তখন ভেবেছিলুম এক, এখন হয়েছে এক। ফুল বড ভালবাসতুম বিমানদা, কিন্তু আর ভাল লাগে না এখন। মন যখন ভাল থাকে, তখন সবই ভাল লাগে, মন খারাপ হয়ে গেলে আর কিছু ভাল লাগে না।"

বিমান বলিল "কেন তুমি মন এত খারাপ করছ জ্যোতি? তুমি যে এরকম মন খারাপ করে থাকো, এতে—"

হঠাৎ সে থামিয়া গেল। সে যে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছে, স্থান কাল পাত্র ভুলিয়া গেছে, চকিতে মনে পড়িয়া গেল, সে তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল "না, আমি বলছিলুম তোমার দিনকতক এদেশ ছেড়ে বেরুনো ভাল। নানা দেশ দেখতে দেখতে মনটা বেশ ভাল হয়ে যাবে। এক জায়গায় থাকতে বড় বিরক্তি বোধ হয়, ওতে স্বাস্থ্যও একেবারে ভেঙ্গে যায়।"

উৎসাহিতা হইয়া জ্যোতি বলিল "সত্যি বিমান দা, আমারও তাই আজ মনে হচ্ছে। এ দেশ আর মোটে ভাল লাগছে না, নানা দেশ বেড়ালে আমি খুব ভাল থাকব। বাবাও এ কথাটা আগে বলেছিলেন, কিন্তু তখন আমার মন ভারি খারাপ ছিল, স্পষ্টই বলেছিলুম আমি

কোথাও যাব না। এখন কিন্তু যেতে ভারী ইচ্ছে হচ্ছে, যাবে বিমান দা আমাদের সঙ্গে তুমি ?"

বিমান একটু নীরব থাকিয়া বলিল "এখন ঠিক বলতে পারছি নে যেতে পারব কি না, কারণ –"

বাধা দিয়া জ্যোতি বলিল "কারণ কিছুই নেই। তুমি ইচ্ছে করলে এখনি যেতে পার। আমি কিন্তু নীতাকেও সঙ্গে নেব বিমান দা।"

উত্তেজিত হইয়া বিমান বলিয়া উঠিল "না না, আবার তাকে কেন জড়াচ্ছো জ্যোতি ? যদি সে যায়, আমি কখনও যাব না।"

জ্যোতি একটু হাসিয়া বলিল "তার 'পরে তোমার এত বিদ্বেষ কেন বল তো বিমান দা ? তুমি নিজে জেনে শুনেই তো বিয়ে করেছ, সে যে কালো তা তুমি আগেই জানতে। এখন তাকে গ্রহণ না করে চিরজন্মের মত তাকে দূর করে দেওয়া কি ভাল ?"

শেষের দিকটা বলিবার সময় সে গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছিল। বিমান তাহা লক্ষ্য করিয়া গম্ভীরমুখে বলিল "আমি তো এমন কথা বলছি নে জ্যোতি যে চিরকাল তাকে দূরে রাখব ? যত দিন আমার চলছে, চলে যাক, তার পর যখন চলবে না তখন বাধ্য হয়ে তাকে আনতেই হবে। কাজকর্ম্ম করবার জন্যে একটা লোকের দরকার তো ?"

জ্যোতি বলিল "তোমরা চাও শুধু কাজ নিতে, তোমরা তাদের অন্তরটা দেখতে জানো না। তারা যে কতখানি প্রাণ ঢেলে দিয়ে তোমাদের কাজ করে যায়, তোমরা তা দেখতে জানো না। দিদি যা বলে তা ঠিক কথা। যাক, সে বিষয়ে আমার বলবার মত কিছু নেই। তা হলে সতি বল বিমান দা, যাবে তো দেশ বেড়াতে ? আগে কোথা যাবে বলতো ?"

বিমান একটু ভাবিয়া বলিল "আগে কাশী যাওয়া যাক কি বল? কাশী জাগায়টা বড় ভাল, আমি গত বছরে এমনি সময়ে একবার গেছলুম সেখানে। দেশটা বড় ভাল লেগেছে আমার।"

উৎসাহিতা জ্যোতি বলিল "তাই ভাল, আগে কাশী যাব। কিন্তু কবে যাওয়া হবে বল দেখি?

বিমান ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল "আমার মতে—দোল পূর্ণিমার পরে যে কোন দিন ভাল পাওয়া যায়।"

বাধা দিয়া জ্যোতি বলিল "না, দোল পূর্ণিমার পরে কেন, দোলের আগের দিন—অর্থাৎ পরশু দিনই আমি বেরুতে চাই।"

বিমান বলিল "দোলের আগে কেন, পরে হলে ভাল হত না।"

নিরুদ্যম ভাবে মাথা নাড়িয়া জ্যোতি বলিল "না বিমান দা, দোলের সময় আমি কোনও মতেই থাকতে পারব না।"

বিমান বলিল "তোমার বাবা পরশু দিনই যেতে রাজি হবেন কি?"

জ্যোতি বলিল "আমি বললে পর বাবা আজই যেতে রাজি হন। তিনি কেবল আমারই জন্যে যেতে পারছেন এতে তাঁর বরং আনন্দই হবে। নিজের দিকে তাকাচ্ছেন না, তাকাচ্ছেন কেবল আমার দিকে; কিন্তু এমনি স্বার্থপর আমি যে—"

বলিতে বলিতে সে থামিয়া গেল।

"কোথা যাবি জ্যোতি?" মলিনা বারাণ্ডায় আসিয়া বসিয়া পড়িলেন।

জ্যোতি বলিল "কাশী যাবার কথা বলছি দিদি। তুমি যাবে তো?"

মলিনা একটু হাসিয়া বলিল "আমার মত মহাপাপিনী কি কাশী যেতে পারে বোন?"

বিমান আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "তুমি যাবে না মলিনা দিদি?"

মলিনা বলিল "কেমন করে যাই বিমান দা? আমার এদিকে ঢের কাজ।"

বিমান বলিল "কাজ তো চিরকালই আছে, থাকবেও চিরকাল। বিশ্বনাথ দেখবার এমন সুযোগ পেয়েও ছেড়ে দেবে তুমি. এ সুযোগ যে অনেকের কপালে জোটে না।"

মলিনা হাত দুখানা ললাটে ছোঁয়াইয়া বলিল "আমি বিশ্বনাথকে দূর হতেই প্রণাম করছি। কাছে গিয়ে দেখলেই কি বেশী পুণ্য হয় বিমান দা, শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়ে, ফুল বিল্বপত্র দিয়ে পূজো করলেই কি যথার্থ পূজা হয় বিমান দা? দেবতা মনের মধ্যে, পূজাও মনে মনে, আমি এখানে থেকে যে বিশ্বনাথের সেবা করছি। আমাদের বাগানবাড়ী কখনও গেছ্‌লে তুমি?"

বিমান মাথা নাড়ীয়া বলিল "না"

মলিনা বলিল "আমি তোমায় যে নেমন্তন্ন করছি, একদিন তুমি যেয়ো সেখানে, আমার বিশ্বনাথকে দেখতে পাবে। কবে যেতে পারবে বলতো আমি তা হলে তোমার জন্যে সব যোগাড় করি।"

বিমান হাসিমুখে বলিল, "তোমার নেমন্তন্ন নিচ্ছি মলিনা দিদি, কিন্তু এখন মাপ করতে হবে আমায়, কারণ এখন আমি যেতে পারব না, পরশু আমাকেও কাশী যেতে হবে। কাশী হ'তে ফিরে এসে তোমার বাগান বাড়ীতে যাব এমনি অযাচিত ভাবেই। আমার জন্যে তোমার কিছু যোগাড় করতে হবে না। তোমার বিশ্বনাথের সামান্য একটু প্রসাদ আমায় দিয়ো, তাই খেয়ে ধন্য হয়ে চলে আসব আমি।"

তাহার কাশী যাইবার কথা শুনিয়া মলিনা চমকিয়া বিবর্ণ হইয়া গেল, বলিল "তুমি কাশী যাবে বিমান দা?"

বিমান বলিল "হ্যাঁ, জ্যোতিদের সঙ্গেই যাব ভাবছি।"

"ভাল কথা" বলিয়া মলিনা একেবারেই নীরব হইয়া গেল।

জ্যোতি আবদারের সুরে বলিল "তুমিও চল না দিদি, তুমি না গেলে আমার কিছু ভাল লাগবে না, শান্তিও পাব না।"

শুষ্ক হাসিয়া মলিনা বলিল "আমি যে যাব ভাই, আমার বিশ্বনাথের সেবা করবে কে, দেখবে শুনবে কে?"

জ্যোতি বলিল "আমি বাবাকে বলে লোক ঠিক করে দিচ্ছি।"

গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া মলিনা বলিল "তা হয় না ভাই। আমি যে ভার মাথায় নেছি, তা আর কারও মাথায় দিতে পারব না পাথরের ঠাকুরের পূজা করে আমার কি হবে বোন, আত্মারূপে যে ভগবানের সেবা করতে পেইছি, যাকে পূজো করতে পেইছি, এই প্রকৃত বিশ্বনাথ, এতে আমার প্রাণ বড় শান্তি পেয়েছে, আমি এরই মাঝে একেবারে ডুবে গ্যাছি। যদি ক্ষমতা থাকত, তোমায় কখনও যেতে দিতুম না, আমার বিশ্বনাথের দাসী করে তোমায় রেখে দিতুম।"

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে উঠিয়া গেল। জ্যোতি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

বিমান ফুলগুলো পকেটে ভরিয়া একবার সতৃষ্ণনয়নে জ্যোতির পানে চাহিয়া চলিয়া গেল।

দিন পনেরোর জন্য কাশী গিয়া জ্যোতি আর নড়িতে চাহিল না। শরৎবাবু বলিলেন "এখানেই কি থাকবি মা? আর কোথাও যাবি নে?"

জ্যোতি অনুনয়ের সুরে বলিল "তা হোক না বাবা, কাশী আমার বড্ড ভাল লাগছে। মাস কত এখানে থেকে যাব, তার পরে না হয় অন্য দেশে যাওয়া যাবে।"

ঠিক গঙ্গার উপরে বাড়ীখানি, তাহার অদূরে শ্মশান। খানিক দূরে বিশ্বনাথের মন্দির। সবটা দেখা না যাইলেও খানিক বেশ দেখা যায়।

এখানে আসিয়া বাস্তবিক জ্যোতি নবজীবন প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার বাল্যকালের আবার স্ফূর্ত্তি ফিরিয়া আসিয়াছিল। বিমানকে সে একদণ্ড বিশ্রাম করিতে দিতে রাজী ছিল না, বিমানকে সঙ্গে লইয়া সে সমস্ত জায়গায় অসঙ্কোচে বেড়াইতে যাইত। পিতা তাহাকে বাধা দিতেন না, কারণ জ্যোতির এইরূপ আনন্দই দরকার, ইহাতে তাহার শরীর সুস্থ হইবে।

এই মেয়েটীর জন্য তাঁহার একদণ্ড শান্তি ছিল না। স্ত্রীর মৃত্যুর পরে তিনি অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও আর বিবাহ করেন নাই। ভগিনীর সহায়তায় মেয়েটীকে তিনি মানুষ করিয়া তুলিয়াছিলেন। বিমানের সহিত কন্যার বিবাহ দিবার তাঁহার খুব ইচ্ছা ছিল. প্রিয়দর্শন বিমানকে তিনি যথার্থই ভাল বাসিতেন। বিমানের সহিত জ্যোতির বিবাহ দিয়া তিনি মেয়েটীকে কাছে রাখিতে পারিবেন, এই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা

ছিল। কিন্তু যখন তাঁহার ভগিনী নীরদার প্রমুখাৎ বিমানের কুচরিত্রের কথা শুনিতে পাইয়া তাঁহাকে সব কথা বলিয়া দিলেন, তখন তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তথাপি তিনি পরের কথায় বিশ্বাস না করিয়া নিজে অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন কথাটি বাস্তবিকই সত্য, বিমান অধঃপাতে গিয়াছে।

হতাশার নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি অন্য সৎ পাত্র খুঁজিতে মনোনিবেশ করিলেন। অসচ্চরিত্র বিমানের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া তাহাকে তিনি দুঃখিনী করিতে পারিবেন না। সৎচরিত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া কোন্ পিতা মাতা না প্রার্থনা করেন. শরৎ বাবুর প্রার্থনাও তাহাই ছিল।

অনেক ছেলে দেখিয়া, অনেক খুঁত বাছিবার পরে পছন্দ হইল তাঁহার সুরেশকে। সুরেশ রাজসাহীর কোন উকীলের একমাত্র পুত্র। বেশ লেখাপড়া শিখিয়াছিল, পিতার অবস্থাও ভাল ছিল, এবং সে বেশ সুশ্রীও ছিল। একদিন মহা ধূমধামে শরৎ বাবু জ্যোতির সহিত তাহার বিবাহ দিলেন।

বিবাহের পরে জ্যোতি শ্বশুরালয়ে চলিয়া গেল, পিতা দিন পনের বাদে তাহাকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন, কিন্তু সে শূন্যহস্তে ফিরিয়া আসিল, শ্বশুর শ্বাশুড়ী পুত্রবধূকে পাঠান নাই।

পিতার চোখ দিয়া জল পড়িতে পড়িতে তিনি সে জল সামলাইয়া ফেলিলেন। মেয়ে শ্বশুরঘরে চিরকাল থাক্, কিন্তু সে সুখী হোক। তাঁহার সামান্য একটু দুঃখ যে তিনি তাহাকে দেখিতে পাইবেন না। কিন্তু সে যদি সুখী হয়, এরূপ দুঃখও প্রার্থনীয়।

যে ভয়ে তিনি বিমানের সহিত কন্যার বিবাহ দেন নাই, সেই ভয়ই

ঠিক হইয়াছিল। সুরেশ পিতা মাতার অত্যন্ত আদরে একেবারে বদ হইয়া গিয়াছিল। তাহাকে সৎপথে ফিরাইবার জন্যই পিতামাতা অনুপম সুন্দরী জ্যোতিকে লইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগিনী জ্যোতি অসীম রূপ লইয়াও স্বামীর সুনয়নে পড়িতে পারে নাই। সে দুর্দ্দান্ত স্বামীকে প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিয়া পুরস্কার পাইতেছিল কেবল প্রহার।

পাছে পিতা তাহা জানিতে পারিয়া কষ্ট করেন সেই ভয়ে সে পত্রে কিছুই জানাইত না, পিতাকে আনন্দ দিবার জন্য নিজের সুখ বর্ণনা করিয়া পত্র লিখিত। মলিনার পত্রের উত্তরে সে কোনও কথা জানায় নাই।

সুদীর্ঘ তিন বৎসর এমনি করিয়াই কাটিয়া গিয়াছিল। পূজার পরে এবার শরৎ বাবু নিজে রাজসাহীতে কন্যা আনিতে গিয়াছিলেন। দুদিন মাত্র থাকিয়াই তিনি জামাতার প্রকৃতি জানিতে পারিলেন, কন্যার গাত্রে প্রহারের চিহ্ন দেখিলেন। তাঁহার বক্ষ ফাটিয়া গেল, কিন্তু জ্যোতি স্বামীর দুর্ব্ব্যবহার একেবারে গোপন করিতে চাহিল, পিতাকে সে তফাতে রাখিয়া স্বামীকে আড়াল করিয়া রাখিতে গেল, কিন্তু শরৎ বাবু তাহাতে ভুলিলেন না, তিনি সব বুঝিতে পারিলেন।

তিনি মাত্র পনের দিনের অঙ্গীকারে জ্যোতিকে নিজের কাছে লইয়া আসিলেন। তখন তাহার শ্বশুর মারা গিয়েছেন, সংসারে ছিলেন বিধবা শাশুড়ী মাত্র। তিনি বার বার বলিয়া দিলেন, পনের দিনের বেশী যেন জ্যোতিকে পিত্রালয়ে না রাখা হয়।

শরৎ বাবুর সংসারে তখন আছে কেবল মলিনা। জ্যোতির পিসীমা জ্যোতির বিবাহের পরেই মারা গিয়াছিলেন, মলিনা মামার সংসার গুছাইয়া রাখিতেছিল। তাহার পিত্রালয় সহরের প্রান্তে, সেইটাই তাহার বাগান বাড়ী নামে এখন খ্যাত।

জ্যোতির অঙ্গ অলঙ্কারশূন্য দেখিয়া বিস্মিতা মলিনা কারণ জিজ্ঞাসা করায় জ্যোতি প্রকৃত কথা গোপন রাখিয়া বলিয়াছিল, সে সব তোলা আছে। কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী মলিনা মুখ দেখিয়াই জানিতে পারিয়াছিল; তাহার পর মামার মুখে সব শুনিয়া বড় আদরের ছোট বোনটীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া নিঃশব্দে কাঁদিয়াছিল, জ্যোতির চোখের জলের সহিত তাহার চোখের জল মিশিয়া গিয়াছিল।

পনের দিনের জায়গায় মাত্র বার দিন থাকিয়াই জ্যোতিকে চলিয়া যাইতে হইয়াছিল, কারণ তাহার শ্বাশুড়ীর ইনফ্লুয়েঞ্জা হইয়াছিল। পুত্রের পীড়ন মাতাকেও সহ্য করিতে হইত বড় কম নয়, সময় সময় উপযুক্ত পুত্রের হাতে তাঁহাকে প্রহৃতও হইতে হইত। পুত্রকে আদর দিয়া মানুষ করিবার ফল এখন তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, দুর্ভাগিনী পুত্রবধূর অদৃষ্টের কথা ভাবিয়া তিনি চোখের জল সামলাইতে পারিলেন না। তিনি দিনরাতই নিজের মৃত্যু কামনা করিতেন, মৃত্যু ছাড়া তাঁহার শান্তিদাত্রী আর কেহই ছিল না।

এবারে মৃত্যু তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া তাঁহার সকল জ্বালা দূর করিয়া দিলেন; তিনি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন, কিন্তু দুর্ভাগিনী জ্যোতিকে দেখিতে আর কেহই রহিল না।

কন্যাকে পাঠাইয়া এবার পিতার শান্তি ছিল না, তিনি সর্ব্বদা ব্যাকুল হইয়া থাকিতেন। মলিনার শ্বশুরালয়ের একটী আত্মীয় রাজসাহী থাকিতেন, বাধ্য হইয়া শরৎ বাবু তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া লইলেন, তিনি সুরেশের সম্বন্ধীয় যাবতীয় সংবাদ শরৎ বাবুকে জানাইতেন।

সুরেশ যেদিন জ্যোতিকে পদাঘাত করিয়া তাহাকে মূর্চ্ছিতা করিয়া পলায়ন করিল, সে দিন তিনি তখনই শরৎবাবুকে টেলিগ্রাম করিয়া দেন।

টেলিগ্রাম পাইবা মাত্র শরৎবাবু রাজসাহী গিয়া মৃতপ্রায় কন্যাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া আসেন।

জ্যোতির উপর তাঁহার সর্ব্বদা স্নেহদৃষ্টি পড়িয়াছিল, এই মেয়েটীর জন্য তিনি কিছুতেই শান্তি পাইতেন না। হায়, যদি তখন সৎপাত্র না খুঁজিয়া বিমানের সহিত তাহার বিবাহ দিতেন তাহা হইলে এরূপ হইতে পারিত না, জ্যোতিও সুখী হইত। অনেকেই সে বয়সে একটু খারাপ হয় বটে, অনেকে সামলাইয়াও উঠে। হয় তো একটু ভুলে বিমানের পদস্খলন হইয়াছিল, কিন্তু এখন তো সে সামলাইয়া উঠিয়াছে, এখন তো তাহার চরিত্রে কোন দোষ নাই।

জ্যোতির আদেশ পালন করিতে বিমান একটুও অবহেলা করিত না, সে যে এই বিদেশ-ভ্রমণে একলা জ্যোতির সহচর ইহা ভাবিয়া আনন্দে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিত। জীবনের সার্থকতা সে এই সময়েই বুঝিতে পারিয়াছিল, ধীরে ধীরে তাহার মনটা সহজ অবস্থায় আবার ফিরিয়া আসিতেছিল।

জ্যোতির যে বিবাহ হইয়াছিল জ্যোতি তাহা ভুলিয়া যাইবার জন্য নিজে চেষ্টা না করিতে পারুক, সকলকে ভুলিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছিল। পিতা ভুলিতে পারেন নাই, কারণ তাঁহার হৃদয়ে এ কথাটা কাঁটার মতই বিঁধিয়াছিল। কিন্তু বিমান যে ভুলিয়াছিল যথার্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাকেও জোর করিয়া ভুলিতে হইয়াছিল, নচেৎ সে জ্যোতির সহিত সেরূপ ভাবে মিশিতে পারে না।

আসিবার সময় মলিনা গম্ভীর মুখে জ্যোতিকে গোপনে লইয়া গিয়া বলিয়াছিল "সাবধান জ্যোতি! তোকে আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু বিমানকে আমি একটু বিশ্বাস করি নে। আমার মনে হচ্ছে ও মনের

মধ্যে কোনও দুরভিসন্ধি নিয়েই এখানে আসে। এমন মাতাল, বেশ্যাসক্ত লোকে যে হঠাৎ এমন সাধু হতে পারে এ দেখেও কেউ বিশ্বাস করবে না। তোকে সে বড় ভালবাসতো, ভালবাসতো কি—আমার মনে হয়, এখনও সে তেমনি তোকে ভালবাসে। মনে রাখিস জ্যোতি, তুই বিবাহিতা, তোকে এখনও যে ভালবাসার চোখে দেখে, সে মহাপাপী, কারণ পরস্ত্রী মাতৃতুল্য জ্ঞান করা উচিত। ওকে বিশ্বাস করিস নে জ্যোতি, ওর সাথে একলা কোথাও যাস নে। নিজের স্বামী যে তোকে অত মেরেছে, তোকে ভিখারিণী সাজিয়েছে, তবু সাবধান জ্যোতি, যেন তার 'পর হতে ভক্তি হারাস নে, তবু মনে করে রাখিস সে দেবতা, তবু তারই ধ্যান করবি। বিমান যেন সহস্র চেষ্টা করেও তোকে তোর স্থানচ্যুত না করতে পারে।"

কথাটা জ্যোতির খুব মনে ছিল, কিন্তু বিমানের প্রকৃতিকে সে কোনরূপ দূষ্য বলিয়া ভাবিতে পারে নাই, বিমানের চোখেও সে কোন দিন মাদকতা দেখিতে পায় নাই। বিমান আজ পর্য্যন্ত কোন অসদ্ব্যবহারেরও পরিচয় দেয় নাই।

মলিনার কথা মনে করিয়া জ্যোতির খুব হাসি পাইত। কথায় কথায় একদিন সে বিমানকে বলিল "আমরা এখন কবে ফিরব দেশে তার কিছু ঠিক নেই বিমান দা, তুমি কেন আমাদের সঙ্গে বিদেশে পড়ে থাকবে, তুমি এখন দেশে ফিরে যাও।"

বিমান বলিল "তোমার যদি কোন রকমে বিরক্তি বোধ হয়ে থাকে জ্যোতি, আমি এই মুহূর্ত্তে চলে যাচ্ছি। কিন্তু তোমায় নিয়ে বেড়াবে কে? তোমার বাবা তো সব দিন বেরোন না যে তাঁর সঙ্গে তুমি যাবে। বিদেশে বেড়াতে গেলে একজন শক্ত

গোছের সঙ্গী বা সঙ্গিনীর দরকার, নচেৎ অনেক সময় অনেক বিপদে পড়তে হয়।"

জ্যোতি বলিল "বিরক্তি কিছুই নয় বিমান দা, বরং এতে আমারই ভাল, কারণ তুমি না থাকলে আমি কিছু দেখতে পেতুম না। কিন্তু তোমাকে যে এ রকম ভাবে আটক করে রাখছি শুধু আমার বেড়ানোর জন্যে, এতে আমার বডড লজ্জা বোধ হচ্ছে।"

বিমান হাসিমুখে বলিল "দেশে থেকেই বা কি কাজ করতুম আমি? সংসারে আমার খাওয়া শোওয়া ব্যতিত আর কাজ নেই ওখানেও যা করতুম এখানে তাই করছি। বরং এর মধ্যে অকেজো জীবনটাকে একটু চালাতে পারছি তোমায় বেড়াতে নিয়ে গিয়ে, এই আমার সৌভাগ্য।"

জ্যোতি বলিল "এই রকম বাজে হয়েই কি জীবনটা কাটাবে বিমান দা? কোন উদ্দেশ্য নেই তোমার জীবনে, কোনও লক্ষ্য নেই?"

মলিন ভাবে মাথা নাড়িয়া বিমান বলিল "কোনও উদ্দেশ্য নেই জ্যোতি, কোন লক্ষ্য নেই। সামনে যে ধ্রুবতারা জ্বলছিল, যার পানে লক্ষ্য রেখে আমি আমার জীবনটাকে চালাব ভেবেছিলুম, আমার সে ধ্রুবতারা মেঘের আড়ালে চিরতরে ডুবে গ্যাছে, আর তাকে দেখা যাবে না। জানছি—একদিন প্রবল ঝড় আসবে, যেদিন আমার তরী টুপ্ করে ডুবে যাবে, কূল আমি পাব না।"

জ্যোতি দুঃখিত হইয়া বলিল "তুমি নিজেকে যেমন ভাবে—"

বাধা দিয়া বিমান বলিল "না, আর কথা বলো না তুমি জ্যোতি, আমার জন্যে কাউকে ব্যাকুল করতে চাইনে আমি। আমি যত ছাড়িয়ে থাকতে চাই, ততই জড়িয়ে পড়ি।, আমি মনে করি, সবাই আমায় ঘৃণা

করুক, কিন্তু জগৎ দেয় আমায় ভালবাসা। এ কি বিচিত্র কথা, যে যা চায় না তাকেই সবাই সব দিতে চায়। অথচ আমি লক্ষ্যহারা, আমি উদ্দেশ্যহীন। আমার জীবনটার 'পরেও আমি বীতস্পৃহ, আছে থাক, যাবে যাক। তাই বলি আমি যা করি তা শুধু দেখে যাও, কথা বোল না, জিজ্ঞাসা কোর না।"

একটা ছায়ার মত সে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল, জ্যোতি নির্ব্বাকে বসিয়া রহিল। বিমানের কথাগুলা বড় এলো-মেলো।

তাহার মনের ভাব আজ জ্যোতি যেমন স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিল, এমন আর কোনও দিনই পারে নাই। সে বুঝিল, মলিনার কথা যথার্থ, যথার্থই বিমান তাহাকে এখনও প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে। তাহার সঙ্গ বিমানের জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা শান্তিপ্রদ জিনিস। সে জানে জ্যোতির হৃদয় স্বামীর প্রেমে পূর্ণ, তবু সে জ্যোতিকে ভালবাসিয়া তাহার কাছে থাকিয়াও সুখী। ইহাকে নিঃসার্থ ভালবাসা ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে ?

উদ্বিগ্নভাবে মাথা নাড়িয়া জ্যোতি আপনার মনে অস্ফুটস্বরে বলিল কিন্তু না, এতো ভাল নয়, বিমান দা যে নীতার জীবনটাও সঙ্গে সঙ্গে পুড়িয়ে ছাই করলেন।"

নীতার দুর্ভাগ্য ও নিজের দুর্ভাগ্যের কথা মনে করিয়া সে বড় ব্যথা পাইল। আহা, সেও যে তারই মত অভাগিনী। সে তবু পিতার কাছে আছে, আর নীতা ? তাহাকে দেখিতে কেহ নাই, তাহাকে ভালবাসিতে কেহ নাই। সে সংসারে দাসীর ন্যায় খাটিতে আসিয়াছে, নিয়ত খাটিয়াই যাইতেছে।

না, বিমানকে এখানে রাখা কোন মতে উচিৎ নয়, তাহাকে দেশে

পাঠানোই উচিৎ। তাহাকে ভাল করিয়া বুঝাইতে হইবে, আর সে জ্যোতিরই, জ্যোতি ভিন্ন আর কেহই তাহাকে সৎপথে আনিতে পারিবে না।

গৃহ মধ্য হইতে পিতা ডাকিলেন "জ্যোতি—"

"যাই বাবা—"

তাড়াতাড়ি সে উঠিয়া গেল।

[১৬]

পোষ্টম্যান আসিয়া খানকতক পত্র শরৎ বাবুর হাতে দিয়া গেল। সে দিন মহাষ্টমী। জ্যোতি আজ খুব ভোরে উঠিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া অন্নপূর্ণার মন্দিরে চলিয়া গিয়াছে, সঙ্গে গিয়াছে বিমান ও দাসী।

সব পত্রগুলিই এনভেলাপে আবদ্ধ দু খানি পত্র বিমানের নামে দু খানি জ্যোতির নামে। সব গুলিই আসিতেছে এক স্থান হইতে কয়েকবার পত্র কয়খানি উল্টাইয়া পাণ্টাইয়া দেখিয়া শরৎ বাবু সে গুলি টেবিলে রাখিয়া দিলেন।

বেলা প্রায় এগারটার সময় জ্যোতি বিমানের সহিত ফিরিয়া আসিল রৌদ্রে রৌদ্রে ঘুরিয়া দু জনের মুখই তখন লাল হইয়া উঠিয়াছে উভয়ের ললাটেই বড় সিন্দুরের ফোঁটা।

গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া জ্যোতি শান্তভাবে বসিয়া পড়িল, বিমান অন্য গৃহে চলিয়া গেল। উদ্বিগ্ন শরৎ বাবু দাসীকে ডাকিয়া জ্যোতিকে বাতাস করিতে বলিলেন।

জ্যোতি একটু হাসিয়া বলিল "থাক বাবা, আমাকে আর বাতাস দিতে হবে না। ঝি, তুমি তোমার কাজ কর গিয়ে, পাখাখানা আমায় দিয়ে যাও।"

শরৎ বাবু কন্যার আরক্ত মুখখানার পানে চাহিয়া বলিলেন "এমনি করে রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে বেড়ালে আবার যে অসুখ করবে জ্যোতি। সেই সকালে বেরিয়েছিস, ফিরে এলি এই এগারটা বারটার সময়ে। এ রকম করলে দেহ কি আর টেঁকে ?"

জ্যোতি ঘড়ির পানে চাহিয়া একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল "তা বটে, আজ বড় দেরী হয়ে গ্যাছে। কিন্তু আজ মহাষ্টমী কি না, দেশ বিদেশের লোক আজ অন্নপূর্ণার মন্দিরে পূজো দিতে এসেছে। ভিড়ের জন্যে পূজো দিতেই পারি নে। একদিন একটু রোদে বেড়ালে আর অসুখ হবে না বাবা।"

শরৎ বাবু একটী নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "যা তোর ভাল লাগে তাই করিস মা, সে বিষয়ে আমি আর কি বলব। এই তোর দু খানা পত্র এসেছে, নে।"

জ্যোতি পত্র দু খানা লইয়া উঠিতেছিল, পিতা বিমানের পত্র দু খানা তাহার হাতে দিয়া বলিলেন "এ দু খানা বিমানকে দিয়ে যাস।"

জ্যোতি জিজ্ঞাসা করিল "তোমার ভাত খাওয়া হয়েছে বাবা ?"

পিতা একটু হাসিয়া বলিলেন "তোরা এখনও জল পর্য্যন্ত খেলি নে, আমি ভাত খেয়ে নেব ?"

জ্যোতি বলিল "বাঃ, জল তো আমরা পূজো দিয়েই খেয়ে গেছি। তুমি সকালে কিছু খাও না, একেবারে ভাত খাও। এত বেলা পর্য্যন্ত

আমাদের জন্য বসে আছ? এইবার আগে তুমি ভাত খেয়ে নাও, তবে পরে আমি তোমার পাতে বসে খাব'খন।"

ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে ডাকিয়া সে ভাত আনিতে বলিল, ভৃত্য জায়গা করিয়া দিয়া গেল। শরৎ বাবু বলিলেন "তুই বিমান—সব একসঙ্গেই খেয়ে নে না।"

জ্যোতি বলিল "এই রোদ হতে এলুম, আধ ঘণ্টা বাদে ভাত খাব'খন, বিমানদাও তাই বলে গেল। তুমি খাও না বাবা, আমি ততক্ষণ চিঠি দুখানা পড়ি গিয়ে।"

পিতাকে আহারে বসাইয়া সে বিমানের পত্র দিতে তাহার কক্ষদ্বারে গিয়া দেখিল, সে বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছে।

জ্যোতি বলিল "একেবারে শুয়ে পড়লে যে বিমান দা। এই নাও তোমার দুখানা পত্র এসেছে।"

"আমার পত্র?"

ভারি বিস্মিত হইয়াই বিমান উঠিয়া বসিল, এখানে আসা পর্য্যন্ত সে একখানা পত্রও কোন স্থান হইতে পায় নাই, সেও কাহাকে দেয় নাই। নিজেকে গোপনতার আড়ালে লুকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাকে প্রকাশ করিয়া দিল কে? সে হাত বাড়াইল "কই পত্র, দাও। আমার পত্র দেবে এমন শুভানুধ্যায়ী মহাজন কে আছে, তা বুঝতে পারছি নে।"

কথাটা বলিয়াই মনে পড়িয়া গেল, তাহার হিতাকাঙ্ক্ষী আছে বই কি? যে তাহাকে নিজের মুখের অন্ন ধরিয়া দিয়া তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়াছিল, তাহার সেবা করিবার জন্যই সর্ব্বদা ব্যগ্র হইয়া থাকিত,

যাহার রাত্রেও শান্তি ছিল না, সেই মণি আছে যে। মনে পড়িয়া গেল, মণি তাহাকে কতদূর ভালবাসে।

আর একখানা শ্যামল মুখও মণির অনিন্দ্য-সুন্দর মুখের পাশে উঁকি ঝুঁকি দিতেছিল। কিন্তু না, সে কখনই সাহস করিয়া বিমানকে পত্র দিতে পারিবে না। বিমানের সহিত তাহার সম্পর্ক কতটুকু, সম্পর্ক ত বিমান একরকম প্রায় ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

জ্যোতি তাহার হাতের উপর পত্র দুখানা ফেলিয়া চলিয়া গেল। নিজের গৃহে বসিয়া সে একখানা পত্র খুলিল।

পত্রখানি নীতার, সে অনেক কষ্ট দুঃখ করিয়া লিখিয়াছে। জ্যোতি তাহার বাল্যসখি, তাহাকে কোন কথা জানাইতে নীতার সঙ্কোচ জন্মে নাই। সে নিজের বিবাহের কথা আগাগোড়া জানাইয়া লিখিয়াছে। জ্যোতি, আমি জানি আমি কুৎসিতা, আমার দেবতা স্বামীর পায়ের কাছে দাঁড়াইবার যোগ্যতাও আমার নাই। তিনি আমায় ঘৃণা করিয়াছেন। তিনি আমায় দূরে রাখিয়াছেন, আমি তাহাতেও সুখী, কারণ আমি তাঁহাকে ভালবাসি। আমার ভালবাসাই আমায় বাঁচাইয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। তিনি যেখানেই থাকুন, যে ভাবেই থাকুন, আমি চিরদিন তাঁহাকে এমনই ভালবাসিব, কখনও তাঁহার উপরে বিরক্ত হইতে পারিব না। তিনি কেমন থাকেন মধ্যে মধ্যে আমায় জানাইও। আমার মাথা খাও, এ পত্রের কথা যেন কোনওরূপে তিনি না শুনিতে পান, আমার নাম তুমি কখনও তাঁহার সম্মুখে বলিয়ো না।

গভীর ভালবাসার নিদর্শন জ্যোতির হাতে। জ্যোতির মনে নিজের স্বামীর কথা জাগিয়া উঠিল। তাহার স্বামী যাহাই হোন, যাই করুন,

তবু সে তাঁহার দাসী। তিনি যে মুহূর্ত্তে ডাকিবেন, জ্যোতি সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার কাছে ছুটিয়া যাইবে।

জ্যোতির চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল। সে সে পত্রখানা রাখিয়া দিয়া আর একখানা পত্র খুলিল।

এ কি স্বপ্ন,না সত্য? এই যে তাহার স্বামীর হস্তাক্ষর, এই যে তাহার স্বামীই পত্র লিখিয়াছে তাহাকে।

পত্রখানা পড়িতে পড়িতে কখন তাহার হাত হইতে খসিয়া পড়িয়া গেল, সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া শুইয়া পড়িল।

আহারের জন্য দাসী ডাকিতে আসিল, জ্যোতি নড়িল না, উত্তরও দিল না। ভয় পাইয়া দাসী শরৎ বাবুকে গিয়া সংবাদ দিল।

ব্যস্ত পিতা ছুটিয়া আসিলেন "কি হয়েছে মা—অমন করে পড়ে আছিস্ কেন?"

সামনেই সেই পত্রখানা পড়িয়া, জ্যোতি ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল, দেখিল পিতার চক্ষু সেই পত্রখানার উপরেই পড়িয়াছে। সে সেখানা লইবার জন্য হাত বাড়াইতেই পিতা বলিলেন "থাম, কার চিঠি এ?"

জ্যোতির মুখ পাংশুস হইয়া গেল—সে অস্ফুটকণ্ঠে কি বলিল শোনা গেল না।

শরৎ বাবু বলিলেন "সুরেশের চিঠি?"

জ্যোতি মাথা কাত করিয়া নির্ব্বাকে জানাইল "হ্যাঁ।"

শরৎ বাবু চোখ উঠাইয়া বলিলেন "কি লিখেছে?"

জ্যোতি জানুর মধ্যে মাথা লুকাইল—"কিছু লেখে নি বাবা—কিছু লেখে নি।"

তখনি সে মুখ তুলিয়া পত্রখানা লইয়া শতখণ্ডে পরিণত করিয়া ফেলিয়া দিল।

শরৎ বাবু বলিলেন "তোকে নিয়ে যাবার কথা লিখেছে ?"

অবনত মুখে জ্যোতি বলিল "হ্যাঁ।"

কঠোর সুরে পিতা বলিলেন "না, তোকে আমি সে রাক্ষসের কাছে পাঠাব না। সে যদি মরেও যায়—তবুও না, তবুও যেতে দেব না তোকে। তোর 'পরে তার কোনও অধিকার নেই আর। তুই বলে তাই ওই পত্র আবার পড়েছিস, অন্য কেউ হলে না পড়ে ও পত্র দূর করে ফেলে দিত। তোর ঠিকানা সে জানতে পারলে কি করে ? তুই তাকে পত্র দেছ্‌লি ?"

জ্যোতি চুপ করিয়া রহিল।

উচ্ছ্বসিত ক্রোধ দমন করিয়া শরৎ বাবু বলিলেন "সে আসবে লিখেছে ?"

জ্যোতি নীরব।

পিতা কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন "তবু তুই যেতে চাস আবার সেখানে জ্যোতি, তবু তুই তাকে পত্র দিস্‌ ? মনে কর দেখি কি প্রকৃতির লোক সে, কি করে তোকে লাথি মেরে গেছ্‌ল ? আমি যদি না সে সময় আনতুম তোকে, তুই কি বাঁচ্‌তিস ? সেই পাষণ্ড, যে মেয়ে জাতের গায় হাত তোলে, সে কি মানুষ ? তুই মনে কর জ্যোতি— তুই বিধবা, তোর স্বামী মরে গ্যাছে।"

"বাবা, বাবা, তুমি কি সেই আশীর্ব্বাদ করতে এয়েছ আমায় ?"

জ্যোতি পিতার পদতলে আছ্‌ড়াইয়া পড়িল।

শরৎ বাবু তাহাকে আর একটিও কথা বলিতে পারিলেন না, তাঁহার

দুটি চোখ অশ্রুজলে ভরিয়া আসিল, তিনি তাড়াতাড়ি সেখান হইতে সরিয়া গেলেন। আসিবার সময় বিমানকে বলিয়া আসিলেন "তুমি একবার জ্যোতির কাছে যাও বাবা, সে বড়ড কাঁদছে।"

জ্যোতি কাঁদছে বিমান নিজের পত্র ফেলিয়া রাখিয়া তাড়াতাড়ি জ্যোতির গৃহে আসিল—"কি হয়েছে জ্যোতি?

জ্যোতি তখন উঠিয়া বসিয়াছে, চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া কি ভাবিতেছে। বিমানের কথার উত্তরে সে একটা কথাও বলিল না।

বিমান চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, জ্যোতিও চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, অনেকক্ষণ পরে জ্যোতি মুখ তুলিল, জিজ্ঞাসা করিল "তোমার খাওয়া হয়েছে বিমান দা?"

তাহার সহজ ভাবের কথা শুনিয়া বিমান সাহস পাইয়া বলিল "হ্যাঁ, তুমি খেতে গেলে না এখনো?"

জ্যোতি মুখে একটু হাসি ফুটাইয়া বলিল "এই যাচ্ছি, এত তাড়াতাড়ি করারই বা কি দরকার, খিদে এখনও মোটেই হয় নি আমার।"

বিমান বলিল "খেতেই যখন হবে তখন আর দেরী করে লাভটা কি, কেবল শরীর খারাপ করা হবে মাত্র অবেলায় খেয়ে। বেলা একটা বেজে গেল এদিকে।"

জ্যোতি দাসীর পানে চাহিয়া বলিল "ভাত দিতে বল ঠাকুরকে।"

তাহার পর বিমানের দিকে ফিরিয়া বলিল "কার চিঠি এসেছে বিমান দা? তাহার বড় বড় চোখ দুটি তখনও বড় লাল, পাতাগুলি তখনও অশ্রুসিক্ত, অথচ মুখে একটু হাসির রেখা; মুগ্ধ নয়নে সে মুখ পানে চাহিয়া বিমান বলিল "একখানা দাদার।"

ব্যগ্র ভাব দেখাইয়া জ্যোতি বলিল "কি লিখেছেন তিনি? হাসির বিয়ের কথা কিছু লেখেন নি?"

বিমান বলিল "আমার পত্রপাঠ বাড়ী ফিরে যেতে লিখেছেন। আজ বুঝি কার্ত্তিক মাসের পাঁচ তারিখ হলো, এই অগ্রহায়ণ মাসের দুই তারিখে হাসির বিয়ে, ছেলে আট তারিখে বিলাত যাবে। আমায় যেতে লিখেছেন—বিয়ের সব গুছানো, ছেলেকে রওনা করে দেওয়া—"

ব্যস্ত হইয়া জ্যোতি বলিল "তা হলে তোমায় দু চার দিনের মধ্যেই বেরুতে হবে বল সত্যিই হাসিকে তুমি যে রকম ভালবাস বিমান দা, তার বিয়ের সময় তোমাকে তো থাকতেই হবে। তা হলে কবে যাচ্ছ তুমি?"

বিমান বলিল "এখনও তো দেরী আছে।"

জ্যোতি বলিল "তা বলে কি চুপ করে থাকতে আছে? বিয়ের মত কাজ, কতদিন আগে হতে যোগাড় করতে হয় তবে।"

বিমান বলিল "দাদা তো আছেন।"

বিস্ময়ের সুরে জ্যোতি বলিল "পোড়া কপাল, তিনি আবার যোগাড় করবেন। তিনি ও সব জানেনই না—"

বিমান হাসিয়া বলিল, "তা নয়, তবে তুমি হচ্ছো চটপটে মানুষ, সব কাজই খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায় তোমার। আর তোমার দাদা, তাঁকে তো চিনি, হাঁ করে শুধু ভাবতে পারেন, তাড়াতাড়ি চলতে গেলে আছাড় খান। তিনি যা করবেন তা মা গঙ্গাই জানেন। মেয়ের বিয়ে, তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন, তোমায় তাই শীগ্‌গীর যেতে বলেছেন। তুমি আর দেরী কোর না বিমান দা, দু এক দিনের মধ্যেই রওনা হয়ে যাও।"

বিমান বলিল "তোমরা যাবে না ?"

জ্যোতি হাসিল "এখন তো নয়ই, এর পরেও ফিরব কিনা তাই বা কে বলতে পারে ? আসল কথা, দেশে ফিরতে আমার মোটে ইচ্ছে নেই, এমনি করে যদি বেড়াতে পাই, আর যাব না।"

দাসী আসিয়া খবর দিল "ভাত দেওয়া হয়েছে।"

উঠিতে উঠিতে জ্যোতি বলিল "আর একখানা পত্র কার তাতো বললে না ?"

বিমান অন্যমনস্ক ভাবে বলিল "আর একখানা ? সেখানা আমার এক বন্ধু দেছে।"

সে পত্রের কথা সে যে গোপন করিতে চায় তাহা জ্যোতি বুঝিতে পারিয়া আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

[১৭]

শুভ্র জ্যোৎস্না-পুলকিত ত্রয়োদশীর রাত্রি। জ্যোতি দ্বিতলের উন্মুক্ত বাতায়নে বসিয়া অদূরস্থ প্রজ্বলিত চিতার পানে চাহিয়াছিল। চিতা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছিল, বায়ুভরে তাহার লেলিহান শিখাগুলি এদিক ওদিক সঞ্চালিত হইতেছিল।

মানুষ জন্মে, মরিয়া যায়, অমনি করিয়া সব ফুরাইয়াও যায়। যে দেহখানাকে আমরা আহার দানে বর্দ্ধিত করিয়া তুলি, বিলাসে সাজাই, সে দেহের শেষ পরিণাম এমনিই। একটু আগেও ওই দেহটী বিদ্যমান

ছিল, এখন সে পুড়িয়া পুড়িয়া অবশেষে শুধু ভস্মেই পরিণত হইতেছে মাত্র।

জ্যোতি একটা দির্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। সে দিক হইতে চোখ ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াও সে চোখ ফিরাইতে পারিল না।

জ্বলিয়া জ্বলিয়া অবশেষে চিতা নিবিয়া গেল, শ্মশানযাত্রীরা জল তুলিয়া চিতা ধুইল, তাহার পর অস্ফুট হরিবোল দিয়া চলিয়া গেল।

জ্যোতি ফিরিয়া আসিয়া আলো কমাইয়া দিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। হৃদয়খানা তখন তাহার নানা চিন্তায় পূর্ণ, সে কোনটাই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না।

ধীরে ধীরে নিদ্রাদেবী তাহার জ্বালাময় ললাটে হাত বুলাইয়া দিলেন। তাহার চক্ষু মুদিয়া আসিল, একটু পরেই সে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল।

গৃহদ্বার বরাবরই ভেজানো থাকিত, কারণ পার্শ্বের গৃহটী শরৎ বাবুর, এ গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া দিবার কোনও আবশ্যক ছিল না।

চোরের মতন বিমান আসিয়া দ্বার খুলিয়া দাঁড়াইল। খোলা জানালা দিয়া স্ফুট চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে সেই ঘুমন্ত ছবিখানির 'পরে। এ যেন রূপকথার রাজকন্যা, এ বাড়ী যেন সেই নীরব দেশের নীরবপুরী। কোথাও কাহারও সাড়া শব্দ নাই। গঙ্গার ওপারে একটা পাপিয়া ডাকিতেছিল, তাহার সেই মধুর গান ভাসিয়া আসিতেছিল। বাড়ীটির নীচ দিয়া যে গঙ্গা প্রবাহিতা হইতেছিল, তাহারই কুলু কুলু'নাদ কাণে আসিতেছিল।

বিমান স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নিজের গৃহে সে বেশ শুইয়াছিল, কোন্ সয়তান যে তাহাকে আকর্ষণ করিয়া এমন চোরের মত এখানে

আনিয়া ফেলিল তাহা সে বুঝিতে পারিল না। এতক্ষণ সে নিজের অবস্থা বুঝিতে পারে নাই, এইবার বুঝিতে পারিল।

সে ফিরিবে ভাবিল—কিন্তু চোখ ফিরানো যে বড় দুঃসাধ্য। এই যে অপার্থিব সৌন্দর্য্য তাঁর সামনে, এ সৌন্দর্য্য দেখিয়া দেখিয়া যে তাহার আশা মিটে না, তাহার ক্ষুধা যায় না।

সে যেন অচিন দেশের অচিন রাজপুত্র, মায়াপুরীতে কোন্ মায়াকুহকে আসিয়া পড়িয়াছে। এই যে আমরা মায়ায় অচেতন, ইহার মাথার কাছে কি সোণার কাঠি পড়িয়া নাই, যাহা স্পর্শ করাইবামাত্র সে জ্ঞান পাইয়া তাহাকে স্বামী বলিয়া নিজের গলার মালা তাহার গলায় দুলাইয়া দিবে।

শতবার, সহস্রবার চেষ্টা করিয়াও বিমান নড়িতে পারিল না, ভক্ত যেমন একাগ্রচিত্তে দেবী প্রতিমার পানে চাহিয়া রয়, সেও তেমনি করিয়া চাহিয়া রহিল।

পাষাণময়ী দেবী হইলে ভক্তের কথা এতদিন বুঝিতে পারিত, এ দেবী রক্ত-মাংসে নির্ম্মিতা বলিয়াই কি তাহার গোপন কথা জানিতে পারিতেছে না? অথবা জানিয়াও পাষাণ অপেক্ষা কঠিন পরাণে আছে?

দেবী, এত কঠোর মন তোমার, কিছুতেই তাহা দ্রব হইতে চায় না? কি উপাদানে তোমার ও বক্ষ নির্ম্মিত?

জ্যোতি এই সময় একটা জোরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিতে গেল, চাঁদের আলো তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, তাই ছ্যাঁৎ করিয়া তাহার ঘুমটা ভাঙ্গিয়া গেল। দরজার পানে দৃষ্টি পড়িতেই সে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া বসিল।

বিস্ফারিতনেত্রে সে চাহিয়া যাহা দেখিল তাহা যে বিশ্বাসের অযোগ্য, কল্পনারও অতীত। জ্যোতি বার বার চোখ মুছিল, বার বার চাহিল,

কিন্তু না, এতো সেই বটে। জ্যোতি যাহাকে বাস্তবিক বড় বিশ্বাস করে, যাহার ভালবাসা বুঝিতে পারিয়া সে আরও বেশী নির্ভয় হইয়াছিল, এ সেই বিমান দা, তিনিই বিশ্বাসঘাতকতা করিতে আসিয়াছেন।

কয়েক মুহূর্ত্ত জ্যোতি একটা কথাও কহিতে পারিল না, শুধু বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া রহিল। বিমান পলাইতে গিয়াও পলাইতে পারে নাই! বিচারকের সামনে অপরাধী যেমন নতমস্তকে দাঁড়াইয়া থাকে, প্রতি মুহূর্ত্তে নিজের দণ্ডাদেশ শুনিবার প্রতীক্ষা করে, সেও তেমনি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, মুখ তুলিবার অথবা এক পা সরিবার ক্ষমতা তাহার রহিল না।

ব্যাপারটা যে কি জ্যোতি একটু সময়ের মধ্যেই তাহা বুঝিয়া লইল, তাহার চোখ দুইটা লাল হইয়া উঠিল, গর্জ্জিয়া উঠিয়া সে ডাকিল "বিমান দা!"

কি কঠোর সে আহ্বান। হায় দেবী, তোমার এ সংসার-খড়্গ উত্তোলন করিতেছ কার 'পরে? বিমান যে তোমারই ভক্ত, আর কিছু সে চায় না, সে শুধু তোমার সান্নিধ্য লাভ করিতে চায়। তাহার হৃদয় তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখ, সে সেখানে অসৎ কল্পনা একটুও সঞ্চয় করে নাই।

বিমান চকিতে মুখ তুলিয়া তখনই মুখ নত করিল।

তেমনি গর্জ্জিয়া জ্যোতি বলিল "এত রাত্রে আমি একলা এ ঘরে শুয়ে ঘুমুচ্ছি জেনেও কোন্ সাহসে এসেছ তুমি, কোন্ সাহসে আমার বন্ধ দরজা খুলেছ?"

বিমান নীরব।

জ্যোতি বিছানা হইতে নামিয়া পড়িল, আলোটা বাড়াইয়া দিয়া

বিমানের পানে ঘৃণাপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া বলিল "উত্তর দাও আমার কথার।"

তথাপি বিমান নীরব।

জ্যোতি বলিয়া উঠিল "কাপুরুষ, ঘৃণিত পশু তুমি, তোমার যদি একটু বোধ জ্ঞান থাকত, কখনও এ রকম করে এই নিশীথে আমার ঘরের ভেজানো দরজা খুলে আসতে পারতে না তুমি। তোমায় যে কি বলব তা আমি ভেবে পাচ্চি নে। আমি আজ নিজের ভুল বুঝেছি, আমাকে আজ সত্য জ্ঞান দেছ তুমি। আমি জানতুম, তুমি আমায় এখনও তেমনি ভালবাস, নইলে তোমার পাপ সঙ্গ ছেড়ে আমার কাছে এমন সাধু হয়ে কাটাতে পারতে না তুমি। তুমি আমায় ভালোবাস জেনেই আমি তোমায় বড় বিশ্বাস করতুম, কারণ জানতুম, তোমার ভাল বাসার পাত্রীকে কখনও তুমি কষ্ট দিতে পারবে না, তোমার মূর্ত্তি আমার চোখে কলঙ্কে মণ্ডিত করে রাখতে কখনও তুমি চাইবে না। কিন্তু আমার ভুল ভেঙ্গেছে, আমি এখন বুঝেছি, তুমি সব করতে পার, তুমি পশুরও অধম।"

বিমান মুখ তুলিল, দীপ্তনেত্রে তাহার পানে চাহিয়া বলিল "আমায় অত নীচু ভেব না জ্যোতি, আমি—"

বাধা দিয়া তীব্রকণ্ঠে জ্যোতি বলিয়া উঠিল "না, তুমি নীচু নও, তুমি আকাশের মতই উঁচু, আকাশের মতই মহিমময়। কার চোখে ধূলো দিতে চাও তুমি, কাকে মিথ্যা কথায় ভুলাতে চাও, তুমি কি তা এতদিন যে জেনেও তোমার সঙ্গ ত্যাগ করিনি এর জন্যে আমি নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছি এখন। আমার মত বোকামি যেন কোন মেয়ে না করে, আমার মত করে শেষে তাদের সবাইকেই পস্তাতে হবে। তুমি বিবাহিত

আমি অবিবাহিতা, আমাদের মধ্যে এ বন্ধুত্ব শুধু লোকের সন্দেহই উদ্দীপ্ত করে দেয় না সে সন্দেহ সত্যিও হয়ে যায় তার পরে। তোমায় আমি নিজের ভাইয়ের মতই ভেবেছিলুম, তুমি এমন পাষণ্ড যে সে বিশ্বাস রাখতে পারলে না। কোন্ লজ্জায়, কোন্ মুখে আবার বলতে আসছ আমায় নীচ ভেব না। কি মহত্তের কাজ করেছ তুমি ভাব দেখি? হঠাৎ আমার ঘুম না ভেঙ্গে গেলে হয় তো তুমি আমার গায়ে—"

কাণে আঙ্গুল দিয়া অধীরভাবে বিমান বলিয়া উঠিল "ছি ছি ছি! সত্যি তুমি আমায় তাই ভেবেছ জ্যোতি? আমি জানছি আমার সাফাই কিছু নেই। তোমার মত বয়স্থা মেয়ের বদ্ধ দরজা খুলে এই নিশীথে দাঁড়ায়ে থাকা যথার্থই আমার বড় অন্যায় কাজ হয়েছে, তবু— তবু বিশ্বাস কর জ্যোতি, আমি তত পাষণ্ড নই, তোমার পবিত্র দেহ আমি জীবনে স্পর্শ করি নি, কখনও করব না।"

ঘৃণার হাসি হাসিয়া জ্যোতি বলিল "চমৎকার। এমন সাফাই থাকতেও তবু তুমি বলছ সাফাই নেই। যাও, এখনি আমার সামনে হতে চলে যাও, তোমার ও মুখ আর কখনও আমায় দেখিয়ো না বলছি।"

মহীয়সী রাণীর মতই সে এই আদেশ করিল। ব্যগ্র বিমান রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল "জ্যোতি —"

জ্যোতি মাথা নাড়িয়া বলিল "না, কোন কথা শুনতে চাই নে; তুমি যে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে অনেক আষাড়ে গল্প বলবে, তা আমি জানি। ও সব আষাঢ়ে গল্প বলে ভুলিয়ো অন্যকে, আমাকে না, আমি ছেলে মানুষ নই।"

বিমান বিষণ্ণকণ্ঠে বলিল "আমায় এমন ভাবে কুকুরের মত তাড়িয়ো

না। জ্যোতি। তোমার স্নেহ আমায় দেবতা গড়তে পারে, তোমার ঘৃণা আমায় নরকের সয়তান গড়তে পারে। আমায় আলোয় এনেছ, অন্ধকারে ফেলে দিয়ো না, আমায় আবার পাপে ডুবিয়ো না, আমার জীবনে একমাত্র আশা তুমি, আজ গোপন করব না জ্যোতি, আজ সব কথা বলব, আমার ভালবাসা আজ ব্যক্ত করব। তুমি আমার টেনে রেখো জ্যোতি, আমায় পদাঘাতে দূরে দিয়ো না। আমার ধ্রুবতারা, আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য—"

আবেগে বিমানের কণ্ঠ কাঁপিতে লাগিল। আমার জীবন মরণ তোমার হাতে, আমায় এমন করে হত্যা কোর না, বরং একেবারে হত্যা কর, তাতে আমি বাঁচব, সে মরণ বড় শান্তিপ্রদ। আমি তোমার পানে লক্ষ্য রেখে এগিয়ে যাব, ভাল হব। আমায় রক্ষা কর জ্যোতি, আমায় সৎ হতে দাও।"

জ্যোতি তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "আবার তোমায় বিশ্বাস করব? তুমি নরকের কীট, নরকেই তোমার স্থান। তুমি সৎ হও বা অসৎ হও তাতে আমার কি, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কিসের? তুমি বাঁচ বা মর, তাতে আমার ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। যাও তুমি, তোমার মুখ দেখতে, তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার ঘৃণা হচ্ছে। যাও, আমি কাল সকাল হতে তোমার মুখ যেন আর না দেখতে পাই।"

বলিবার মত অনের কথা ছিল, কিন্তু দারুণ অভিমানে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, বিমান কক্ষ ত্যাগ করিয়া একেবারে বাহিরে পথে আসিয়া দাঁড়াইল।

এই ভাল। প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসার এই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। কিসের মায়ায় তবু সে বদ্ধ ছিল?

এখন তাহার আশ্রয় কোথা, দাঁড়াইবে কোন্ খানে? আবার তাহাকে বাড়ী যাইতে হইবে, আবার নীতাকে আনিতে হইবে।

না—মণি আছে।

আবার সেখানে যাইতে হইবে, আবার সেই পাপপঙ্কে ডুবিতে হইবে। আবার মদ, আবার মদ। উঃ, কি জ্বালাময় শাস্তি সে যত বুকে জ্বলে, তত আনন্দ হয়, যত চোখে জল আসে, তত হাসিও পায়।

জ্যোতি নিজের মুখে বলিয়াছে, সে সৎ হউক অথবা অসৎ হউক, তাহাতে তাহার কি, কারণ সে তাহার কে। তবে আর কি, তবে আর কাহাকে ভয়? মরণ? কিন্তু মরণই যে তাহার প্রার্থনীয়, মৃত্যু কবে আসিয়া তাহার দেহ প্রাণ শীতল করিয়া দিবে?

তবু তিন চার দিন সে কাশীতে পড়িয়া রহিল, উপর্য্যুপরি সে মন্দিরে মন্দিরে ঘুরিল, কিন্তু না, জ্যোতিকে আর একদিনও সে দেখিতে পাইল না।

অনেকগুলা কথা মনে রাখিয়াছিল, সে গুলা জ্যোতিকে একবার শুনাইয়া চিরকালের মতই চলিয়া যাইবে সে, আর কখনও জ্যোতির পথে দাঁড়াইবে না।

সেদিন দুপুরে সে কাশী ত্যাগ করিবার বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া সকালে বরাবর শরৎ বাবুর বাসার সামনে গিয়া দাঁড়াইল। বাড়ীতে প্রবেশ করিতে হঠাৎ তাহার সাহস হইতেছিল না, যদি শরৎবাবু সে দিন রাত্রের কথা শুনিয়া থাকেন!

দাসী বাড়ীর বাহির হইতেই বিমানকে দেখিতে পাইল, সাগ্রহে বলিয়া উঠিল "এই যে দাদাবাবু। অপনাকে কর্ত্তাবাবু খোঁজ করছেন।

আজও বামুনঠাকুর আর চাকরটা সকাল বেলা সমস্ত দেশটা খুঁজে এসেছে। চলুন উপরে।"

বিমানের বুকটা কাঁপিয়া উঠিল, যাইবে কিনা তাহা সে একবার ভাবিল। কিন্তু আর ভয় কি? সে তো মরিতেই বসিয়াছে, আর লজ্জা কেন? সে ডুবিবে—যতদূর ডোবা যায় ডুবিয়া দেখিবে। লোকের কথা? আর সে ভয় নাই, সে এখন মরিয়া।

সে বরাবর উপরে উঠিয়া গেল। বারাণ্ডায় শরৎবাবু একা বসিয়া। তাঁহার মুখ বড় মলিন, চোখ অশ্রুসিক্ত।

বিমান তাঁহার সামনে গিয়া দাঁড়াইল। শরৎবাবু একবার তাহার পানে চাহিয়া আবার চোখ ফিরাইয়া সম্মুখে প্রবাহিতা গঙ্গার পানে চাহিলেন। বিমান ব্যাপারটা কিছু বুঝিতে পারিল না, নীরবে সেও দাঁড়াইয়া রহিল।

একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া শরৎবাবু বলিলেন "বস বিমান, আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গ্যাছে, তা জান না বোধ হয়?"

বিমান বিস্ফারিত নেত্রে বলিল "কি হয়েছে?"

রুদ্ধকণ্ঠে শরৎ বাবু বলিলেন "শর্ব্বনাশী জ্যোতি আমায়—"

তাঁহার কণ্ঠ একেবারে রুদ্ধ হইয়া গেল, তিনি কণ্ঠ পরিস্কার করিয়া বলিলেন "সর্ব্বনাশী জ্যোতি কাল রাত্রে কোথা চলে গ্যাছে। বাবা বিমান আমার সর্ব্বনাশ হল, আমি মুখ দেখাব কি করে?"

কথাটা যথার্থই এত অস্বাভাবিক যে বিমান অনেক্ষণ কথাই কহিতে পারিল না। সেই জ্যোতি যে তাহাকে সে দিন এত ভৎসনা করিয়াছে, সে কিনা অনায়াসে গৃহত্যাগ করিয়া গেল, এও কি কখনও সম্ভব হইতে পারে?

বুকের মধ্যে আগুন জ্বলিতেছিল, বিমান যথাসাধ্য আত্মগোপন করিয়া বলিল "খোঁজ করেছেন কি ?"

শরৎ বাবু চোখ মুছিয়া বলিলেন "পুলিশে খবর দেছি, কিন্তু কোনও ফলই হবে না বাবা। কে জানত জ্যোতি এমন করে আমার মুখে কালি লেপে যাবে ? এই বুড়ো বাপের পানে সে একবার চাইল না, আমার স্বার্থত্যাগের কথা সে একবার ভাবতে পারলে না, অমনি চলে গেল ? বিমান, আমার যে এখনি আত্মহত্যা করে মরতে ইচ্ছে করছে। এখন আমি যাই কোথায়, করি কি আমায় বল। হায় হায়, ছেলে মেয়েদের যত দাও সব নেবে, বিনিময়ে একটু কিছু বাপ মাকে দেবে না; এমনি স্বার্থপর এরা।"

একটুখানি নীরব থাকিয়া তিনি বলিলেন "বিমান, ছেলে মেয়ে হয় কেন বাবা ? ভগবান যদিই দেন এমন স্বার্থপর হৃদয় দেন কেন তাদের ? তারা কেবল নেবে—কেবল নেবে, একটী বিন্দু দেবে না। আমরা তাদের টানব নিজের কোলের পানে, তারা চাইবে অন্য লোকের পানে, তারা টানবে অপরকে। হায়, হায়, শুধু দিয়ে যাও, শুধু দিয়ে যাও, চেও না—চাইবার অধিকার নেই।"

দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া তিনি সম্মুখে প্রবাহিতা গঙ্গার পানে চাহিয়া রহিলেন। কি শান্ত বক্ষ উহার, উহার কোলে শয়ন বড় শান্তিপ্রদ, হায়—কবে সে দিন আসিবে, কবে তিনি শান্তি পাইবেন ?

বিমানের মুখখানা বীভৎস হইয়া উঠিয়াছিল, সে বলিল "আমার মতে সে রাক্ষসীর খোঁজ না করাই উচিৎ। আপনার কথা একবার না ভেবে সে অনায়াসে চলে গেল, আপনি তার কথা ভেবে হাহাকার করছেন। মনে করুন না, সে কি রকম ক'রে চলে গেল।"

বৃদ্ধ একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন “স্নেহ নিম্নগামী, উর্দ্ধগামী হয় না, হতে পারে না। আমি যখন শুনলুম সে নেই, তখন পাগলের মত খানিক ছুটাছুটি করে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লুম। তার দাসী বললে সে রাত দুটোর সময় ঘর হতে বেরিয়েছে, কোনও কাজে যাচ্ছে বলে দাসীকে কোনও কথা বলে নি, তারপরে সে আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল, সকালে উঠে দেখলে সে নেই আমি তখনি চার দিকে খোঁজ করি। জানতে পারলুম, রাত তিনটের সময় একখানা নৌকায় একটী মেয়ে একটী পুরুষের সঙ্গে উত্তর দিকে চলে গ্যাছে নৌকাখানা কোথা হতে এসেছিল তাও কেউ জানে না, লোকটী সেই নৌকাতেই এসেছিল আমার সর্ব্বনাশ করতে।”

তিনি আবার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নিরবে রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন “তুমি যা বলেছ বিমান, তাই সত্য। সে যখন স্ব ইচ্ছায় চলে গ্যাছে, তখন আর খোঁজ করানো বৃথা। আমি পুলিশে খবর পাঠাই যে আর তার খোঁজ করার কোনও দরকার নেই। আমি মনে করব—জ্যোতিকে আমি এখানে চিতায় শুইয়ে গেলুম, সে আর নেই, সে আর আসবে না।”

তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া তিনি বলিলেন “দেশে ফিরলে মলিনা যখন জিজ্ঞাসা করবে তার উত্তরও এই ভিন্ন আর কি। আহা—হা—আমার কি সর্ব্বনাশই হয়ে গেল, বাবা বিশ্বনাথ এই করতেই আমায় এনেছিলেন এখানে।”

বিমান একটা কথাও কহিতে পারিল না, শুধু বসিয়া রহিল।

শরৎ বাবুর সহিতই বিমান দেশে আসিয়া পৌঁছিল। শরৎ বাবু তাহাকে নিজের বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সে কিছুতেই রাজি হইল না, অগত্যা শরৎ বাবু একাই বাড়ী চলিয়া গেলেন।

চিত্ত বড় জ্বলিতেছিল। জগতের উপর তাহার বরাবরই ঘৃণা, মাঝে জ্যোতির কাছে থাকিয়া সে বুঝিয়াছিল জগৎকে যতদূর নীরস, কঠোর ভাবা যায়, বাস্তবিক ততদূর নীরস নহে। জ্যোতির নিকট সে দিন রাত্রে অপমানিত হইয়া সে সারা জগৎটার উপর আবার ভীষণ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই দিনই সে চলিয়া আসিত, কিন্তু তবু কি একটা মায়া তাহাকে ঘেরিয়া রাখিয়াছিল। যে মুহূর্ত্তে সে শুনিল—জ্যোতি গৃহত্যাগ করিয়াছে, সেই মুহূর্ত্তে তাহার হৃদয় বড় শক্ত হইয়া গেল, কাশী ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার জন্য তাহার প্রাণটা ছটফট করিতে লাগিল।

ছিঃ, নারী কি এতই ঘৃণিত? সে জ্যোতিকে যেমন ভালবাসিত তেমন ভক্তিও করিত। সে দিন রাত্রে সে নিজেই বড় লজ্জিত হইয়াছিল, জ্যোতির উপর তবু সে রাগ করিতে পারে নাই। তাহার ভালবাসার পাত্রী যে যথার্থ দেবী, সে অনায়াসে সকল প্রলোভন দূর করিতে পারে, ইহা মনে করিয়া তাহার হৃদয় যথার্থ পুলকধারায় অভিশিক্ত হইয়া গিয়াছিল, সে জ্যোতিকে আরও গাঢ়রূপে ভালবাসিয়াছিল।

ভুল ভাঙ্গিয়া গেল। চোখের সম্মুখ হইতে জ্যোতিঃপূর্ণ পর্দ্দাটা

আসিয়া পড়িয়া গেল। হায়, এ যে অন্ধকার, গভীর অন্ধকার। রাক্ষসী জ্যোতি, এমন করিয়াও অন্ধকার ছড়াইয়া যাইতে হয়।

দাঁতের উপর দাঁত রাখিয়া বিমান বলিয়া উঠিল "সয়তানি!"

বাস্তবিকই সয়তানি নয় কি সে? যে পর্দ্দা আপনার সর্ব্বাঙ্গে সে জড়াইয়া রাখিয়াছিল, তাহা ফেলিয়া দিবামাত্র তাহার স্বরূপ প্রকাশ হইয়া গেল, স্পষ্ট জানা গেল তাহাকে, তহার হৃদয়টা পর্য্যন্ত দেখা গেল।

সামনে পড়িল তাহার বন্ধু অতুল। সে আশ্চর্য্য ভাবে বিমানের পানে চাহিয়া বলিল "আজকে কাশী হতে?"

বিমান বলিল "হ্যাঁ, এই নামছি ট্রেন হতে।"

অতুল বলিল "চেহারা তো বেশ খুলেছে। বদ অভ্যাসগুলো এখনও ছাড়তে পার নি বুঝি? সেখানে গিয়েও চলেছিল?"

বিকট হাসিয়া বিমান বলিল "সেটা দেবতার রাজ্য হলেও যত কিছু পৈশাচিক কাজ—যা অন্য দেশে না হয়, সেখানে অবাধে চলে থাকে, কারণ তাতে কিছুমাত্র পাপ নেই। আমার কথা আর বলছ কেন? আমি যা তাতো জানোই। বদ অভ্যাস কখনই ছাড়তে পারব না এ জানা কথা।"

অতুল তাহার ক্ল্যাসফ্রেণ্ড। তাহার স্বভাব-চরিত্র অনিন্দনীয় ছিল। যথার্থ বন্ধু বিমানের যদি কেহ থাকে, তবে সে অতুল। এই পর্য্যন্ত তাহাকে সৎপথে ফিরাইবার জন্য অতুল যত চেষ্টা করিয়াছে, এরূপ আর কেহ করে নাই। বিমানের জন্য যথার্থ সে বড় দুঃখিত ছিল।

বিমানের কথা শুনিয়া অতুল খানিক তাহার পানে চাহিয়া রহিল। ধীরে ধীরে তাহার চোখ দুটী সজল হইয়া আসিল, সে অগ্রসর হইয়া বিমানের স্কন্ধের উপর একখানা হাত রাখিয়া কোমল সুরে বলিল "বদ অভ্যাস

ছাড়তে পারবে না কখনও, এমন কি কথা থাকতে পারে বন্ধু? তোমার মত ঢের লোক সাধু হয়ে গ্যাছে। তারা আবার এমন ভাল হয় যে নেশার নামটা পর্য্যন্ত শুনতে পারে না। তুমি কেন পারবে না বিমান?"

বিমান তেমনি হাসিয়া বলিল "আমি কেন পারব না তার ঢের কারণ আছে। জানি অতুল, তোমার মত হিতাকাঙ্ক্ষী আমার কেউ নেই। আমার ভাইয়ের চেয়েও ভালবাস তুমি আমায় মাপ করো বন্ধু, দয়া করে আমায় ত্যাগ করে যাও। আমি ডুব্‌তে বসেছি, একেবারে ডুব্‌ব, দেখব কি হয় আমার, কতদূর অবনতি হতে পারে মানুষের। তুমি কেন আমার জন্যে ভাব বন্ধু? মনে কর আমি মরে গ্যাছি, বিমান যে ছিল তাকে আমি নিজের হাতে চিতায় শুইয়ে দগ্ধ করে এসেছি। আমায় ফিরাবার আর চেষ্টা কর না, আমি আর কিছুতেই ফিরব না।"

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া অতুল বলিল "আমি জানি তোমায় ফিরাবার ক্ষমতা আমার নেই। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, জ্যোতি—"

ক্ষিপ্তের মত তাহার দিকে ফিরিয়া তাহার হাত খানা চাপিয়া ধরিয়া বিমান বলিয়া উঠিল "না না, সে সর্ব্বনাশী রাক্ষসীর নাম নিয়ো না আমার কাছে। সে মরে গ্যাছে, তার বাপ আর আমি দুজনে তাকে দগ্ধ করে বুকে সেই রাবণের চিতা নিয়ে দেশে ফিরেছি। ধূ—ধূ—ধূ, আগুন জ্বলছে,—আগুন জ্বলবে আজীবন। জ্বালা প্রশমিত করতে চাই মদ—কেবল মদ। মদ ভিন্ন বাঁচতে পারব না, এক মিনিট না, আত্মহত্যা করতে হবে। জ্বালা জুড়াতে চলেছি এখন।"

অতুল বলিল "বাড়ী যাবে না?"

বিমান অগ্রসর হইতেছিল, দাঁড়াইয়া বলিল "বাড়ী? যাব বই কি

বাড়ী? কিন্তু এখন না, দু চার দিন বাদে যাব, আগে মাথা ঠিক করি, বুক ঠাণ্ডা করি, তার পরে।"

অতুল আবার একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "যাচ্ছ কোথা?"

বিমান নিজের মনে বলিল "যেখানে জ্বালা জুড়াতে লোকে যায়।"

অতুল বলিল "মণির বাড়ী?"

বিমান একটু হাসিল "তা বই এখন যাব কোথা? যাক আমাদের বাড়ীর খবর জানো? হাসি ভাল আছে?"

অতুল বলিল "ভাল আছে। হাসির বিয়ে যে এ মাসের শেষে। আসবে না তার বিয়েতে?"

বিমান বলিল "যাব বই কি। বলছি তো দিন চার বাদে বাড়ী আসব, এখনি যাব না। তুমি আছ, দাদার কাজ যা পড়ে করে দিয়ো। এখন বিদায়—"

খুব তাড়াতাড়ি সে অতুলকে অতিক্রম করিয়া চলিল।

আজ সে প্রকাশ্য ভাবেই মণির রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিতে লাগিল "মণি, মণি?"

সাধারণ পথের ধারে মণির বাড়ী। পথে বিমানের পরিচিত অনেক লোকই যাতায়াত করিতেছিলেন, বিমান তাহা দেখিয়াও দেখিল না।

দাসী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিতেই সে সরাসর মণির গৃহে প্রবেশ করিল, কিন্তু কই মণি?

এ ঘর ও ঘর দেখিয়া সে বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল, দাসী আশ্চর্য্য হইয়া তাহার পানে চাহিয়াছিল, বাস্তবিকই তাহার আকৃতি বড় খারাপ হইয়া গিয়াছিল। তাহার সুপুষ্ট নিটোল গণ্ড দুটী শুকাইয়া গিয়াছে, নাকটা

আরও উঁচু হইয়া উঠিয়াছে বড় বড় চোখ দুইটী শুধু মুখের মধ্যে জাগিয়া আছে। দুইদিন ট্রেণের কষ্ট ও মানসিক অশান্তিতে বিমান আর সে বিমান ছিল না। তাহার সুকুঞ্চিত চুলগুলা রুক্ষ, পরণের কাপড়খানা হাঁটুর কাছে ছিঁড়িয়া গিয়াছে, পায়ের জুতা ছিঁড়িয়া আঙ্গুলগুলা বাহির হইয়া পড়িয়াছে

তাহাকে এরূপ ভাবে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া বিমান ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিল ; মুখ ফিরাইয়া বলিল "মণি কোথা ?"

দাসী একটু থামিয়া বলিল "তিনি বাগান বাড়ী গ্যাছেন "

"বাগান বাড়ী ?" বিমান একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। তবে না মণি তাহাকে বড় ভালবাসে, তবে না মণি তাহারই জন্য আজীবন তপস্যা করিতেছে বলিয়াছে ? ঠিক নারী-চরিত্র। সে যে এখানে ছুটিয়া আসিয়াছে একটু শান্তির আশায়। শান্তি—তাহার শান্তি ? অসম্ভব। বিধাতা যাহার অদৃষ্টে শুধু জ্বালা লিখিয়াছেন, তাহার অদৃষ্টে শান্তি জুটে না। মণিও তাহাকে প্রতারণা করে, মণিও তাহাকে এড়াইয়া যায়। অসম্ভব কি ? সে বারবিলাসিনী, তাহাকে সবই সম্ভব, সে সবই করিতে পারে। সোণার প্রতিমা, দেবী জ্যোতি যখন এরূপ প্রতারণা করিতে সমর্থা, পিশাচী মণি না করিবে কেন ? তাহার ব্যবসা সে ত্যাগ করিবে কেন তাহার জন্য ? ঠিক—"

বিমান আর দাঁড়াইতে পারিল না, একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল। দাসী তাহার মুখের পানে চাহিয়া ভয় পাইয়া বলিল "তাঁকে ডাকতে পাঠাব ?"

বিমান গভীর বিরক্তিভরে মাথা নাড়িয়া বলিল "না, ডাকতে হবে না। ঘরে মদ আছে ?"

দাসী একটু ভাবিয়া বলিল "আছে এক বোতল। ষ্টোভ জ্বালানোর জন্যে সেটা আমি বিবিকে লুকিয়ে ভাঁড়ার ঘরে রেখে দেছি।"

বিমান একটা পাঁচ টাকার নোট তাহার সামনে ফেলিয়া দিয়া বলিল "নিয়ে এস সেটা।"

দাসী নোটখানা তাড়াতাড়ি কুড়াইয়া লইয়া মদের বোতল ও একটা গ্ল্যাস আনিয়া দিয়া সরিয়া গেল।

আঃ, সর্ব্ব-জ্বালাহারিণী মদ, জগতে তুমি আছ আর বিমান আছে, আর কেউ নেই। তুমিই একমাত্র এখনও ভালবাস বিমানকে, আর কেউ ভালবাসে না।

বিমান আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া মদ খাইল। নেশা যখন বেশ ধরিয়া গেল তখন সে মণির বাড়ী ত্যাগ করিল।

পথে সে হাঁটিতে পারিতেছিল না, দু তিন বার টলিয়া পড়িয়া গেল। সামনে একখানা গাড়ী যাইতেছিল, থামাইয়া বিমান তাহাতে উঠিয়া বসিল।

কোচম্যান তাহার পরিচিত, সে জিজ্ঞাসা করিল "কোথা যেতে হবে ?"

বিমান তখন ঝিমাইতেছিল, দু তিন বার জিজ্ঞাসা করার পরে সে জড়িতকণ্ঠে উত্তর করিল "হেম বাবুর বাড়ী।"

হেমবাবুর বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী থামিল ; বিমান নমিয়া বলিল "তুমি একটু দাঁড়াও, আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে তোমার গাড়ীতেই বাড়ী যাব।"

হেমবাবু তখন বাড়ী ছিলেন না, তাঁহার নবম বর্ষীয়া কন্যাটী বৈঠকখানায় টেবিলের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া তাঁহার হিসাবের

খাতায় নিবিষ্টচিত্তে মোটা মোটা অক্ষরে লিখিতেছিল—কাল কাক, ভাল থাক।

মাতাল ভগিনীপতিকে টলিতে টলিতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

চৌকির উপর বসিয়া বিমান জড়িতকণ্ঠে বলিল "রমা, তোর মাকে খবর দিগে যা আমি নীতাকে নিতে এসেছি। এখনি নিয়ে যাব।"

অন্তঃপুর ও বৈঠকখানার মাঝখানে পর্দ্দাফেলা একটা দরজা মাত্র। রমা ছুটিতে ছুটিতে গিয়া মাতাকে বলিল "ওমা দাদাবাবু এসেছে দিদিকে নিয়ে যাবার জন্যে, এক্ষুণি নিয়ে যাবে।"

নীতা তখন রন্ধন করিতেছিল। ডাল ভাত শেষ হইয়া গিয়াছে, সে একটা তরকারী চড়াইয়াছে। রমার মা নিকটে বসিয়া ভাজার জন্য বেগুন কুটিতেছিলেন ও কি করিয়া খুব অল্প তৈলে বেগুন ভাজা যায় তাহাই নীতাকে শিখাইয়া দিতেছিলেন।

বিমান আসিয়াছে নীতাকে নিতে শুনিয়াই তিনি একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন "আবার ঢং করে নিতে এসেছে কোন্ মুখ নিয়ে? লজ্জা করছে না নিয়ে যাবার কথা বলতে? আজ এক বছর প্রায় হয়ে গেল বিয়ে হয়েছে, বিয়ে করেই যে বউকে দূর করে দিলে আবার সে বউকে নিতে এসেছে? নেক্‌রা করবার আর জায়গা পায় নি, মরণ আর কি? মামা মামী কি ভাত কাপড় দিতে পারে না? এতদিন রয়েছে, বাকি জীবনটাও এমনি করে কাটাবে। যা, বল গে যা তোর পেয়ারের দাদাবাবুকে, এই দুপুর বেলার সময় হুট করে উনি আসলেই যে মেয়ে পাঠাব, তা আমরা পারব না।"

পর্দ্দাটা তুলিয়া বিমান ভিতরের বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহাকে দেখিবামাত্র নীতার বুকের রক্ত তোলপাড় করিয়া উঠিল, আনন্দে চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া দিয়া গৃহমধ্যে চলিয়া গেল।

বিমান জড়িতকণ্ঠে যথাসম্ভব পরিষ্কার করিয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "আমি নিজে নিতে এসেছি, এতে আপনার আপত্তি কিসের ?"

বঁটিখানা কাত করিয়া রমার মা চোখের উপর পর্য্যন্ত মাথার কাপড়টা টানিয়া দিয়া তীব্রকণ্ঠে বলিলেন "আপত্তি ঢের আছে বাপু। তোমার মাথার কি ঠিক আছে কিছু ? আজ ওকে নিয়ে যাবে, কাল আবার দূর করে দেবে তাড়িয়ে। ওর মামা বলেছেন, আর কখনও নীতাকে পাঠাবেন না।"

বিমানের চোখ দিয়া আগুন ছুটিয়া গেল "আমি ওর স্বামী, আমার চেয়ে বেশী অধিকার আছে আপনাদের ওকে রাখবার ? আমার স্ত্রীকে খুসি আমি মারব, তাড়াব, আবার যখন ইচ্ছা হবে কাছে ডাকব। তাতে আপনাদের কথা বলবার মত নেই কিছু। আমার স্ত্রীকে আমি ডাকছি, আপনি তাকে আটক করে রাখতে পারেন না।"

হার মানিয়া রমার মা বলিলেন "নিয়ে যাবে নিয়ে যাও। দূর হয়ে যাও, আর আমার বাড়ী যেন না আসে সে। মদ খেয়ে দুপুরে মাতুনি তোমার, কি বলব—নেহাৎ জামাই সম্পর্ক, নচেৎ চাকর দিয়ে—"

বিমান সোজা হইয়া দাঁড়াইল, তাহার নেশা ছুটিয়া গেল, গম্ভীরকণ্ঠে সে বলিল "কি করতে পরতেন আপনি ? যাক নীতা, চলে এস। যদি তোমার স্বামীকে চাও, যেমন আছ তেমনি চলে এস আমার কাছে।"

নীতা বাহির হইল। গর্জ্জিয়া রমার মা বলিলেন "যাবি নীতা, তবু ওই পশুর বাড়ী যাবি, যে তোকে দূর করে তাড়িয়ে দিতে পারে, আবার তার বাড়ী যাবি; শুধু দাসী-বৃত্তি করবার জন্যেই ও তোকে বিয়ে করেছে, বেশ্যাসক্ত, মাতাল—"

"সাবধান, বেশী কথা বলবেন না।"

নীতার পানে চাহিয়া সে ডাকিল "এস নীতা।"

নীতা একবার মামীর পানে চাহিল, তাহার পর ধীরপদে স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইল। ক্রুদ্ধ রোষে ফুলিতে ফুলিতে মামীমা বলিলেন "মনে থাকে যেন এ দরজা চিরকালের জন্যে বন্ধ হল তোর।"

বিমান বলিয়া গেল "সে আপনাকে আর মনে করিয়ে দিতে হবে না।"

[১৯]

চারিদিকেই অশান্তি, শান্তি কোথায়। দেহ পুড়িয়া যায়, প্রাণ পুড়িয়া যায়। কেবল হাহাকার, কেবল হাহাকার। বিমান যে দিকে চায় সেই দিকেই কেবল বিশ্বাসঘাতকতা।

সে আবার অতিরিক্ত মদ খাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। নীতা দেখিয়া দেখিয়া অত্যন্ত শঙ্কিতা হইয়া উঠিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিতেছিল না, পাছে স্বামীসেবা হইতে সে বঞ্চিতা হয়।

সে দিন দুপুরে সে রাঁধিয়া বসিয়াছিল। সে দিন হাসির পাত্র-

হরিদ্রার নিমন্ত্রণ ছিল ; কিন্তু বিমান দৃঢ় পণ করিয়াছিল, ও বাড়ীতে সে আর পাত পাড়িবে না নিজের গৃহে সামান্য শাক ভাতই খাইবে সে, ধনবান দাদার গৃহে নিজেও সে খাইবে না, স্ত্রীকেও খাইতে দিবে না। হাসির বিবাহের অথচ সেই ছিল একরূপ কর্ত্তা।

ভ্রাতার এরূপ ব্যবহারে বিমলের মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। আগে তবু মনের ব্যথা জানাইতে পারিতেন ভবানীর কাছে, বৎসরে দুবার করিয়া তিনি কাশী যাইতেন, কিন্তু বিমানের বিবাহের আগে ভবানী মারা গিয়াছেন। হৃদয়ের বেদনা জানাইতে আর কেহই নাই। বাড়ীতে অনু ও তাহার মাতার ব্যঙ্গপূর্ণ কথা তাঁহার প্রাণে আরও জ্বালা বর্ষণ করিত। বিমল একেবারেই বন্ধ করিয়াছিলেন। কাহাকেও একটা কথাও বলিতেন না ; যে যাহা বলে তাহা শুধু শুনিয়া যাইতেন।

আজ হাসি কাকাবাবুর বাড়ী আসিতে পারে নাই। নীতা একাই বসিয়াছিল। বেলা ক্রমে দুইটা বাজিয়া গেল, তথাপি বিমানের দেখা নাই। উদ্বিগ্ন নীতা ছটফট করিতে লাগিল। কোন দিনই বিমান এত দেরী করে না, বারটা বাজিবার অনেক আগেই তাহার খাওয়া হইয়া যায়, আজ দুইটা বাজিয়া গেল, তথাপি সে আসিল না কেন ?

বেলা যখন প্রায় তিনটা তখন টলিতে টলিতে বিমান আসিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইল। তাহার গায়ে জামা নাই, পায়ে জুতা নাই, পরণের কাপড় খানা ধূলায় মাখা, কত জায়গা ছিঁড়িয়া গিয়াছে তাহার ঠিক নাই। কোথায় আছাড় খাইয়া পড়িয়া গিয়া হাঁটুর কাছে কাটিয়া দর দর ধারে রক্ত পড়িতেছে।

নীতা বিস্মিত নয়নে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর বিমানকে সেই রৌদ্রে উঠানেই সটান শুইয়া পড়িতে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি নামিয়া

আসিল। তাহার চোখ অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সে বিমানের হাত ধরিল "এখানে পড়ে রইলে কেন, ওঠো ঘরে চল।"

বিমান হাত খানা ছাড়াইয়া লইয়া মুদিতনেত্রে বলিল ঘর? আমার কি ঘর আছে যে যাব? হাত ধরো না নীতা, আমায় এখানে ঘুমিয়ে পড়ে থাকতে দাও।"

নীতা আবার হাত ধরিল, বলিল "তোমার পায় পড়ি ঘরে চল, এত রোদ্দুরে পড়ে থাকলে এমন করে শক্ত ব্যারাম হবে যে, তা হলে আর বাঁচতে হবে না তোমায়।"

বিমান দুই হাতের কনুইয়ে ভর দিয়া উঠিল, বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া বলিল "বাঁচিতে হবে না সেই তো আমি চাই। বেঁচে ঢের সুখ ভোগ করেছি, এখনও করছি, মরে দেখব সুখ শান্তি পাওয়া যায় কিনা। মরবার জন্যে এত মদ খাচ্ছি, কই, তবু তো মরছি নে।"

নীতার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া বিমানের পায়ের উপর পড়িল, বিমান চমকিয়া একবার তাহার মুখ পানে চাহিল। কিন্তু মুখ সে দেখিতে পাইল না, নীতা মুখ নত করিয়া ছিল।

সে জানিবার আগেই সহসা বিমান তাহার স্কন্ধের উপর একখানা হাত রাখিল, আর হাতে তাহার মুখখানা উচু করিয়া দেখিল, বাস্তবিকই তাহার চোখে জলধারা।

দুখানা হাত সরাইয়া লইয়া বিমান একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "চল নীতা ঘরে যাই।"

সে উঠিতে গিয়া পড়িয়া গেল, নীতা বলিল "আমি তোমায় ধরছি, আমার 'পরে ভর দিয়ে চল ঘরে।"

অতি সন্তর্পণে সে স্বামীকে ধরিয়া উঠাইল, তাহার কাঁধে ভর দিয়া বিমান গৃহমধ্যে গিয়া মেঝেতে শুইয়া পড়িল।

নীতা বলিল "বিছানায় চল।"

বিমান বলিল "বিছানায়? না, আমার গায়ে কাপড়ে ধুলো লেগে আছে, আমি পরিষ্কার বিছানায় শুতে পারব না।"

নীতা জোর করিয়া বলিল "বিছানা ময়লা হয় হবে, আমি আবার কেচে দেব সাবান দিয়ে, তুমি চল বিছানায়।"

বিমান উত্তর দিল না, নীরবে পড়িয়া রহিল মাত্র।

নীতা তাহার বিরক্তির ভয়ে আর কথা কহিল না, একখানা পাখা আনিয়া মাথায় গায়ে বাতাস দিতে লাগিল।

বিমান মাথা নাড়িয়া বলিল "না তোমায় আর বাতাস দিতে হবে না, আমার বাতাসের কোন দরকার নেই। তোমার খাওয়া হয়েছে নীতা?"

নীতা মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিল "না, এখনও খাই নি।"

বিমান মাথা তুলিয়া বলিল "কেন খাও নি? যাও, আগে ভাত খেয়ে এস, তারপরে বরং বসো এখানে, তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই।"

নীতা এবার মুখ ফুটিয়া বলিল "তুমি এখন ভাত খাওনি, আমি খাব?"

বিমান একটু হাসিল "তাতে কি? আমি আজ ভাত খাব না, তা বলে তুমিও উপোস করে থাকবে নাকি? যাও, ভাত খাও গে।"

নীতা বলিল "তুমি খাবে না?"

বিমান বলিল "না, আমি ঘুমুব।"

নীতা তবুও বসিয়া রহিল। তাহার অবাধ্যতা দেখিয়া বিমান রাগিয়া বলিল "তবু গেলে না নীতা, আমার কথা শুনবে না ?"

নীতা তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেল।

যেমন তেমন করিয়া আহার শেষ করিয়া রন্ধনগৃহ বন্ধ করিয়া সে শয়নকক্ষে আসিয়া দেখিল, বিমান অকাতরে পড়িয়া ঘুমাইতেছে। তাহার চোখের কোণ বহিয়া জলের ধারা গড়াইতেছে, মুখের প্রান্ত বহিয়া লালা গড়াইয়া পড়িতেছে। অনেকগুলা মাছি তাহার মুখের উপরে উড়িতেছিল, বসিতেছিল, বিমানের একটুও সংজ্ঞা ছিল না।

নীতা পাখা দিয়া মাছিগুলাকে তাড়াইয়া দিয়া একদৃষ্টে সেই মুখখানার পানে চাহিয়া রহিল। হায়, মাত্র এক বৎসরে বিমানের কতদূর পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। যখন তাহার বিবাহ হইয়াছিল, তখনও সে মদ খাইত, তখনও সে অসচ্চরিত্র ছিল, কিন্তু এমন আকৃতি তো তাহার হয় নাই। সমস্ত মুখ দেহ কালো হইয়া গিয়াছে, সে উজ্জ্বল বর্ণ আর নাই। চোখের নিচে কালি, নাকটা উচ্চ, গণ্ডাস্থি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বুকের পঞ্জর, কণ্ঠাস্থি দেখা যাইতেছে। আর—হইবে নাই বা কেন ? এমন বিসদৃশ মদ সে আগে কখনও খায় নাই। এখন সে দিনে রাতে মদ খায়, বেহুঁস হইয়া সারা দিনরাত পড়িয়া থাকে। এই বেহুঁস অবস্থাই তাহার পরম শান্তিপ্রদ। হায় ভগবান, কেন এরূপ হইল, বিমান কেন সৎপথে ফিরিতে পারিল না, কেন সে বুঝিতে শিখিল না মদ খাওয়ার পরিণাম বড় ভয়ঙ্কর।

নীতার চোখ দিয়া টপ টপ করিয়া জল ঝরিয়া বিমানের ললাটোপরি পড়িয়া গেল। ভয় পাইয়া নীতা তাড়াতাড়ি নিজের অঞ্চলে সে জলটা মুছিয়া দিতে গেল, বিমান সেই সময়েই চোখ মেলিল।

"কে, জ্যোতি? না—মণি তুমি। যাঃ ও, আর চালাকি করতে এস না আমার কাছে। তোমাদের আমি খুব চিনেছি—তোমরা—"

অস্ফুটস্বরে কি বলিতে বলিতে সে আবার পাশ ফিরিয়া শুইয়া ঘুমাইল।

সেদিন রাত সেইখানেই তেমন ভাবেই বিমানের কাটিয়া গেল। নীতা স্বামীর প্রকৃতি জানিত, সেও তাহাকে আর ডাকে নাই।

প্রভাতের আলোক-রেখা খোলা জানালা-পথে বিমানের মুখে আসিয়া পড়িতেই সে ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল। দুই হাতে চোখ মুছিয়া চাহিয়া দেখিল, নীতা অনেক আগে নীরবে কখন চলিয়া গেছে, যাইবার সময় গৃহদ্বার ভেজাইয়া দিয়া গেছে। তাহার মাথায় একটা বালিশ নীতা কখন যে দিয়াছিল তাহা সে জানিতে পারে নাই।

যথার্থ স্নেহ এই, যথার্থ ভালবাসা এই বটে। এমন নিঃস্বার্থ ভাবে গোপনে ভালবাসিতে আর কেহ পারে নাই, কেহ পারিবেও না। বিমান তাহাকে কিছু দিতে পারে নাই, মুখের একটা স্নেহের কথা —তাহাও সে তাহাকে দিতে পারে নাই, তথাপি নীতা তাহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসে। সে যে মাতাল সে যে চরিত্রহীন, তাহা জানিয়াও নীতা তাহাকে একটু ঘৃণা করে নাই, কোনও দিন একটা কথা পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করে নাই। তাহার একটী আহ্বানে সে—যাহারা তাহার চিরপরিচিত, তাহাদের ত্যাগ করিয়া জন্মের মতই চলিয়া আসিয়াছে। এই প্রকৃত ভালবাসা অনুভব করিয়া বিমান হৃদয়ের মধ্যে সামান্য একটু শান্তি অনুভব করিল।

গৃহের দ্বার খুলিয়া বাহির হইতেই সে নীতার শান্ত শ্যাম মুখখানা দেখিতে পাইল। সে তখন কোমরে কাপড় জড়াইয়া উঠান ঝাঁট

দিতেছিল। বিমান বাহির হইবামাত্র তাড়াতাড়ি অঞ্চল খুলিয়া মাথায় তুলিয়া দিল, মৃদুকণ্ঠে বলিল "মুখ ধোবার জল এনে দি?"

বিমান বারাণ্ডার একপাশে বসিয়া পড়িয়া বলিল "দিয়ো'খন, আগে হাতের কাজ শেষ করে নাও।"

নীতা উঠান ঝাঁট দিতে লাগিল, বিমান তাহার দ্রুতগামী ঝাঁটার পানে চাহিয়া রহিল।

চোখ ফিরাইয়া নিজের পায়ের পানে নজর পড়িতে সে দেখিল একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা; আগে এটার দিকে তাহার চোখ পড়ে নাই। সে আপন মনে ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া দেখিল, পায়ে ক্ষত রহিয়াছে। কাল যে কখন সে পড়িয়া গিয়াছিল, কখন পা কাটিয়া গিয়াছিল, তাহা তাহার মনেই ছিল না। নিশ্চয়ই নীতার চোখে সে ক্ষতটা পড়িয়াছিল এবং সে ভিন্ন এত যত্ন করিয়া এ ব্যাণ্ডেজ আর কেহই বাঁধিয়া দেয় নাই।

গম্ভীর মুখে বিমান বসিয়া রহিল। নীতার উঠান ঝাঁট হইয়া গেলে সে তাড়াতাড়ি এক ঘটি জল, একটু খড়িমাটী গুঁড়া আনিয়া বারাণ্ডার উপর রাখিয়া বলিল "মুখ ধোও, তার পর আগে একটু জল খেয়ে নাও, কাল সমস্ত দিন রাতটা একটু জল পর্য্যন্ত মুখে দাওনি।"

বিমান উঠিল না, কথাও কহিল না।

নীতা বলিল "ওঠো, অমন করে ভাবছ কি?"

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিমান বলিল "ভাবছি অনেক কথা। আমার ভাবনার কি কিছু শেষ আছে নীতা? মাতালের ভাবনাও যেমন, পৈশাচিক আনন্দও তেমনি। মাতাল নিজেই যে পিশাচ।"

নীতা বলিল "তা যদি জানো, তবে মদ খাও কেন?"

বিমান হাসিল, তখনই অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া বলিল "খাই কেন তার মানে বুঝাতে পারব না আমি, তুমিও বুঝবে না। যাক, আমার পা বুঝি কাল কেটে গেছ্‌ল, তাই তুমি বেঁধে দেছ?"

তাহার মুখ-ভাব ও গম্ভীর কথা শুনিয়াই নীতা ভয় পাইয়া গেল, ইহাতে দোষের কারণ যে কি তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, বলিল "হ্যাঁ, আমিই বেঁধে দেছি।"

বিমান জিজ্ঞাসা করিল "আর মাথায় বালিস? সেটাও তুমি দেছ?"

নীতা বলিল "হ্যাঁ।"

বিমান বলিল "এ তোমার বেজায় অন্যায় কাজ হয়েছে নীতা। মাতাল যে, তাকে অতটা প্রশ্রয় দিলে তার যে পরকাল খাওয়া হয় তা বোধ হয় তোমার জানা নেই। মাতালের কত জায়গা কেটে যায়, কত ধূলোর 'পরে ঘাসের 'পরে তাকে পড়ে থাকতে হয়, তার কাটা জায়গা বাঁধতেও নেই, তাকে ভাল জায়গায় শুইয়ে তাকে বাতাস করা, কিম্বা তার মাথায় বালিস দেবারও দরকার নেই। মাতাল জেনে শুনেই মদ খায়, তাকে ঢের কষ্ট সইতে হবে। সে যখন কিছুতেই মদ ছাড়তে পারে না, বরং নেশা আরও বাড়ায় তখন তার সেবা করা একেবারেই অনুচিত। বুঝেছ নীতা, আর যেন আমার সেবা করতে যেয়ো না মদ খেয়ে আসলে। যতক্ষণ ভাল থাকব, ততক্ষণ সেবা কর, ভক্তি কর; কিন্তু মদ খেলে আমায় পিশাচ বলে ঘৃণা করে অনেক দূরে সরে যেয়ো তুমি, আমায় তখন যেন স্নেহ ভালবাসা দেখাতে যেয়ো না। সে সময়ও যদি স্নেহ পাই, তা হলে আমার মদ খাওয়ার শাস্তি বহন করা হয় না।"

নীতা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চোখের পাতা দুটি

জলে ভিজিয়া উঠিয়া চকচক করিতেছিল, পাছে বিমান দেখিতে পায়, সেই ভয়ে সে মুখ তুলিতে পারে নাই।

বিমান সরিয়া গিয়া মুখ ধুইয়া বসিল। নীতার পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কাল আমি তোমায় একটা টাকা দেছ্‌লুম কি নীতা ?"

নীতা মাথা নাড়িয়া বলিল "কই না, তুমি আমায় কিছুই তো দাওনি !"

মলিন মুখে বিমান বলিল "তবে সে সবই গ্যাছে। কাল আমি একশ টাকা পেয়েছিলুম হরিশ বাবুর কাছ হতে। দাদা আমায় দু হাজার টাকা দিছ্‌লেন মাত্র, সব টাকা খরচ হয়ে গ্যাছে, মাত্র এই টাকাটাই ছিল। কাল টাকা পেয়ে কয়টাকার মাত্র মদ খেয়েছি, আর সব কোথায় ফেলেছি ঠিক নেই। এখন কি হবে নীতা, কি করে সংসার চালাব ?"

নীতা প্রথমটা হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার পর স্বামীকে সাহস দিবার জন্য বলিল "তার জন্যে ভয় কি ?"

বিমান তাহার মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া বলিল "তুমি তো বললে তার জন্য ভয় কি, কিন্তু আমি তো সাহস পাবার মত কিছুই দেখছিনে ; কাল সকালে তুমি বলেছিলে সংসারের সব জিনিষ ফুরিয়েছে। এখন খাব কি তাই বল।"

নীতা বলিল "একটা চাকরী ঠিক করতে পারলে না ?"

বিমান একটু হাসিয়া বলিল "এইবার ঠিক কথা বলেছ। কিন্তু দেখ, অনাহারে শুকিয়ে থাকব, তবু চাকরী করতে পারব না। চাকরী করা যে কি তাই জানি নে, কেউ শেখায়ওনি আমায়, আঁর চিরটা কাল বসে

থেকে থেকে প্রকৃতিও হয়ে গ্যাছে বড় অলস, চাকরির কথা মনে করলে জ্বর আসে।"

নীতা শুষ্ক মুখে বলিল "তবে ?"

বিমান বলিল "দেখ যাক।"

নীতা বলিল "আমার হাতের এই চুড়ি কয়গাছা আছে আর গলার একছড়া হার আছে, যদি দরকার হয়—"

বাধা দিয়া বিমান বলিল "এখন তা থাক, পরে দরকার লাগবে যখন তখন নেব। আজ খাওয়ার মতন চাল আছে ঘরে ?"

নীতা বলিল "যা আছে তাতে এখন দিন তিনেক চলবে, কিন্তু—"

বিমান বলিল "যাক দিন তিনেকের জন্য আমি নিশ্চিন্ত। আবার কিন্তু কিসের নীতা ?"

নীতা অনিচ্ছার সহিত বলিল "তরকারী কিছু নেই।"

বিমান বলিল "তা না থাক শুধু ভাতই খাব নুন দিয়ে, তাতে আর কি। সে জন্য তোমার কিছু ভাবনা নেই নীতা। নাও, এখন কি খাবার আছে তোমার নিয়ে এসো, বড্ড খিদে পেয়েছে।"

নীতা তাড়াতাড়ী চলিয়া গেল, ক্ষণপরে খাবার ও জল লইয়া ফিরিল।

বিমান আহার্য্যের পানে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিল "আজ যে বড় পরিপাটী খাবার দেখছি নীতা ? লক্ষ্মী যাবার আগে একটু হাসি দেখিয়ে যাচ্ছেন বুঝি ?"

সে হাসিল, কিন্তু নীতার চোখে সে হাসি দেখিয়া জল আসিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইয়া বিকৃতকণ্ঠে সে বলিল "খাবার-গুলো কাল হাসি দিয়ে গেছ্‌ল।"

খাইতে খাইতে বিমান বলিল "কাল হাসি এসেছিল নাকি ?"

নীতা বলিব "হ্যাঁ, সে বিকেলে এসেছিল।"

বিমান বলিল "আমায় ডাকতে কেউ এসেছিল ও বাড়ী হতে ?"

নীতা বলিল "হ্যাঁ বড়দির ভাই ডাকতে এসেছিল, আমি তাকে বললুম—বাড়ী নেই, তাই শুনে সে চলে গেল।"

বিমান খাওয়া শেষ করিয়া বলিল "এখন আমি যাচ্ছি তবে ওবাড়ী।"

নীতা সভয়ে বলিল "না, এখন যেয়ো না। চারটি খেয়ে নিয়ে তার পরে বেরিয়ো, আমি বারণ করব না। এখন গেলে তুমি আর আসবে না। কালও তো এই আসছি বলে বেরুলে, ফিরলে তিনটের সময় মদ খেয়ে।"

বিমান একটু হাসিয়া বলিল "না, এ তিনটে দিন এখন কিছুতেই মদ খাব না তা ঠিক জেনো। আসছে কাল হাসির বিয়ে, পরশু বিকেলে তারা চলে যাবে। পরশুর পরের দিন আবার যা হয় তাই হবে, কিন্তু এ তিনটে দিন আমায় বিশ্বাস কোরো, আমি কিছুতেই মদ খাব না।"

সে চলিয়া গেল।

[২০]

মণি গাড়ী করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। তখন সন্ধ্যার পূর্ব্বমুহূর্ত্ত। আকাশের পশ্চিম দিক তখন লোহিত রাগে দীপ্ত, তাহারই লোহিতচ্ছটা আসিয়া ধরার গায়ে পড়িয়া সারা ধরাখানাকে রঙাইয়া তুলিয়াছে।

পথের ধারে জনতা জমিয়া গিয়াছিল, সে জনতা পথের উপরও আসিয়া পৌঁছাইয়াছিল, বাধ্য হইয়া মণির গাড়ী সেখানে দাঁড়াইল।

গাড়ীর মধ্যে মণি তখন চিন্তাস্রোতে নিমগ্না, কোনও দিকে সে এতক্ষণ চাহে নাই, এইবার গাড়ী থামিলে পর সে চোখ তুলিল। সামনে জনতা দেখিয়া বিস্মিত ভাবে সে খোলা দরজা দিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল।

জনতার কোলাহল কাণে আসিতেছিল। একটী বর্ষিয়সী মণির সম্মুখ দিয়া সদুঃখে বলিতে বলিতে যাইতেছিল "আহা, ভদ্দর লোকের ছেলে, ওর বাপ সহরের একটা নামজাদা লোক ছিলেন গা; ভাইকে না চেনে এমন লোক কেউ নেই, তার কিনা আজ এমন দুর্দ্দশা। এমনি করেই বাছা পড়ে আছে গা, আহা, কেন ওর কেউ নেই। ভাই আছে, ভাজ আছে, নিজের বউ আছে, সব থাকতে ও বেচারা কিনা পথে পড়ে মরে। ভাইকে খবর দিতে গেল, না হয় সেই যেন মফস্বলে গ্যাছে, ভাজ তো আছে, নিয়ে যেতে পারলে না?"

বকিতে বকিতে বৃদ্ধা মণির পানে চাহিয়া বলিল "অমনিই হয়ে থাকে গো। নিজের মা না থাকলে অমনিই হয়। থাকতো যদি মা এতক্ষণ পায়ে ছুটে আসত, মানের ভয় একটু করত না। সাত তাড়াতাড়ি মা গেল কাশী, মরেও গেল তেমনি শীগ্‌গির। সে থাকলে ছেলেটা এমন করে বয়ে যেতে পারত না গো, এমন লক্ষ্মীছাড়া হোত না। বিয়ে করেছে, তা বউতে কি তেমন করে টানে? ওই যে কথাতেই বলে—মা চায় পেটের দিকে, বউ চায় পকেটের দিকে। আহা বাছারে—"

মণির মন সন্দেহে ভরিয়া উঠিল, সে জিজ্ঞাসা করিল "কে মা, কার কি হয়েছে?"

বৃদ্ধা হাত নাড়িয়া বলিয়া উঠিল "ওই যে গো, উকিল বাবুর ভাই,

দূর ছাই, নামটা মনেও থাকে না, কি বিমান না ফিমান। মদ খেয়ে পড়ে গ্যাছে, কিসের উপরে পড়েছে কে জানে, মাথা ফেটে রক্তারক্তি। তা বাছা, এত লোক রয়েছে, সবাই মজা দেখছে, কেউ কি মাথাটাও একটু বাঁধে, না ডাক্তার ডাকে? সব জটলা করছে আর মজা দেখছে। যদি নিজের কারও হোতো, দেখতে বাছা, এতক্ষণ সব মাথাব্যথা পড়ে যেতো।

বিমান—নামটা মণির বুকে বজ্রাঘাত করিল, সে একলম্ফে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল।

ভৃত্য পিছনে ছিল, বিস্মিত হইয়া বলিল "আপনি কোথা যাচ্ছেন?"

"কোচম্যানকে নিয়ে তুই আমার সঙ্গে আয়।"

ত্রস্তপদে সে ভিড় ঠেলিয়া প্রবেশ করিয়া দেখিল, যথার্থই সে বিমান বটে। হতভাগ্য উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে, স্থানটা রক্তে ভাসিয়া গেছে। তখনও তাহার মাথা হইতে রক্ত পড়িতেছে। তাহার মুখখানা কাত হইয়া পড়িয়াছিল। কি মলিন বিবর্ণ সে মুখখানা, ঠিক শবের মতই হইয়া গিয়াছে। রক্তধারা গণ্ডের উপর দিয়া বহিয়া গেছে, সে চিহ্ন স্পষ্ট দেদীপ্যমান।

মণির হৃদয় হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, অন্তরে কে ডাকিয়া বলিতে লাগিল—"প্রিয়তম দেবতা আমার, এই দুর্দ্দশা তোমার, এত শাস্তি তোমার।"

সজল চোখ সে চারিদিকে ফিরাইয়া দেখিল, সকলের বিস্মিত চক্ষু তাহার উপর নিপতিত। তাহাকে সেখানে দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল।

এই লোকগুলার উপর রাগে তাহার গা জ্বলিয়া যাইতেছিল। কি

স্বার্থপর হৃদয়হীন লোক ইহারা ; কেবল মজা দেখিতে জানে, কাহারও উপকারের জন্য একটা অঙ্গুলি উত্তোলন করিতে ইহারা প্রস্তুত নহে।

মণি ভৃত্যের পানে চাহিয়া আদেশ করিল "একে উঠিয়ে গাড়ীতে নিয়ে চল।"

সাহায্য করিবার জন্য তখন অনেকেই অগ্রসর হইয়া পড়িল। মণি ঘৃণাপূর্ণনেত্রে তাহাদের পানে চাহিয়া বলিল "ধন্যবাদ, কারও সাহায্যের দরকার নেই, আমার কোচম্যান, চাকর আছে, দুজনে বিমান বাবুকে বয়ে গাড়ীতে নিয়ে যেতে পারবে।"

ভৃত্যের পানে চাহিয়া বলিল "উঠাও।"

ভৃত্য কোচম্যানের সাহায্যে বিমানকে বহিয়া গাড়ীতে তুলিল। মণির আদেশে উপরের আচ্ছাদন ফেলিয়া দিয়া সে ডাক্তার ডাকিতে ছুটিল, কোচম্যান গাড়ী হাঁকাইল।

দাসী ও কোচম্যানের সাহায্যে মণি বিমানকে আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল, তখনও সে মূর্চ্ছিত, ক্ষতস্থান হইতে তখনও বিন্দু বিন্দু রক্তস্রাব হইতেছিল।

সেই সময়েই ডাক্তারও আসিয়া পড়িলেন। ক্ষতস্থলে ঔষধ দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া, মণিকে সাহস দিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। মণি বিমানের মাথার শিয়রে বসিয়া রহিল।

হায়, কে জানে বিমান এখনও এরূপ অত্যাচার করিয়া থাকে? যে দিন বিমান কাশী হইতে ফিরিয়াছিল, সে দিন সে বাড়ী ছিল না। মলিনার শিষ্যা সে, মলিনার বাগানবাড়ী এখন তাহার একমাত্র আরাম-দায়ক স্থান। বাড়ী ফিরিয়া আসিতে দাসী সব কথাই বলিয়াছিল,

কেবল মদ খাওয়ার কথাটা বলে নাই, কারণ তাহা হইলে তাহার নোট লওয়ার কথা প্রকাশ হইয়া যায়।

মণি দুদিন বিমানের খোঁজও লইয়াছিল। শুনিয়াছিল, সে স্ত্রীকে বাড়ী আনিয়া সংসারী হইয়াছে। কথাটা শুনিয়া সে বেশ একটু আনন্দ পাইয়াছিল, কারণ সে বাস্তবিকই ইহা চায়। যাহাকে ভালবাসা যায় তাহার উন্নতিই প্রার্থনা করা যায়, তখন আত্মসুখের পানে দৃষ্টি থাকে না। মণি নিজের সুখ প্রার্থনা করে নাই, সে চায় বিমান ভাল হোক, বিমানকে লোকে প্রশংসা করুক, সেই প্রশংসা দূর হইতে শুনিয়া মণি আনন্দিত হইবে, মণি শান্তি পাইবে। বিমান যে ভাল হইয়াছে, বিমান যে সংসারী হইতে পারিয়াছে, তাহার অভাগিনী স্ত্রী যে তাহার কাছে আশ্রয় পাইয়াছে, ইহার জন্য সে ভগবানের কাছে মাথা নোয়াইয়া প্রার্থনা করিয়াছিল—তাই হোক দেবতা, সে সুখী হোক, সে ভাল হোক।

নিজে যে কয়েকদিন মাত্র তাহাকে কাছে পাইয়াছিল, তাহাকে তৃপ্তি দিতে পারিয়াছিল, ইহাই গভীর তৃপ্তির বিষয় ছিল। নিজের জন্য সে একটুও দুঃখিত ছিল না ; সে জানে এ জন্মে তাহাকে কঠোর তপস্যা করিতে হইবে, যাহাতে পরজন্মে সে নিজে অতি নিকটে বিমানকে পায়, মাঝখানে আড়াল দিতে কেহ না থাকে।

মূর্চ্ছিত বিমানের মুখের পানে চাহিতে চাহিতে তাহার চক্ষু দিয়া দরদর করিয়া অশ্রুধারা ঝড়িয়া পড়িতেছিল। মণির বিশ্বাস এমনি করিয়াই ভাঙ্গিয়া দিতে হয় গো? মণি যে কত আয়াসে চঞ্চল হৃদয়-স্রোতের চারিদিকে বাঁধ দিয়াছিল, সে বাঁধ তুমিই ভাঙ্গিয়া দিলে নিজের হাতে? এত মাতাল—এত আত্মহীন তুমি?

সমস্ত রাত্রি মণি উৎকণ্ঠায় ঘুমাইতে পারে নাই। রাত্রিতে আরও একবার সে ডাক্তার বাবুকে আনিয়াছিল, তিনি দেখিয়া গিয়াছেন, অভয় দিয়া গিয়াছেন, তবু তাহার ভয় যায় নাই। যদি কিছু হয়—উঃ, কি ভয়ানক কল্পনা সে। বিমানের যদি কিছু হয়, মণি বাঁচিবে কি করিয়া? বিমান চলিয়া যাইবে, সে পড়িয়া থাকিবে? ভগবান, বিমানকে বাঁচাও, তাহাকে রক্ষা কর।

ভোরের আলো তখনও ধরার গায়ে ভাল করিয়া ছড়াইয়া পড়ে নাই, তখনও গাছের পাতার আড়ালে, নিকুঞ্জবনে নীলাকাশের কোলে উড়িয়া যাইতে যাইতে পাখী গান গাহিয়া উঠে নাই। দেয়ালে ল্যাম্পটা তখনও তেমনি উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতেছিল, তাহার উজ্জ্বল কিরণ মুক্তভাবেই আসিয়া পড়িয়াছিল বিমানের বিবর্ণ মুখখানার উপর। মণি সারারাত বসিয়া বসিয়া এখন কাত হইয়া হাত দুখানার মধ্যে মুখখানা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

বিমান একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া চাহিল। এ কোথা সে, এ কোন্ ঘর? বার বার সে চোখ মুছিল, আবার চাহিল, কিন্তু না, এতো তাহার সেই পর্ণকুটীর নহে, এ যে সুন্দর সুসজ্জিত কক্ষ। সে যে শয্যায় শুইয়া আছে এ তো তাহার সেই দীন শয্যা নয়, এ যে বড় নরম বড় শুভ্র। তাহার গৃহে জ্বলে প্রদীপ, অতি ম্লান তাহার আলো, এ যে উজ্জ্বল শুভ্র আলো, দিবালোকের ন্যায় গৃহের প্রত্যেক জিনিসের উপর গিয়া পড়িয়া সব গুলিকেই উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

বিমান উঠিতে গেল, কিন্তু শরীর বড় দুর্ব্বল, সে যে নড়িতেও পারে না। যন্ত্রণায় অস্ফুট একটা আর্ত্তনাদ করিয়া সে মাথা ফিরাইল।

সদা সতর্ক মণির ঘুমাইয়াও শান্তি ছিল না, বিমানের সে অস্ফুট স্বরটা

কাণে পশিবামাত্র সে উঠিয়া বসিল, তাড়াতাড়ি বিমানের মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। এই যে বিমান চাহিয়া রহিয়াছে, সে চোখে তাহার বিস্ময়-দৃষ্টি।

আনন্দে উচ্ছ্বসিত মণি বলিয়া উঠিল, "এই যে জ্ঞান হয়েছে তোমার। বিমান—অমন করে তাকিয়ে আছ কেন. আমায় চিনতে পারছো না, আমি মণি

বিমান একটি নিঃশ্বাস ফেলিল, মৃদুকণ্ঠে বলিল "আমায় কে আনলে এখানে মণি?"

মণি বলিল "আমি এনেছি তোমায়।"

বিমান বলিল "আমার কি হয়েছিল?"

তখনি মনে পড়িয়া গেল। অত্যন্ত মাতাল হইয়া সে জনৈক বারাঙ্গনার বাড়ী হইতে নিজের বাড়ী চলিয়াছিল, পথে গাড়ীর ধাক্কা লাগিয়া পড়িয়া যায়। মণির বাড়ী আর সে আসে নাই, আসিতে সাহসও হয় নাই, তাহাকে আর বিশ্বাসও ছিল না, অথচ তাহাকে সামনা সামনি দেখিলে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেও হয়।

মণি তাহার কথার উত্তরে বলিল "তুমি পথে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে। আমি গাড়ী করে আসতে অনেক লোক সেখানে দেখলুম, শুনতে পেলুম তুমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছ। তখন আমি গিয়ে তোমায় তুলে আনলুম।"

মৃদুকণ্ঠে বিমান বলিল "কেন আনলে মণি? তোমার এ কাজের জন্য আমি তোমার একটুও প্রশংসা করতে পারছি নে। কেন আমায় বাঁচালে মণি, কেবল আমার মাথায় আরও বোঝা চাপিয়ে দেবার জন্যেই নয় কি? আমি শীগ্‌গির মরতে পারলে আমারও ভাল পৃথিবীরও ভাল।

পৃথিবীর বুক হতে আমার মত লোক যত শীগ্‌গির সরে যায় ততই ভাল।”

মণি স্থিরনেত্রে তাহার পানে তাকাইয়া ধীরস্বরে বলিল “তুমি তাই বলতে পার বটে, কিন্তু আমি তা বলতে পারি নে। আমি যদি তোমার মত হতুম, তুমি আমায় ফেলে রেখেই চলে যেতে, আমার পানে ফিরেও তাকাতে না। ভগবানকে ধন্যবাদ, তিনি তোমার মত কঠোর মন আমায় দেন নি। যাক, বেশী কথা বল না, ডাক্তার বলেছেন, যেন বেশী কথা না বলতে দেওয়া হয় তোমায়। খিদে পেয়েছে—কিছু খাবে ?”

বিমান বলিল “কিছু খেতে ইচ্ছে নেই।”

মণি বলিল “না, অতিরিক্ত রক্তপাতে তোমার শরীর বড্ড দুর্ব্বল হয়ে গ্যাছে। ডাক্তার বাবু বলেছেন, হর্লিক্স খাওয়াতে, আমি রাত্রেই হর্লিক্স আনিয়ে ষ্টোভ ঠিক করে রেখেছি। একটু শোও তুমি, এক্ষুণি আমি তৈরী করে দিচ্ছি।”

তাড়াতাড়ি সে বিছানা হইতে নামিয়া ষ্টোভ জ্বালাইয়া হর্লিক্স তৈয়ারী করিতে বসিয়া গেল।

বিমান তাহার অনিন্দ্য-সুন্দর মুখখানার পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। মণি হর্লিক্স তৈয়ারী করিয়া আনিল, চামচ দিয়া নাড়িতে নাড়িতে বলিল “এইটুকু খেয়ে নাও দেখি, শরীরে অনেকটা বল পাবে’খন, কথা বলতে অতটা কষ্ট হবে না।”

বিমান ক্লিষ্টস্বরে বলিল “না মণি, আমি খাব না।”

মণি টুলখানা সরাইয়া আনিয়া তাহার উপর বাটীটা রাখিয়া বিমানের মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া অনুনয়ের সুরে বলিল “না, তা হবে না,

লক্ষ্মীটী, আমার মাথা খাও, একটুখানি খেয়ে নাও। বেশী না, একটু, আমি তোমায় খাইয়ে দিচ্ছি, তোমায় কিছু করতে হবে না।"

বিমান আর আপত্তি করিতে পারিল না।

সে কয়েক চামচ হর্লিক্স বিমানকে খাওয়াইয়া দিল, তাহার পর নিজের অঞ্চলে সযত্নে তাহার মুখখানা মুছাইয়া দিয়া বলিল "এবার শান্ত হয়ে ঘুমাও দেখি আর একটু, বেশ ভাল হয়ে যাবে'খন।"

বিমান বলিল "আর ঘুম হবে না মণি, খুব ঘুমিয়েছি।"

মণি বলিল "আমি মুখ ধুয়ে আসছি, তুমি উঠো না যেন, আবার রক্ত ছুটতে পারে মাথা দিয়ে। যখন ডাক্তার বাবু এসে মত দেবেন উঠবার তখন উঠতে পাবে। লক্ষ্মীটি, আমার মাথা খাবে যদি ওঠো"

তখন বেশ ফর্সা হইয়া আসিয়াছিল, মণি আলো নিভাইয়া দিয়া দরজা খুলিয়া দিল, চারিদিককার জানালা খুলিয়া দিয়া সে চলিয়া গেল।

জানালার পাশেই চামেলি ফুলের গাছটি, তাহাতে থরে থরে ফুল ফুটিয়া আছে। প্রভাতের মৃদুবহমান বাতাসে অনেকখানি গন্ধ ভাসিয়া গৃহমধ্যে আসিয়া পড়িল। একটা ফুল গাছের ডাল নীচু হইয়া পড়িয়াছে, একটা দোয়েল সেই ডালটীর উপর বসিয়া মধুর শীষ দিতেছিল।

বিমান আগে দিনকতক যখন এ বাড়ীতে ছিল, প্রত্যহ এই ডালটীর উপর বসিয়া এই পাখীটি এমনি করিয়াই গান গাহিত। আজও সে তাহার সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে বসিয়া গান গাহিতেছিল। জানালা খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে আগেকার মতই তাহার গান আসিয়া বিমানের কানে বাজিল বিমান নিস্পলকে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

হায়, কত সুখী ওই ক্ষুদ্র পাখীটি, কি আনন্দে সে গান গাহিতেছে। ভগবান যদি বিমানকে মানুষ না করিয়া পাখী করিতেন, সেও অমনি

করিয়া মনের আনন্দে নীলাকাশের তলে গাছের ডালে বসিয়া অথবা শূন্যে উঠিয়া গান গাহিতে পারিত। ভগবান কেন বিমানকে মানুষ করিলেন?

মণি সে দিন তাহাকে মোটে উঠিতে দিল না। তাহার চিত্তকে প্রফুল্ল রাখিবার জন্য নানা বই পড়িয়া শুনাইতে লাগিল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল, গৃহে আলোক জ্বলিয়া উঠিল। মণি তখন পূজার গৃহে গিয়াছিল, বিমান একা বিছানায় পড়িয়াছিল।

সান্ধ্যাহ্নিক সমাপ্তে একখানা বই লইয়া প্রসন্নমুখে মণি কক্ষে প্রবেশ করিল। বিমান বলিল "কোথা গেছ্‌লে মণি?"

মণি মিথ্যা কথা বলিল, বলিল "লাইব্রেরী ঘরে বই বাছ্‌ছিলুম। নভেল নাটক্ তো ঢের পড়েছ, এখন এই জ্ঞানযোগখানা শোন দেখি, শিখবার মত ঢের বিষয় আছে এতে।"

বিমান হাসিল "আর কি জ্ঞানলাভ করবার বয়স আছে আমার মণি? জ্ঞান যার হয় তার পাঁচ বছরেই হয়, যার হয়না তার কোন কালেই হয় না। ও বই আমার মত লোকের জন্যে লেখা হয় নি, আমার কাছে ও বই এনো না। তুমি অসীম জ্ঞানলাভ কর মণি, তোমার ইচ্ছা আছে, আমার ইচ্ছা নেই।"

মণি একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বইখানা রাখিয়া দিয়া বিমানের পার্শ্বে বসিয়া পড়িল, তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিল "তোমার ইচ্ছে না হয় পড়ব না, তুমি শুনো না। গা টা একটু গরম হয়েছে দেখছি। ডাক্তার বাবু আসবেন কখন? সেই সকালে একবার এসেছিলেন, আর দেখা নাই।"

বিমান বলিল "অনর্থক কেন তোমার সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করছ মণি?

আমার চেয়ে ঢের অভাগা আছে, এ অর্থ তাদের দিলে তোমার পুণ্য হোতো। এতে তোমার কিছুমাত্র পুণ্য সঞ্চয় হবে না।”

মণি ভাঙ্গাকণ্ঠে বলিল “আমি তো পুণ্যের জন্যে আমার সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করতে চাই নে। যেখানে যখন আমার প্রাণ কাঁদে, আমি সেখানে তখন আমার অর্থ ব্যয় করে যাই। আমার প্রচুর অর্থ আছে, আমার মায়ের আজীবন সঞ্চিত অর্থ পেয়েছি, নিজেও এ যাবৎ অর্থ সঞ্চয় করেছি।”

বিমান পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলিল “আমার জন্যে তোমার একটা পয়সাও ব্যয় করাতে আমি রাজি নই। আর বাস্তবিক ভেবেও দেখ, কি অধিকার আছে আমার নেবার? তুমি যে আমায় এত দিয়েছ, এখনও দিচ্ছ, আমি তোমায় কি দিতে পারছি? আমি এখন বিবাহিত, আমার স্ত্রী আছে সেটা মনে ভেবে রেখো মণি। আমায় পাবার আশা তোমার বিন্দুমাত্র নেই।”

মণি কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিল “আমি তোমার কাছে কোনদিনই কিছু চাইনি। তুমি নিজে আমায় যা দেছ, তা আমার কল্পনারও অতীত। কোনদিন কিছু চাইবও না তোমার কাছে। তুমি সুখী হও, তুমি সংসারি হও, এই আমার প্রার্থনা। আমায় সে রকম স্বার্থ-পর ভেবো না বিমান; সেবার অছিলায় তোমার স্ত্রীর কাছ হতে তোমায় বিচ্ছিন্ন করবার জন্য তোমায় আমি আমার বাড়ীতে আনিনি। তোমায় এনেছি আমার কর্ত্তব্যের জন্যে। যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি ততক্ষণ তোমায় সোজা পথে চালাবার জন্যই চেষ্টা করব, তুমি মন্দ কাজ করলে তোমায় কঠোর শাসনও করব। তোমায় আমি এনেছি, তুমি সুস্থ হলে আমিই তোমায় রেখে আসব তোমার বাড়ীর দুয়ারে।”

বিমান খানিক নীরব হইয়া রহিল, তাহার পর বলিল "না মণি, তুমি আমার 'পর ও রকম করে দৃষ্টি রাখলে হবে না। আমি যদি প্রাণে নিয়ত তোমার আকর্ষণ অনুভব করি, তাহলে স্থির হয়ে থাকব কি করে?"

মণি স্থির দৃষ্টি তাহার উপর ন্যস্ত করিয়া বলিল "তা হলে তুমি কি করতে বল আমায়?"

বিমান সে দৃষ্টি সহিতে না পারিয়া মুখ ফিরাইল, বলিল আমার কথা একেবারেই ভাবতে পারবে না তুমি। আমি আছি কি মরে গ্যাছি সে খোঁজও নিতে পারবে না।"

মণির বুক ফাটিয়া কান্না বাহির হইয়া পড়িতেছিল, সে সেই উচ্ছ্বসিত কান্নাকে দমন করিয়া সংযত কণ্ঠে বলিল "বড় নিষ্ঠুর আদেশ এটা।"

বিমান বলিল নিষ্ঠুর কিসে? আমার যাতে ভাল হয় তাই তুমি যদি প্রার্থনা কর, তবে এ কথাটাকে নিষ্ঠুর বলবে কেন?"

মণি বলিল "তোমায় যদি বিশ্বাস করতে পারতুম তোমার আদেশ বিনা আপত্তিতে মাথায় নিতুম। তোমায় বিশ্বাস করবার পথ তুমি রেখেছ কি? তুমিই না বলেছিলে সৎ হবে, স্ত্রীকে নিয়ে সংসারী হবে। এই তোমার সৎ হওয়া—পথে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে মাথা ফাটিয়ে পড়েছিলে না? আমি তোমায় সৎপথে ফিরতে বলি, তাই আমার কাছ এড়িয়ে চলতে চাও তুমি, আমি বালিকা নই বিমান, আমি তোমায় খুব চিনেছি, খুব বুঝেছি। তুমি আমার এ পথে আর এস না, সে ভালই, কিন্তু তোমার চরিত্র তুমি সংশোধন করতে পেরেছ কিনা তাই আমার সন্দেহ হয়। আমায় এখান হতে দূর করতে পারলে তুমি ভারি নিশ্চিন্ত হও, তা হলে আর কেউ তোমায় দেখতে থাকে না, আর কেউ একটা কথা

বলতে থাকে না। মনে ভেব না, তোমার বাড়ীর খবর জানতে আমি উদাসীন, তোমার স্ত্রীর পরিচয় আমি পাইনি। সে সব খবর নেছি। তোমার স্ত্রী, সে মূক কিশোরী মাত্র, গোপনে সে তোমায় পূজা করে যায়, তোমায় একটা বলবার তার সাহস নেই। তুমি তাকে যা বুঝাও সে তাতেই সন্তুষ্ট থাকে, তার বেশী আর সে কিছু বোঝে না, বুঝতে চায়ও না। তোমার বউদির কথা বলে কাজ নেই। কেউ তোমায় বাধা দিতে নেই; বাধা দিতে, কথা বলতে আছি আমি, তাই তুমি আমায় যা তা বুঝিয়ে নিরস্ত করতে চাও। কিন্তু না বিমান কিছুতেই না এজীবন থাকতে আমি তোমার দিক হতে চোখ ফিরাব না। যদি দেখি সত্যই তুমি সৎ হয়েছ, তখন আলাদা কথা, তখন আপনিই আমি তোমার পথ ছেড়ে যাব। তার আগে কিছুতেই নয়—তা জেনো।

বিমান চুপ করিয়া রহিল, মণিও চুপ করিয়া তাহার ললাটের উপর হাতখানা রাখিয়া বসিয়া রহিল। গাছের উপর বসিয়া দোয়েল পাখীটি তখনও তেমনি মধুর সুরে গান গাহিতেছিল, ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছিল। মণি একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া চাহিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল—ওই সুখী।

[২১]

সে দিন ভোর হইতেই বিমান বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইয়াছিল। নীতা অন্যদিনের মত অনেক বেলায় রন্ধন শেষ করিয়া তাহার জন্য বসিয়াছিল, কিন্তু সমস্ত দিনমানটা কাটিয়া গেল, বিমান ফিরিল না।

নীতা অত্যন্ত ছটফট করিয়া একবার ঘর একবার বার করিতে

লাগিল। কই, কোন দিন তো এরূপ হয় না, কোন দিন তো বিমান সারাদিন কোথাও পড়িয়া থাকে না, বৈকালের অনেক আগেই যে সে ফিরিয়া আসে। তবে কি কোথাও মদ খাইয়া বেহুঁসে পড়িয়া আছে? পথে আসিতে আসিতে যদি পড়িয়া যায়, গাড়ী ঘোড়া অবিরাম পথে চলিতেছে, যদি কিছু হয়?

না, নীতা আর যে ভাবিতে পারে না। তাহার কপাল ঘামিয়া উঠিয়াছিল, অঞ্চলে কপাল মুছিয়া সে বাহিরের ভেজানো দ্বারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

পথ দিয়া কত লোক যাতায়াত করিতেছে কিন্তু বিমান কই?

সন্ধ্যার তরল অন্ধকার ধীরে ধীরে আকাশের গা বাহিয়া ধরাগাত্রে নামিয়া আসিতে লাগিল, পথে পথে লাইট জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু কই, সে তো আসিল না।

নীতা ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কে আছে তাহার, কাহাকে সে স্বামীর সন্ধানে পাঠাইবে? মনে হইল বড় ঠাকুরের বাড়ী চাকর আছে, পাচক আছে, তাহারা কেহ কি খোঁজটা আনিয়া দিবে না?

কিন্তু বড় ঠাকুর বাড়ী থাকিলেও হইত, বড়দি অথবা তাঁহার মাতা যে স্বভাবতঃ কত তাহাদের ভালবাসেন তাহা সে জানিত। তাঁহারা কি চাকর অথবা পাচক ব্রাহ্মণকে সেই দুইচক্ষের শূল বিমানের সন্ধানে পাঠাইবেন?

নিজের দীনতাটা মনে জাগিয়া উঠাতে নীতা দমিয়া গেল। কিন্তু না, তবু তাহাকে উঠিতে হইল। দরজার শিকল তুলিয়া দিয়া সে বাগানের মধ্য দিয়া বিমলের বাড়িতে গিয়া পড়িল।

অনু বিস্ময়কণ্ঠে বলিল "কি গা ছোট বউ, হঠাৎ এখানে? ও কি কাঁদছ কেন, কি হয়েছে?"

নীতা তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া বলিল "না, কিছু হয়নি, একটা দরকারে এসেছি তোমার কাছে।"

"দরকার—আমার কাছে?"

অনু চোখ ফিরাইয়া লইয়া আবার মেসিন চালাইতে লাগিল। সে জানিত, কয়েকদিন আগে বিমান তাহার একমাত্র সম্বল একশত টাকা মদ খাইয়া কোথায় হারাইয়া ফেলিয়া আসিয়াছে। তাহাদের গৃহের দৈনন্দিন ব্যাপারটিও তাহার নিকট গোপন ছিল না। দম্পতি যে কোন দিন শাক ভাত, কোন দিন নুন ভাত খাইয়া দিন কাটাইতেছে তাহাও সে জানিত। বিমানের উপর সে ও নীরদা বরাবরই অসন্তুষ্ট ছিলেন, হাসির বিবাহের সময় সে বা নীতা এ বাড়ীতে জলস্পর্শও করে নাই, ইহাতে অনলে ঘৃতাহুতি দিয়াছিল। আজ নীতা যে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিয়াছে সেই মান খোয়াইয়া, তাহাতে অনুর একটুও সন্দেহ ছিল না। সে মুখখানা অত্যন্ত গম্ভীর করিল, কিছুতেই না, এক পয়সা সাহায্য করা হইবে না।

নীতা তাহার সে গম্ভীর ভাব খেয়ালে আনিল না, স্বামীর চিন্তাতেই সে তখন অস্থির। গদগদকণ্ঠে বলিল "হ্যাঁ, দিদি, দরকার তোমারই কাছে, তুমি ভিন্ন আমার এ বিপদে রক্ষা করতে আর কেউ নেই।"

অনু মনোভাব গোপন করিয়া বলিল "দরকারটা কি শুনি?"

নীতা কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিল "আজ সেই ভোর বেলা তোমার দেওর বাড়ী হতে বেরিয়েছে, এত রাত হল, এখনও তিনি ফিরে আসেন নি। আমি তাঁর জন্যে এতক্ষণ পর্য্যন্ত বসে থেকে—"

তাহার কণ্ঠ কাঁপিতে লাগিল, তাড়াতাড়ি মুখ নত করিয়া সে চোখ দুইটা ভাল করিয়া মুছিয়া ফেলিল।

অনু বলিল—অবশ্য খুব শান্তকণ্ঠে "তা আমি কি করব বোন? আমার কাছে এসেই বা কি ফল? আমার বাড়ী ঠাকুরপো নেই যে তুমি বলবামাত্র এক্ষুণি পাঠিয়ে দেব।"

মর্ম্মাহত হইয়া নীতা বলিল "আমি তা বলছিনে দিদি। তোমার বাড়ী যদি থাকতেন তিনি, আমার এত মাথা ব্যথার দরকারটাই বা ছিল কি? তাঁর স্থান তো তুমি জান দিদি, তিনি কি তেমনি লোক যে ভাল যায়গায় থাকবেন? দিদি, তোমার পায়ে পড়ি, যদি তুমি দয়া করে একটা চাকর পাঠিয়ে খোঁজটা নাও। আমার কেউ নেই যে পাঠাব।"

অনুকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নীতা একটু স্বামী-নিন্দাও করিয়া ফেলিল, কিন্তু অনু ভিজিল না, অপ্রসন্ন মুখে বলিল "হ্যাঁ ভাই ছোট বউ, তারা চাকরী করতে এসেছে বলে তাদেরও কি একটু আরাম থাকতে পারে না? সারাদিন খেটেখুটে এই রাত্তিরে একটু জিরাতে বসেছে তারা, এখন কোথায় খুজতে যাবে—কার বাড়ী বল তো?"

নীতা তাহার পা দুখানা চাপিয়া ধরিল, রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "তোমার পায়ে পড়ি দিদি, আমি বড় অভাগিনী, আমার পানে একটু চাও। তোমার হুকুম পেলে তারা এখনি যাবে, যেখানেই হোক, যেতে তারা একটু আপত্তি করবে না। একটু বল দিদি, একটু বল তাদের, একটু তোমার দেওরের কথা ভাব। সে যে রকম মাতাল, কোথায় মদ খেয়ে পড়ে আছে, কি হয়েছে তার ঠিক নেই। আমি বেশ বুঝতে পারছি,

তার কোন বিপদ হয়েছে, নইলে আমার মন এমন করে কাঁদবে কেন? দিদি, তোমার পায়ে পড়ি—"

অনু পা টানিয়া লইল "ওকি ভাই ছোট্ট বউ, এমন করে পা ধরতে আছে কি? ছি, ছেড়ে দাও, পা ধোর না।"

"কি লা অনু—কি করছিস, কার সঙ্গে কথা বলছিস এত রাত্রে?"

নীরদা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া নীতাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইলেন, "এত রাত্রে তুমি যে বাছা?"

তিনি আসিতেই নীতা সোজা হইয়া উঠিল, মাথার কাপড়টা ভাল করিয়া টানিয়া দিয়া সে মুখ নত করিল।

অনু বলিল "ও ছোট ঠাকুরপোর খোঁজ করবার জন্যে এসেছে।"

নীরদা ভ্রুভঙ্গ করিয়া বলিলেন "বিমানের? কেন, কোথা গ্যাছে?"

অনু মুখ কুঞ্চিত করিয়া বলিল "আবার কোথা যাবে। তার যাবার জায়গা কোথা তা জান তো, তবে আবার জিজ্ঞাসা করবার দরকার?"

নীরদা গালে হাত দিয়া বলিলেন "ওমা, এখনও সে এমন বদ চালে বেড়ায়? ছি ছি, ঘেন্না ধরালে গা? এদিকে এত দর্প, এত তেজ, সব মিথ্যে? ওকি ভাল হতে পারে কখনও? তা বাছা, আবার এমনি করে কেঁদে আসতে একটু লজ্জা করছে না? হাঁসির বিয়ের দিনে হাত ধরে টানাটানি—চারটি খেয়ে যাও, তখন বড় মুখ বেঁকিয়ে উত্তর দিলে—তাঁর আদেশ নেই। বলি হ্যাঁ গা, তাঁর আদেশ না নিয়ে আবার খোসামোদ করতে এসেছ তাঁর জন্যে, তাতে তিনি রাগ করবেন না?"

বাস্তবিক হাসির গাত্রহরিদ্রার দিন হইতেই তিনি এ রাগটা মনে

রাখিয়াছিলেন, বিবাহের দিনে রাগটা আরও বাড়িয়াছিল। আজ দিন পাইয়া তিনি রাগটা বেশ করিয়া ঝালাইয়া প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন।

অপমানে নীতার মাথা আরও নুইয়া পড়িল। সে যদি গৌরবর্ণা হইত, তাহার সমস্ত মুখখানা বোধ হয় লাল হইয়া উঠিত, কিন্তু বিধাতা তাহাকে কালো করিয়া গড়িয়াছেন, কাজেই তাহার অপমান লজ্জার আভা বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ে নাই।

মাতার দিকে ফিরিয়া অনু চোখ টিপিল। মাতা কন্যার ইসারা না বুঝিতে পরিয়া বলিলেন "নিজের খুড়ো খুড়ি, তোমরাই কি না এমনি করলে, এতে আর মনটা ভাল থাকে কার বল তো বাছা? শুধু আমরা বলে নয়, তোমার ভাসুরের মন পর্য্যন্ত এতে বিগড়ে গ্যাছে। তা—

অনু প্রচণ্ড এক তাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল "হয়েছে, হয়েছে, যাও এখন, মিথ্যে আর বকতে হবে না কতকগুলো।"

মা অবাক হইয়া খানিক কন্যার পানে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহাকে অনু যে প্রকারান্তরে মিথ্যাবাদী বলিল, ইহা মনে করিয়া তিনি গর্জ্জিয়া উঠিলেন "বটে লা বটে, আমি মিথ্যে কথা বলছি—না? বিমল কি সত্যি রাগ করেনি, সে কি বলেনি—"

বাধা দিয়া অনু বলিল হ্যাঁ—হ্যাঁ, বলেছে—বলেছে। তুমি যাও মা, তোমার নিজের কাজ কর গে।

নীরদা রোষপূর্ণ দৃষ্টিতে অনুর পানে চাহিয়া চলিয়া গেলেন।

নীতা এতক্ষণ নতমস্তকে বসিয়াছিল, তাহার চোখ দিয়া টপ টপ করিয়া কয়েক ফোঁটা জলও ঝরিয়া পড়িয়াছিল। সে চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। অনু জিজ্ঞাসা করিল "চললে নাকি?"

ভাঙ্গা সুরে নীতা বলিল "কেন দিদি, আরও কি কিছু বলবার মত

আছে ? তোমরা আত্মীয় বলেই তোমাদের কাছে এই সাহায্যটুকু নিতে এসেছিলুম, নচেৎ তো আসতুম না, আসবার কোন দরকারও ছিল না দিদি, আমার স্বামীকে তোমরাই খাবার কথা বলে অপমান করেছিলে, তিনি তাই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, আর কখনও এ বাড়ীতে খাবেন না। তিনি মাতাল হোন, আর চরিত্রহীন হোন, তবু আমি এ বলে গর্ব্ব করতে পারি, তিনি প্রতিজ্ঞায় অটল, তিনি কিছুতেই নিজের জেদ ছাড়বেন না। আমি এ টুকুর জন্যে নিজেকে গর্ব্বিত মনে করতে পারি, আমি সেই প্রতিজ্ঞায় অটল লোকের স্ত্রী। দিদি, আর না, যথেষ্ট হয়েছে। আজ আমি যথার্থই মনে করে যাচ্ছি আমাদের কেউ নেই, জগতে আমরা এমনই ভাবে বাস করব, তারপর চলে যাব।”

বিবর্ণ মুখে অনু বলিল “আমাদের সম্পূর্ণ দোষ দিয়ো না ভাই ছোট বউ। যথার্থই বড় আঘাত পেয়েছি আমরা, তা হলেও বলতে পারতুম না কিছু। হাসির বিয়েতে যে তোমরা বুক দিয়ে খেটেছ এই আমাদের ভাগ্য। মার মাথার ঠিক নেই তাই যা না তাই বলে যান। ওতে অত দোষ ধর না। তোমার এ উপকারটুকু করতে পারলে সুখীই হতুম। কিন্তু তারা ভাই চাকর বাকর, কথাটা যদি না রাখে, কি রকম অপমান বোধ হয় তখন ভাব দেখি ? একটু বুঝে দেখ ভাই, অনর্থক রাগ কর না।”

বিষণ্ণ হাসির রেখা নীহারের ওষ্ঠে ভাসিয়া উঠিল, সে রোদনেরই রূপান্তর ভিন্ন আর কিছু নহে ; সে বলিল “না দিদি, তোমাদের কিছু দোষ নেই, দোষ যত আমাদেরই, আমার স্বামীর।”

সে আর দাঁড়াইল না, দ্রুতপদে নামিয়া গেল।

বাড়ী আসিয়া সে দ্বার খুলিয়া গৃহে প্রবেশ করিল, প্রদীপটা জ্বালাইয়া দরজা বন্ধ করিয়া কক্ষতলে লুটাইয়া পড়িয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। রোদনই সম্বল তাহার, আর কি আছে?

কাঁদিতে কাঁদিতে কখন সে ঘুমাইয়া পড়িল, ঘুম ভাঙ্গিল যখন তখন বেলা বেশ হইয়া গিয়াছে, বিমল প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ডাকিতেছেন—বউ মা, বউ মা।

ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া দ্বার খুলিয়া সে বাহিরে আসিল।

বিমল বলিলেন, "কাল তুমি বিমানের খবর নিতে পাঠাবার জন্যে আমাদের বাড়ী গেছ্‌লে মা? লজ্জা কোর না মা, তুমি আমার হাসির মতই, এ সময় লজ্জা করে কথা না বললে চলবে না। অসঙ্কোচে বল মা।"

নীতা মাথা কাত করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল হ্যাঁ।"

বিমল অধর দংশন করিয়া বলিলেন "ফের কেন গেছ্‌লে তুমি আমাদের বাড়ী? জান তারা তোমাদের দেখতে পারে না, তোমাদের নামও তারা কাণে শুনতে পারে না। জেনে শুনেও কেন স্বেচ্ছায় মাথায় এ অপমান তুলে নিতে গেলে মা? যাক, আমি কাল শেষ রাত্রে বাড়ী ফিরেছি। আজ ভোর বেলা বিমানের খবর পেয়েছি। তুমি ভারি ব্যগ্র হয়ে পড়েছ শুনে বলতে এসেছি তা।"

অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে দুইটী ব্যগ্র চোখের চাহনি বিমলের চোখে পড়িয়া গেল, তখনি নীতা মুখ নত করিল।

তাহার ব্যগ্রতা বুঝিয়া বিমল বলিলেন "আজ সকালে একজন লোক এসেছিল মণি বাইজির কাছ হতে, শুনলুম কাল মদ খেয়ে আসতে গাড়ীর ধাক্কা খেয়ে সে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়েছিল। মণি বাইজি

তাকে নিয়ে গ্যাছে নিজের বাড়ী, এখন জ্ঞান হয়েছে তার, বেশ কথাও বলছে। কিন্তু যতদিন তার গায়ে জোর না হবে, ততদিন মণি তাকে ছেড়ে দেবে না।" কৃতজ্ঞতায় নীতার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। এত মহান্ হৃদয় মণির? আহা, যথার্থই সে ভালবাসিয়াছে, যথার্থই তাই ভগবান তাহাকে বাঞ্ছিতের সেবা করিবার অধিকার দিয়াছেন। নীতা বুঝি সেরূপ প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিতে পারে নাই, তাই সে স্বামী-সেবা করিতে পাইল না।

মণির কথা সে বিমানের মুখেই শুনিতে পাইয়াছিল। সরলা পতিব্রতা স্ত্রীর নিকটে বিমান কোন কথা গোপন করে নাই।

বিমল বলিলেন "তার জন্যে তোমার ভাবনা করবার কিছু কারণ নেই মা, আমি জানি সে এখান হতে ওখানে বেশী সচ্ছন্দে থাকতে পারবে, মণি তাকে বাস্তবিকই বড় যত্ন করে তা আমি শুনেছি। এখানে রাখলে আমি নিঃসংশয় হতে পারতুম না, কিন্তু সেখানে তাকে রেখে আমি ভারি নিশ্চিন্ত হয়েছি তোমার সংসার চলবার মত কিছু আছে কি? আমার কাছে সঙ্কোচ কোর না, আগেই তা বলেছি।"

নীতা মুখ ফিরাইল, চোখের জল অতি কষ্টে সামলাইয়া মৃদুকণ্ঠে উত্তর করিল "কিছু নেই।"

বিমল পকেট হইতে খানকতক নোট বাহির করিয়া বারাণ্ডায় রাখিলেন, বলিলেন "আমি আমার মোহরারকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, যা যা আনবার দরকার হয় তোমার, তাই আনিয়ে নিয়ো মা। এ আমার নিজের উপার্জ্জিত টাকা ওদের নয় ভাইয়ের জিনিসে ভাইয়ের সম্পূর্ণ অধিকার আছে জেনে নিঃশঙ্কোচে এগুলো তুলে নাও।"

তিনি চলিয়া গেলেন। নীতা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া নোট কয়েকখানি তুলিয়া লইল।

দিন দশেকের মধ্যে বিমানের মাথার ক্ষত নরম পড়িয়া আসিল, সে বলিল আমি এখন তো বেশ ভাল হয়ে উঠেছি মণি, এবার বাড়ি যেতে দিতে বোধ হয় তেমন কোন আপত্তি নেই তোমার ?"

মণি অনিচ্ছার সহিত বলিল "না, বিশেষ আপত্তি নেই বটে। কিন্তু এখনও তোমার মাথয় ঘা আছে রীতিমত ধুইয়ে ওষুধ দিতে হবে, কে করবে ?"

বিমান হাসিয়া বলিল "তোমার বোধ হয় মনে আছে যে আমার স্ত্রী আছে ?"

মণি বলিল "তা খুব মনে আছে, কিন্তু তবু আমার বিশ্বাস হয় না।"

বিমান বলিল "সেটা কেবল আমায় বডড বেশী ভালবাস বলে। কিন্তু অতটা ভালবাসা উচিত নয় মণি। ধর, যদি আমি মরে যাই তখন কি করবে ?"

মণি অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া উত্তর দিল "সে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে, তোমায় আগে হতে তা বলবার দরকার কি আমার ?"

বিমান পরিহাসের সুরে বলিল "সেটা জেনে রাখা তো দরকার আমার।"

মণি সে কথা চাপা দিয়া বলিল "তুমি তো বাড়ী যাবে. যাও যেন স্ত্রী ধুইয়ে দেবে, কিন্তু ঠিক মত পথ্য যোগাড় হবে তো ? এই তো পরশু দিন কথায় কথায় বলে ফেললে, তোমার খাবার মত কিছু নেই। এখন তোমার প্রতিদিন অনেক খানি করে দুধের দরকার, অনেক করে ঘি খাবার দরকার, সে সব পাবে কোথায় ?"

বিমান আশ্চর্য্যভাবে বলিল "কই, কবে আমি সে সব কথা বলেছি? আমার ঘরে খাবার মত কিছু নেই, তা হতে পারে কখনও? হয় তো ঘুমের ঘোরে কি বলতে কি বলে ফেলেছি ঠিক নেই তার, তাতে তুমি অমনি জেনে নিলে আমার ঘরে কিছু নেই, হয় তো আমায় ভিক্ষা করে বেড়াতে হবে, একদিন হয়তো তোমারই দুয়ারে এসে হাত পাততে হবে, কেমন?" দারুণ বিরক্তির চিহ্ন তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল।

মণি প্রশান্তস্বরে বলিল "বেশ তো, অভাব যদি না হয়ে থাকে, সে ভাল কথাই। আমি কখনও প্রার্থনা করিনে তুমি ভিখারীর মত এসে আমার মত ঘৃণিতার দুয়ারে দাঁড়াও। তবু আমি বলেছিলুম—কারণ ঘুমের ঘোরেই হোক্, আর যাই হোক, তোমারই মুখে আমি এই কথাটা শুনেছিলুম; তাই বলছিলুম যদি নিতে চাও, আমি—"

বিমান কুঞ্চিত মুখে বলিল "তুমি তোমার টাকা আমায় দেবে। মাপ কর মণি, যদি না খেতে পেয়ে মরি, তবুও তোমার টাকা নেব না।"

মণি তেমনি সংযত কণ্ঠে বলিল, "কেন, ঘৃণিতার জিনিস বলে?"

বিমান বলিল, "না, তা নয়। আমি নিজেই যতদূর ঘৃণিত, এত আর কেউ নয় তা আমি জানি। তুমি নিজে জ্ঞানতঃ কোনও পাপ করনি তাও আমি জানছি, কিন্তু আমি? আমি যে জেনে শুনে পাপ করেছি, পতিত, ঘৃণিত হয়ে বাস করছি। তার জন্যে নয় মণি, তোমার জিনিষ আর নেব না। আমি ডাকাতের মত লুটে নেছি তোমার প্রাণ, আরও নেব? ধিক আমায়, না, আমি আর কিছু চাই নে।"

মণি নীরবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "সে ভাল কথাই। যাক্, তুমি যাবে যাও স্ত্রীর কাছে, আমার চেয়েও সে তোমায় যত্ন করবে, কিন্তু—"

মাঝখানে বাধা দিয়া বিমান বলিল "তা নয় মণি, তোমার চেয়ে সে যে আমায় বেশী যত্ন করবে বলেই আমি যেতে চাচ্ছি, সে ধারণা করা তোমার ভুল। তোমার মত এত বুক দিয়ে কেউ আমায় ভালবাসতে পারে নি, এমন করে আমায় শঙ্কিত করে তুলতে পারে নি, এ আমি স্পষ্ট কথায় বলছি। তবু যেতে চাচ্ছি কেন তা জানো মণি? তার জন্যে একটু দুঃখ হয়। বাস্তবিকই সে বড় অভাগিনী, তাকে দেখতে জগতে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। আমার একটী ডাকে সে তার চিরকালের আশ্রয় ছেড়ে চলে এসেছে। সে বড় সরলা মণি, বড় নির্ভরশীলা। আমি একটু হাসলে সে হেসে উঠে, আমি একটু বিরক্ত হলে সে কোথায় লুকাবে তা ভেবে পায় না। আমি তাকে যা বুঝাই সে তাই বোঝে, তার বেশী একটুও সে চায় না। আমি মিছে কথা বলছি নে মণি, আমি তাকে ভালবাসিনি, ভালবাসতেও পারব না, তাই ভেবেই আমার দুঃখ হয়। জগতে ডাকাতের মত কেবল লুটতেই এসেছি, কাউকে এতটুকু কিছু দিতে পারলুম না।"

মণি নীরব হইয়া পদাঙ্গুলি খুঁটিতেছিল। খানিক বাদে মুখ তুলিয়া বলিল "তাকে আমি খবর দেছি পরশু, তুমি শীগ্‌গিরই যাবে। তা হলে গাড়ী ডাকতে বলে দেই?"

বিমান সন্ত্রস্তে বলিল "গাড়ী কেন? তোমার সব তাইতেই বাড়াবাড়ি মণি। কবে মাথা কেটেছিল, ঘা প্রায় শুকিয়ে গেল, গায়ে তেমনি—কি তার চেয়েও বেশী জোর হয়েছে আমার, বেশ হেঁটে যেতে পারব। অনর্থক একখানা গাড়ী—"

মণি উঠিয়া বলিল "সে আমার খুসি আগেই বলেছি, আমার এখানে যতদিন থাকবে, ততদিন আমার হুকুম শুনে চলতে হবে তোমায়, আমার কথার বিরুদ্ধে একটা কথাও বলতে পারবে না।"

সে চলিয়া গেল, খানিক বাদে ফিরিয়া আসিয়া বলিল "গাড়ী বলতে বলে দিয়ে এলুম। একটা অনুরোধ রাখবে বিমান, বেশী নয়, খুব ছোট একটা প্রার্থনা মাত্র।"

তাহার চোখ ছল ছল করিতেছিল। মুগ্ধ বিমান বলিল "নিশ্চয়ই রাখব, বল কি অনুরোধ তোমার?"

বিমানের হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া মণি রুদ্ধস্বরে বলিল "বল তুমি মাঝে মাঝে আসবে, আমায় দেখা দিয়ে যাবে?"

বিমান একটু থামিয়া বলিল "কেন মণি, কিছুদিন আগে তুমিই যে বলেছিলে, তোমায় না দেখতে পেলেও আমি থাকতে পারব?"

মণি উত্তর দিল না, মুখ নত করিয়া রহিল; তাহার চোখের জল শুধু টপ টপ করিয়া বিমানের হাতের উপর পড়িতে লাগিল।

অস্থিরভাবে বিমান ডাকিল "মণি?"

মণি চোখ মুছিয়া মুখ তুলিল।

বিমান বিগলিত কণ্ঠে বলিল "আমি আসব মণি, যখনই সময় পাব তখনি আসব প্রতিজ্ঞা করছি।"

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া মণি বলিল "সে তোমার ধর্ম্ম। যাক, আমার গা ছুঁয়ে একটা প্রতিজ্ঞা কর।"

বিমান বলিল "কি?"

মণি বলিল "মদ আর খেয়ো না। মদ না খেয়ে তো বেশ থাকো তুমি, মদ খেলেই ভূত এসে চাপে তোমার ঘাড়ে। লক্ষ্মীটি, বল মদ খাবে না?"

বিমান নীরব হইয়া রহিল।

উদ্বিগ্ন হইয়া মণি বলিল "এই প্রতিজ্ঞাটা করতে পারছ না তুমি মদ ছাড়া কি এতই কঠিন কাজ বিমান ?"

গম্ভীর হইয়া বিমান বলিল "মাপ কোরো মণি, এ প্রতিজ্ঞা আমি করতে পারব না। মাতালের কথায় বিশ্বাস কোর না। আমি যদিও এখন ভাল মানুষ, তবুও আমি মাতাল। মদ দেখলেই আমি খাব। আমি অনেক চেষ্টা করে দেখেছি, এ অভ্যাস ছাড়তে পারব না। মিথ্যে আমায় প্রতিজ্ঞা করিয়ে কি লাভটা হবে তোমার ? অনর্থক কেবল আমাকে আরও পাপে ডুবাবে ?"

মণি আবার একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "তবু পারবে না ?"

স্থির দৃষ্টিতে সে বিমানের পানে চাহিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে বলিল "যাক—আমার প্রতিজ্ঞাটা মনে থাকবে তো ?"

বিমান বলিল "তা থাকবে। যেখানেই থাকি, যেমন অবস্থাতেই থাকি, প্রতিমাসের ২রা আমি আসবই, সেই দিন আমার প্রতীক্ষা করে দেখ তুমি। সেই দিনটী আমি তোমার কাছে থেকে যাব মণি, সে দিন আমি কোথাও থাকতে পারব না।"

মণির কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, সে আর কথা কহিতে পারিতেছিল না। বাহির হইতে ভৃত্য হাঁকিল "গাড়ী এসেছে।"

মণি মুখ তুলিল "চল তোমায় উঠিয়ে দিয়ে আসি।"

মলিন হাসিয়া বিমান বলিল "কিছু দরকার নেই মণি, আমি নিজেই যাচ্ছি।" মণি তাহার কথা শুনিল না, তাহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়া গাড়ীতে উঠাইয়া দিল।

বিমান মুখ বাড়াইয়া বলিল "তবে যাচ্ছি মণি, আবার ৩মাসের ২রা আসব।"

মণি স্থিরকণ্ঠে বলিল "এসো, আর মদটা একটু বুঝে খেয়ো।"

"তা আমি চেষ্টা করব" বিমান হাসিয়াই গম্ভীর হইয়া পড়িল।

গাড়ী চলিয়া গেল। মণি সেখানে স্থাণুর ন্যায় দাঁড়াইয়া ছিল। দাসী পিছন হইতে বলিল "বাড়ীর মধ্যে আসুন, রাস্তার লোকগুলো নির্লজ্জের মত তাকিয়ে আছে দেখছেন না?

মণির সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল, সে বাড়ীর মধ্যে ফিরিয়া গেল।

[২৩]

হাতে বড়ই টানাটানি পড়িয়া গিয়াছিল, সংসার চালানোই দুঃসাধ্য, মদের খরচ জোটে কোথা হইতে, অথচ মদ না হইলে তাহার একটী দিনও চলিবার যো নাই। মণির বাড়ীতে মণি স্বহস্তে দুবেলা সামান্য মদ ঢালিয়া দিত, তাহাতে তাহার কিছুমাত্র তৃপ্তি হইত না, শুধু এই জন্যই সে তাড়াতাড়ি মণির বাড়ী ছাড়িয়া আসিল।

বাস্তবিকই বিমান মণিকে একটু ভয় করিত। মণি শাসনের সময় যেন অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া পড়িত যে তাহাকে কোন কথা বলিতেই ভয় লাগিত। ধীরে ধীরে মণির ছায়া বিমানের হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল, তথাপি সে মণির সঙ্গ প্রার্থনা করিত না। মণিতে কাঁটা কত বেশী ছিল, বড় বিঁধিত। বিমান এরূপ আমোদ—যাহা শাসন-যুক্ত তাহা মোটেই পছন্দ করে না। সেই জন্য সে ইদানিং মণির বাড়ীর দিকেও আর পা দিত না।

নীতাকে সে পাইয়াছিল বেশ, তাহার পক্ষে এইরূপ স্ত্রীই উপযুক্ত ছিল। নীতাকে সে যদি বলে, ওই দেখ চাঁদ, দিনের বেলা নীতাও অমনি চাঁদ দেখিত, বাস্তবিকই নীতা এই প্রকৃতির ছিল। স্বামীকে যে শাসন করিতে হয় তাহা সে একেবারেই জানিত না। বিমানও ইহাই চায়, সেইজন্য নীতা বেশ তাহার মনের মত হইয়াছিল।

সেদিন মণির বাড়ী হইতে ফিরিয়া সে একটা কথাও বলে নাই, নীতাও জানিতে চাহে নাই। নীরবে সে আগেও যেমন স্বামীসেবা করিয়া যাইত, তেমনি করিয়াই যাইতেছিল।

নিজের আবশ্যকীয় জিনিসপত্র আনাইয়া বিমলের প্রদত্ত সেই টাকার যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহা বিমান আসিবামাত্র তাহার হাতে দিয়া ফেলিয়াছিল। বিমানের এ কয়দিন তাহাতে স্ফূর্ত্তিতে কাটিয়াছে কিন্তু এখন আবার হাত খালি। বিমান অকূল পাথারে পড়িয়াছে।

তবে কি আবার মণির কাছে যাইতে হইবে, তাহার কাছে টাকার জন্য হাত পাতিতে হইবে? নহিলে যে চলে না, দিন যে কাটে না। নেশার সময় মানুষের মান সম্ভ্রম কিছু যে থাকে না।

ছিঃ! আবার সেই মণির কাছে হাত পাতিতে হইবে? সে কি বুঝিত না দর্পিত বিমান নেশার জন্যই হাত পাতিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সে কি হাসিবে না ভাবিয়া যে সে যখন সাহায্য করিতে গিয়াছিল তখন এই বিমানই তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল? তাহার পর—সে তো তাহার সাংসারিক খবর সবই রাখে, এ খবরও কি লয় নাই তাহার গৃহে সব জিনিষই আছে? সে যদি স্পষ্ট বলে আমি তোমায় এক পয়সাও মদ খাইতে দিব না। নিশ্চয়ই সে মদ খাইবার জন্য এক পয়সাও দিবে না, তাহার সংসার খরচের জন্য সে সর্ব্বস্ব দিতে পারে।

বিমান বসিয়া ভাবিতে লাগিল, তবে সে কি করিয়া নেশার খরচ চালাইবে, বিনা পয়সায় এক ফোঁটা মদও ত কেহ তাহাকে দিবে না, তবে উপায় ?

উপায় তো কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। মদ না পাইলে যে তাহাকে অগত্যা আত্মহত্যা করিতে হইবে।

উঃ! কি ভীষণ নেশা এ। বিমান আজ যথার্থ ইহাকে অনুভব করিতে পারিল। মণি প্রথমাবধি যাহা বলিয়া আসিতেছে তাহা মিথ্যা নয় তাহা অতি সত্য কথা। সে বেশ ছাড়িতে পারিত যখন মদের চেয়েও বেশী আকর্ষণকর জ্যোতি তাহার সামনে ছিল। পূর্ণ সাত মাস সে একদিনও মদ খায় নাই। জ্যোতিহারা হইয়াই সে আরও মদে ডুবিয়াছে। কিন্তু এখন তাহা ভাবিয়া আর লাভ কি, এখন মদ না হইলে সে যে বাঁচিবে না।

নীতার চুড়ি আছে, হার আছে। বিমানের চক্ষু দীপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহাই বা চাহিয়া লওয়া যায় কি করিয়া, নীতা কি মনে করিবে ? নীতা কি তাহার স্বামীকে মদ খাইবার জন্য হার চুড়ি দিবে ? বোধ হয়—বোধ হয় কি নিশ্চয়ই সে দিবে না। মদ খাইবার খরচ কেহ এক পাইও দিবে না, অনর্থক চাহিয়া মুখ নষ্ট করা।

তবে উপায় ?

চুড়ি আছে নীতার হাতে, কিন্তু হার তো বাক্সে আছে। বিমান বাক্সটা খুলিয়া হারটা লইয়া চলিয়া গেলে তাহার পর নীতা জানিতে পারিলেই বা ক্ষতি কি। সে তো দিতেই চাহিয়াছিল, বিমান লয় নাই। আজ তাহার অত্যন্ত দরকার পড়িয়াছে বলিয়াই লইতেছে, নহিলে স্ত্রীলোকের জিনিসে সে হাতই দিত না।

পাপের কাজ? কিসে ইহা পাপের কাজ হইতে পারে? স্ত্রীর যাহা কিছু সব স্বামীরই তো, স্বামীর যাহা কিছু সব স্ত্রীরই তো। নীতার জিনিসে বিমানের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তাহাতেও যদি পাপ হয়, হোক পাপ, পাপের ভরা তাহার পূর্ণ হউক, সে তো ডুবিয়াছেই, তবে আর কি? নাচিতে গিয়া ঘোমটার আর দরকার নাই।

নীতা তখন বাগানে যে কয়েকটি শাক ক্ষেত করিয়াছিল, তাহাতে জল দিতে গিয়াছিল। বিমান বারাণ্ডায় আসিয়া একবার উঁকি দিয়া দেখিল সে নিবিষ্ট মনে বাগানে কাজ করিতেছে। তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরিয়া সে এক থলো চাবি লইয়া বাক্স খুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

কিন্তু দুর্ভাগ্য তাহার, একটা চাবীও লাগিল না। দারুণ বিরক্তিতে বিমানের মুখখানা কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, সে বাক্সটার কল এমন জোরে ধরিয়া টানিল যে কড়াৎ করিয়া কল ভাঙ্গিয়া গেল। বিমান ক্ষিপ্রহস্তে বাক্স খুলিয়া ফেলিয়া কাপড় জামা উঠাইতে উঠাইতে নিচের একটা ছোট কাঠের বাক্সে হারছড়াটি পাইল।

এ হার ও নীতার হাতের চুড়ি তাহার স্বর্গগতা জননীর। মাতুল বিবাহের সময় তাহার মায়ের এ গহনা দুখানি দিতে কৃপণতা করেন নাই। নীতার বড় আদরের বস্তু এ দুটি, তথাপিও স্বামীর কষ্টে বিচলিত হইয়া সে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম এ গুলি তাহাকে দিতে প্রস্তুত ছিল।

তাড়াতাড়ি বাক্সটা খুলিয়া হার লইয়া বিমান পকেটে ফেলিল। বড় বাক্স বন্ধ করিয়া দিয়া সে শুধু পায়েই বাহির হইয়া গেল, একবার ফিরিয়া দেখিল, নীতা তখনও বাগান হইতে ফেরে নাই।

বাগানে জল দিয়া নীতা ফিরিয়া আসিয়া বিমানকে দেখিতে পাইল না। বালতী ও ঘটি উঠানে ফেলিয়া সে গৃহে উঁকি দিয়া দেখিল—বিমান গৃহেও নাই। জামা জুতার পানে চাহিয়া দেখিল সবই আছে, যে পাঞ্জাবী তাহার গায় দুপুর হইতে ছিল সেইটা গায়ে দিয়াই সে চলিয়া গেছে।

তাহা হইলে কাছাকাছিই কোথায় গিয়াছে, বোধ হয় বিমলের বাড়ীতে গিয়াছে। দুপুর বেলা সে একবার যেন বলিয়াছিল বিমল তাহাকে ডাকিয়াছেন।

নিশ্চিন্ত মনে নীতা গৃহ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল।

সন্ধ্যা হইল, রাত্রি হইল, ক্রমে ক্রমে দশটা এগারটা, অবশেষে বারটাও বাজিয়া গেল, বিমান ফিরিল না। তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতে থাকিতে নীতা দরজার উপরেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন রাত সাঁ সাঁ করিতেছে। নীরব নিঝুম রাত সে, একে কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর রাত, তাহাতে আকাশ ভরা মেঘে কি ভীষণ নিকষ কালো অন্ধকার ধরা ও আকাশের মাঝখানে গুমট বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া। মাঝে মাঝে সে কালো মেঘের কোলে বিদ্যুতের খেলা—সে যেমন সুন্দর, তেমনিই ভয়ানক।

আতঙ্কে শিহরিয়া নীতা বলিয়া উঠিল "মা গো।"

গৃহের প্রদীপ জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিভিয়া আসিতেছে। বাহিরের ভীষণ তমসাময়ী যামিনীর পানে আর তাকাইতে নীতার সাহস হইল না, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল, প্রদীপে তৈল দিয়া আর একটা সলিতা ধরাইয়া দিল, গৃহ আলোকিত হইয়া উঠিল।

মেঝের আসন পাতা, তাহার সম্মুখে বিমানের ভাত তরকারী তেমনিই ঢাকা পড়িয়া আছে। বিছানা যেমন পাতা তেমনিই পাতা রহিয়াছে। রাত দুপুর হইয়া গেছে, বিমান এখনও ফেরে নাই।

বাহিরে বিদ্যুৎ ঝিকিমিকি জ্বলিয়া উঠিল, জানালা দরজার ছিদ্রপথে তাহার উজ্জ্বল সোণার মত রেখা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, কড় কড় করিয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিল, ঝর্ ঝর্ করিয়া বৃষ্টিধারা নামিয়া আসিল।

কাহাকে ভয় দেখাইবার জন্য প্রকৃতির এ আয়োজন, এত সাজের আড়ম্বর? কিশোরী নীতাকে কি? তাহা যদি হয়—তবে সব মিথ্যা। মাতালের স্ত্রী যে, তাহার কি ভয় করিলে চলে? ভয় করিত সে আগে, কিন্তু এখন সবই সহিয়া গেছে। আগে মাতাল দেখিলে ছুটিয়া পলাইত, এখন সেই মাতালেরই পরিচর্য্যা করিতে হয় তাহার, সেই মাতালের কাছেই দিন রাত থাকিতে হয় তাহাকে।

এসো বৃষ্টিধারা, ঝর ঝর ধারে অবিরল ঝরিয়া পড় তুমি, সারা ধরাখানা মুহূর্ত্তে প্লাবিত করিয়া দাও সুন্দরী, তোমার অনুপম সৌন্দর্য্যের কণামাত্র ধরাকে দান করিয়া তাহাকে অপূর্ব্ব সুসমাময় করিয়া তোল। এস বিদ্যুৎ—তোমার অনুপমের ভীষণ লাবণ্য বিস্তার কর, বজ্র—তুমি ভীষণ গর্জ্জনে ডাকিয়া উঠ, জোরে আরও জোরে—গর্জ্জন কর, তথাপি কম্পিত হইবে না সে, তথাপি ভয় পাইবে না সে, জগতে আর কি আছে ভয়ের জিনিস যাহা তাহাকে ভীত করিতে পারে?

অকস্মাৎ প্রদীপটা নিভিয়া গেল।

যাক নিভিয়া, অন্ধকারই হোক সারা গৃহখানি। এই তো, এই অন্ধকারই তাহার জীবনের সাথী।' হৃদয়ে যাহার অন্ধকার, বাহিরে

কেন তাহার আলো থাকিবে ? বন্ধু, প্রিয়তম বন্ধু, ওগো চিরজনমের সাথী—ঘিরিয়া থাক, ঘিরিয়া থাক, সরিয়া যাইয়ো না। তোমার স্নেহপূর্ণ আলিঙ্গন বড় মদিরতা মাখা; অঃ, কি শান্তি তোমার আলিঙ্গনে প্রিয়তম ?

সমস্ত রাত্রি তেমনি আড়ষ্টভাবে বসিয়াই কাটিয়া গেল। প্রভাতের মলিন আলো যে মুহূর্ত্তে মেঘের আবরণ কাটিয়া বৃষ্টির অজস্র ধারার মধ্য দিয়া জানালার ফাঁকে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল, সেই মুহূর্ত্তে নীতা দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল।

উঠানে এক হাঁটু জল দাঁড়াইয়াছে, তাহার পরে পড়িতেছে বড় বড় বৃষ্টিধারাগুলি। বারাণ্ডার অর্দ্ধেকটা বৃষ্টির ছাঁটে ভিজিয়া গিয়াছে। কোণে শুইয়া পড়িয়া একটি কুকুর ঘুমাইতেছিল, নীতার সাড়া পাইয়া সে উঠিয়া পড়িল। এরূপ অনধিকার প্রবেশ ও শুইয়া ঘুমান যে অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য তাহা সে বিলক্ষণ জানিত, কিন্তু উঠানে প্রচুর জল ছুটিয়া পলাইবার উপায় ছিল না। বেচারা লেজটা গুটাইয়া দীন নয়নে নীতার পানে চাহিয়া অস্ফুটস্বরে কি বলিতে লাগিল।

করুণ নয়নে নীতা তাহার পানে চাহিল। তবু এ কুকুরটি সুখী, তাহার চেয়ে লক্ষগুণে সুখি নয় তো কি ? সে পরের দুয়ারে খায়, পরের গৃহের বারাণ্ডায় উঠানে শুইয়া পড়িয়া থাকে, তথাপি সে সুখী, তথাপি তাহার হৃদয় শান্ত। না,—থাক অন্যদিন হইলে নীতা তাহাকে মারিয়া তাড়াইত, কিন্তু আজ তাহার হৃদয় বড় চঞ্চল, বড় করুণ। থাক —তোকে নীতা আজ মারিয়া তাড়াইবে না।

যত বেলা হইতে লাগিল, উঠানের জলও তত সরিয়া যাইতে লাগিল। নীতা অনেকক্ষণ বারাণ্ডায় বসিয়া রহিল।

বিমলের ভৃত্য আসিয়া বলিল "ছোট মা, বাজারের পয়সা ?"

বিমলের আদেশে সে অনু ও নীরদাকে লুকাইয়া আসিয়া বাজার করিয়া দিত।

দেই বলিয়া নীতা উঠিল। বিমানের পকেটে সে কয়েকটা পয়সা পাইয়া বাক্সে রাখিয়া দিয়াছিল, সেই পয়সায় মাছ পান আনিতে দিলেই হইবে।

বাক্সে হাত দিতেই নীতা চমকাইয়া উঠিল। একি! বাক্স ভাঙ্গা কেন ? তবে কি—না না, তাও কি হয় কখনও ?

বাহিরে ভৃত্য খুব চিৎকার করিতেছিল—"বেলা হয়ে যাচ্ছে ছোট মা, বাবুর আজ ঠিক দশটায় যেতে হবে কাছারীতে, মাছ না আনলে খাবেন কি ?"

নীতা তখন বাক্সের সামনে হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়াছিল। কাপড় জামা উঠাইয়া ফেলিয়া সে হারের বাক্স পাইয়াছে, কিন্তু সে বাক্স যে খালি ; হার নাই, নীতার মাথা ঘুরিয়া উঠিয়াছিল, সে বুঝিল বিমান লইয়া গিয়াছে।

রুদ্ধকণ্ঠে সে গৃহ হইতে ডাকিয়া বলিল "তুমি বাজারে যাও গোপাল, আমার আজ কিছু আনতে হবে না বাজার হতে।"

হায় সংসার, হায় মানুষ! তোমাদের দোষ দেওয়া অন্যায়। তবে দোষ কার ?

"দোষ আমার—ওগো সব দোষ আমার।"

নীতা দুই হাতে বুক চাপিয়া লুটাইয়া পড়িল "ভগবান, ভগবান, বিশ্বাস রাখো, বিশ্বাস রাখো। আমার সব যাক, আমার বিশ্বাস যেন না যায়, আমি যেন তাঁকে অবিশ্বাস না করতে পারি, আমার ভক্তি যেন

অটুট থাকে। তাঁর জিনিস তিনিই নিয়ে গ্যাছেন, এতে আমার মন হতে এ কূট তর্ক জেগে উঠেছে কেন প্রভু ? ওগো, আমায় সবল কর, অটুট কর, সাহস দাও।"

সে খানিক স্তব্ধ হইয়া পড়িয়া রহিল।

প্রাঙ্গণে জড়িতকণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল "কি কাদা বাবা, মানুষ হয়ে এ কাদা পার হব কি করে ?"

সে কণ্ঠ কাহার চিনিতে পারিয়া নীতা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে আসিল।

প্রাঙ্গণে তাহার স্বামী। সমস্ত রাত্রি জাগরণে ও মদ্যপানে কি হইয়াছে তাহার মুখখানা, কি হইয়াছে তাহার দেহ।

নীতাকে দেখিয়াই সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, তখনি গম্ভীর হইয়া বলিল "উঠোনে এত কাদা জমিয়ে রাখা হয়েছে কেবল আমায় ফেলবার জন্যে বুঝি ? নিয়ে এসো তক্তা, কাদার 'পরে পেতে দাও, তবে আমি যাব, নইলে—হুঁ, হুঁ, বুঝেছ যাদু—নইলে শর্ম্মা কাদায় পা দিলেই এমনি করে লাফিয়ে উঠে ফস করে—"

বলিতে বলিতে সে যেমন লাফাইয়া উঠিল, তেমনিই পা পিছলাইয়া সেই কাদায় পড়িয়া গেল।

নীতা ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ধরিল।

"কি, পাজি, ননসেন্স, তুই কাদা জমিয়ে রেখেছিস আমায় ফেলতে শুধু—"

মাতাল বিমান নীতার পৃষ্ঠে উপর্যুপরি কয়েকটা চড় কীল বসাইয়া দিল—"বেরো বলছি। মমতা জানিয়ে আবার উঠাতে এসেছে আমায় ? বদমাইস সয়তানি।"

নীতা শান্তভাবে সে প্রহার গ্রহণ করিল, শান্তভাবেই বলিল "মেরেছ বেশ করেছ, ঘরে চল। কাদার মধ্যে এমন করে কি পড়ে থাকতে আছে? ছি, এখনি যদি কেউ এসে পড়ে—"

বিমান বাহু আস্ফালন করিয়া বলিল "আই ডোণ্ট কেয়ার। লোকের ভয় আমায় দেখাতে আসা? কারও চালে চাল দিয়ে বাস করি আমি, কারও এক পয়সা খাই? দাদা আমার কি করেছে? কিছু ভাল করতে পারে নি, কেবল—উঃ, কেবল তাকে কেড়ে নিয়ে অন্য লোকের সঙ্গে বিয়ে দেছে, আমার—না, শোন, একটা গান জানো নীতা—"

আমার হৃদয়ের চাঁদ গ্যাছে নিভে, নিভে গ্যাছে জ্যোছনা,
যা ছিল তা ফুরায়েছে, রইল শুধু যাতনা।

সে হাসিতে হাসিতে কাঁদিয়া ফেলিল।

নীতার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সেই জল বিমানের গায়ে পড়িতেই সে উঠিয়া বসিল, বিস্মিত নয়নে স্ত্রীর পানে চাহিয়া বলিল "কাঁদছ নীতা?"

নীতা তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিয়া বলিল "আমি কাঁদব কেন?"

বিমান শূন্যনয়নে খানিক তাহার পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইল "না, চল নীতা ঘরে যাই, কিন্তু গা ধুতে হবে যে।"

নীতা বলিল "আমি ধুইয়ে দিচ্ছি বারাণ্ডায় চল।"

নীতার স্কন্ধে ভর দিয়া বিমান বারাণ্ডায় আসিয়া বসিল। নীতা তাহার গা ধোয়াইয়া শুষ্ক বস্ত্র পরাইয়া গৃহে লইয়া গিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল।

বিমান বলিল "বসে থাকছ কেন আমার কাছে—যাও।"

নীতা ভগ্নকণ্ঠে বলিল "যাচ্ছি।"

বিমান একটুখানি চোখ মুদিয়া পড়িয়া রহিল, তাহার পর চাহিয়া বলিল "তোমায় বড় মেরেছি নীতা, লেগেছে?"

নীতার চোখে জল আসিতেছিল, সামলাইয়া সে বলিল "না লাগে নি।"

বিমান দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল "তোমার হার নিয়ে গ্যাছি নীতা।"

নীতা মৃদুকণ্ঠে বলিল "দেখেছি।"

ব্যগ্রকণ্ঠে বিমান বলিল "কই, বকলে না তো?"

তাহার নেশাটা তখন কমিয়া আসিয়াছিল।

নীতা বলিল "বকব কেন? তোমার জিনিস তুমিই নেছ, এতে আমার বকবার কি অধিকার আছে?"

বিমান তাহার হাতখানা বুকের উপর টানিয়া লইল "আঃ, বড় ঠাণ্ডা।"

একটুখানি নীরব থাকিয়া সে বলিল "জানো নীতা, সে হার কি করেছি।"

নীতা বলিল "না জানি নে, জানতেও চাইনে।"

বিমান জোর করিয়া বলিল "না, তা তোমার জানতেই হবে। সেই হার দিয়ে এক বোতল মদ—নীতা, এক বোতল—"

বাধা দিয়া নীতা বলিল "বেশ করেছ। আর সে কথা বলবার কি দরকার আছে? তোমার জিনিস তুমি ফেলে দাও, দান কর আমার তাতে কথা বলবার অধিকার কি?"

শূন্য নয়নে পত্নীর পানে চাহিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিমান বলিল "আঃ, সবাই যদি তোমার মত হত নীতা, তা হলে পৃথিবী যে স্বর্গ

হতো, আমাকেও আজ এমন করে হাহাকার বুকে নিয়ে ঘুরতে হোত না।”

নীতার মুখপানে চাহিতে চাহিতে সে নিজের অজ্ঞাতসারে কখন ঘুমাইয়া পড়িল।

[২৪]

মাস খানেক আগে শরৎবাবু মারা গিয়াছেন, তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি মলিনা পাইয়াছে। মলিনার বাগান বাড়ী দেশ বিদেশে প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার আয়তনও বাড়িয়াছে, ব্যয়ও বাড়িয়াছে। মলিনার তিলমাত্র বিশ্রামের অবকাশ নাই।

তাহার সহচরি ছিল মণি। অপূর্ব্ব সম্মিলন এ। মলিনা পূতচরিত্রা, বালবিধবা, তাহার নিষ্ঠা, তাহার ক্রিয়াকর্ম্ম না জানিত এমন লোকই নাই, আর নর্ত্তকী মণি, সাধারণে তাহাকে গণিকা বলিয়াই জানে, যাহার পেশা নৃত্যগীত, এই উভয়ের এরূপ মিলন যথার্থই আশ্চর্য্যের কথা। মণি চিনিয়াছিল মলিনাকে, মলিনা চিনিয়াছিল মণিকে। মণির কোন কথা মলিনার নিকট গোপন ছিল না। উভয়ের ইচ্ছা একই ছিল, জীবরূপে নারায়ণের সেবা করিতে তাহারা উভয়েই বড় ব্যগ্র ছিল, কাজেই বাগানের অতিথি দিন দিন বাড়িতেছিল।

মলিনার অসুখ হওয়ায় মণি কয়েকদিন তাহার বাড়ীতেই ছিল। মলিনাকে একটু সুস্থ করিয়া সে যে দিন ফিরিয়া আসিল, সেই দিনই অতুল তাহার সহিত দেখা করিবার প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইল।

মণি তখন জানালার ধারে হার্ম্মোণিয়ামটা টানিয়া লইয়া গান ধরিয়াছিল—

বড় ভালবাসি, বারে বারে আসি
তাই বুঝি দেখা দিলে না দিলে না।

তাহার কণ্ঠস্বর বড় মধুর ছিল। শান্ত সন্ধ্যার বুকে সে সুর আরও কোমল, আবেগযুক্ত হইয়া বাজিয়া উঠিতেছিল, চারিদিকে সেই আকুল মর্ম্মবেদনায় ভরিয়া উঠিয়াছিল।

দাসী আসিয়া সংবাদ দিল—এক বাবু দেখা করিতে আসিয়াছেন।

মণি হারমোনিয়াম থামাইয়া বিস্মিত কণ্ঠে বলিল "কে, বিমান?" আজকে মাসের দুই তারিখ নয় সে তাহা বেশই জানিত।

দাসী বলিল "না, বিমান বাবু নন, নাম বললেন অতুলচন্দ্র দাস।"

"অতুল" মণি খানিক নীরব হইয়া রহিল। অতুল যে বিমানের যথার্থ বন্ধু, তাহা সে জানিত। এত বন্ধুর মধ্যে এই বন্ধুটীই তাহাকে সৎপথে ফিরাইবার চেষ্টা করিত, বিমানের ভালমন্দ ইহাকেই স্পর্শ করিত।

কি অভিপ্রায়ে এই যুবকটী তাহার নিকট আসিয়াছে তাহা মণি বুঝিতে পারিল না। অতুল তাহাকে মোটেই দেখিতে পারে না, একমাত্র তাহার নিপাতই তাহার প্রার্থনীয় ছিল। বিমানের জন্য সে অনেকের বিদ্বেষ কুড়াইয়াছিল, এখন তো বিমানকে সে মুক্তি দিয়াছে, বিমান আবার ঘরে ফিরিয়া গেছে।

সে দাসীর পানে ফিরিয়া বলিল "নিয়ে এস তাকে।"

দাসী চলিয়া গেল।

খানিক পরেই অতুল আসিয়া দরজার উপর দাঁড়াইল। মণি স্মিত

মুখে উঠিয়া হাত ছখানা কপালে ঠেকাইয়া একটা চেয়ার দেখাইয়া দিয়া বলিল "বসুন।"

অতুল প্রথমটা অবাক হইয়া গিয়া তাহার দীপ্ত স্মিত মুখখানার পানে চাহিয়া ছিল, তাহার পর অগ্রসর হইয়া টেবিলের ধারে দাঁড়াইল। টেবিলে ভর দিয়া গম্ভীর মুখে বলিল "আমি বসতে আসি নি, একটা কথা বলতে এসেছি। আজ কয়েক দিন আমি আসছি কিন্তু তোমার দেখা পাই নি।"

মণি বলিল "আমি বাড়ী ছিলুম না, কুড়ি পঁচিশ দিন অন্য জায়গায় ছিলুম। কি দরকার আপনার তা জানিতে পারি কি?"

অতুল তেমনি গম্ভীরভাবে বলিল "আমি যে জন্যে এসেছি তা তুমি বুঝতে পেরেও যে এ রকম ছলনা করছো, এতে আমি খুব আশ্চর্য্যই হচ্ছি।"

মণি স্থির দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া বলিল "কি, আমি বুঝতে পারছিনে।"

অতুল বিরক্ত হইয়া বলিল "আমি তোমার সঙ্গে অনর্থক বকতে আসিনি। বিমান কোথা আছে, তাকে ডেকে দাও, দরকার আমার তারই কাছে।"

মণি বিস্মিত হইয়া বলিল "বিমান?"

অতুল বলিল "হ্যাঁ, সে আজ পনের দিন বাড়ী ছাড়া। তোমার বাড়ীতেই আছে সে। তাকে এমন করে জড়িয়ে ফেলেছ তুমি, বাড়ী যাবার অবকাশটুকু পর্য্যন্ত দিচ্ছ না। কিন্তু এটা কি তোমার উচিত হচ্ছে? তুমি বেশ শিক্ষিতা মেয়ে, সব তো জানও বটে। মনে করে দেখ দেখি, তার অভাগিনী স্ত্রীর কথা, কি কষ্টে তার দিন কেটে যাচ্ছে।"

মণি কোন কথায় কাণ দেয় নাই, আপনার মনে বলিল "বিমান আমার বাড়ী আছে, পনের দিন সে বাড়ী ছাড়া ?"

অতুল তাহার এই ছলনায় অত্যন্ত রাগত হইয়া উঠিল। এই কুহকিনী নারী জাতিকে সে বেশই চিনিত। ইহাঁরা যে ছলনায় সিদ্ধহস্ত তাহা তাহার অজ্ঞাত ছিল না। সে রাগতভাবে বলিল "হ্যাঁ সে তোমারই বাড়ীতে আছে, তুমিও তাকে লুকিয়ে রেখেছ। তোমাদের কি চোখের পর্দ্দা আছে, না তোমাদের হৃদয় আছে ?" যদি হৃদয় থাকত, যদি চোখ থাকত, পরের কষ্ট অনুভব করতে পারতে, পরের কষ্ট চোখে দেখতে পারতে। যাদের ব্যবসাই হচ্ছে লোকের সর্ব্বনাশ করা— তাদের—"

মণি শান্ত অথচ মলিন হাসিয়া বলিল "ঠিক কথাই বলছেন। আমাদের ব্যবসাই তাই বটে। কিন্তু একটু বিশ্বাস করবেন কি আমায় ?"

অতুল বলিল "বিশ্বাস না করেই বা করি কি ?"

মণি বলিল "তবে বিশ্বাস করুন, বিমান আমার এখানে নেই। সে সেই চলে গ্যাছে, আমি তাকে সেই দেখেছি, আর সে আসে নি, আমি তাকে আর কোথাও দেখতে পাইনি।"

অতুল খানিক তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। কথাটায় বিশ্বাস হইল, কেন না মণির মুখে অবিশ্বাসের ছায়ামাত্র ছিল না।

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল "তবে সে গেল কোথা ?"

মণি মাথা নীচু করিয়া ভাবিতে লাগিল। একটু ভাবিয়া মুখ উঁচু করিয়া বলিল "আজ এ মাসের আটাশ তারিখ না ?"

অতুল বলিল "হ্যাঁ।"

মণি বলিল "তবে তার আসবার দিন এসেছে। সে প্রতিজ্ঞা করে গ্যাছে—প্রতিমাসের ডুই তারিখে সে আসবেই, ও দিনটা সে আমার কাছে থেকে যাবে। আর এই কয়টা দিন বাদে যদি আপনি আসেন তা হলে সেইদিনে তার খোঁজ পাবেন। আপনি মনে জানবেন, তার স্ত্রীকেও জানাবেন মণিকে আপনারা যত হীন বলে মনে করেন, তত হীন সে নয়। মণি নর্ত্তকী বটে, মণি ঘৃণিত বেশ্যাকন্যা বটে, কিন্তু দেহ মন তার অপবিত্র নয়, ধর্ম্মের বীজ তার হৃদয়েও বপন হতে পারে। আমি বিমানকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি, শুধু সেই জন্যই তাকে আমি বার বার ফিরিয়ে দেছি, আমার সংস্পর্গ হতে তাকে তফাৎ রেখেছি। আমার এই ভালবাসার জন্যে সে আমাকে অত্যন্ত ভয় করে। আমি তাকে বুঝিয়ে বাড়ী পাঠিয়েছি, সে সেই লজ্জায় আর আসে নি এখানে। আমি বেশ বুঝেছি, সে অন্য কোথাও আড্ডা করেছে। আচ্ছা, আপনি যান আজ। আমি খোঁজ করে তার থাকবার স্থানের খবর আপনাকে পাঠাব, আপনি এসে তাকে নিয়ে যাবেন।"

মণির সৌজন্যে অতুল তাহাকে মনে মনে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিল না। বিদায় লইয়া সে চলিয়া গেল, মণি সঙ্গে সঙ্গে দরজা পর্য্যন্ত গিয়া দাঁড়াইল।

দাসী তাহার পিছনে পিছনে আসিয়া বলিল "আমি বলব দিদিসাহেব বিমানবাবু কোথা আছে?"

মণি বলিল "কোথা?"

দাসী বলিল "আজ আমি যখন ও পাড়া দিয়ে আসছিলুম, তখন একটা বাড়ীতে তাকে দেখেছি। ঘরের জানলার কাছে বসে মদ খাচ্ছিল, আমায় দেখবামাত্র তাড়াতাড়ি দরজা জানলা বন্ধ করে দিলে।

যদিও সে এক মুহূর্ত্তের দেখামাত্র, তবুও আমি চিনেছি সে বিমানবাবু বই আর কেউ না।"

মণি রুদ্ধশ্বাসে বলিল "সে কার বাড়ী ?"

দাসী ইতস্ততঃ করিয়া বলিল "সে আপনার সইয়ের বাড়ী।"

"বটে" মণির ললাট কুঞ্চিত হইয়া গেল, সে নীরবে আকাশ পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অনেক্ষণ পরে চোখ ফিরাইয়া বলিল "আমার সঙ্গে এখনি তোকে যেতে হবে। আমার গায়ের কাপড়খানা নিয়ে আয়।"

বিস্মিত হইয়া দাসী বলিল "কোথা যাবেন ?"

মণি বলিল "সেইখানে, যেখনে বিমান আছে।"

দাসী বলিল "রাত হয়ে গ্যাছে, সেখানে এখন—এত রাত্রে যাবেন ?"

মণি একটু হাসিল আমার আবার ভয় কি ? আমার মান সম্ভ্রম, লজ্জা কি আছে ? আজি নিজের জন্যে নিজে ; কিন্তু আমি এত কাল যখন নিজেকে রক্ষা করে এসেছি কি, এখনও রক্ষা করতে পারব। তুই চাদরখানা নিয়ে আয় আমার সঙ্গে।"

দাসী নীরবে চাদরখানা আনিয়া তাহার হাতে দিল। মণি চাদরখানা দিয়া নিজেকে বেশ করিয়া ঢাকিয়া ফেলিয়া বলিল "আয় আমার সঙ্গে।"

দাসী ইতস্ততঃ করিয়া বলিল চাকরটাকে সঙ্গে নিলে হোত না ?"

ফিরিয়া মণি বলিল "কেন ?"

দাসী বলিল "যদি বিমানবাবুর কোনও দরকার হয়।"

মণি ভাবিয়া বলিল "হ্যাঁ, তাকেও নিতে হবে।"

দাসী ও ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া মণি পথে বাহির হইয়া পড়িল।

খানিকদূর গিয়া একখানা বাড়ীর সামনে থামিয়া পড়িয়া দাসী বলিল "এই বাড়ী।"

সামনের দরজা খোলা ছিল। গৃহমধ্যে নারী-কণ্ঠোত্থিত সঙ্গীত, সঙ্গে সঙ্গে বহুকণ্ঠের তারিফ শুনা যাইতেছিল। সকলের কণ্ঠ ছাড়াইয়া আর একটী উচ্চকণ্ঠ মণির কাণে আসিয়া বাজিল। এ কার কণ্ঠ, বিমানের না? হঁা, সেই তো বটে, ওই যে—ওই আবার তাহার কণ্ঠস্বর।

মণি থমকিয়া দাঁড়াইল, হৃদয় তাহার ভীষণভাবে স্পন্দিত হইতেছিল। এত অসংযত, এত হালকা? ছি ছি, ঘৃণা ধরাইল যে।

দাসী বলিল "দাঁড়ালেন যে?"

মণি প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল "না, চল।"

বড় ঘরটার ভিতর মণ্ডলাকারে সব বসিয়া। মণি দেখিল, বিমান একপাশে বসিয়া মদ ঢালিতেছে ও খাইতেছে।

কি বিশ্রী আকৃতি তাহার? এ কি সেই বিমান? কোথায় সে পুষ্ট সুন্দর দেহখানি, সে আনন্দিত মুখখানি কই? এ যে পিশাচের রাজ্যে সেও পিশাচ হইয়া বসিয়া মদ খাইতেছে।

মণি দরজার উপর দাঁড়াইতেই সকলে সচকিত হইয়া উঠিল, প্রথমটা কেহই কথা কহিতে পারিল না। বিমান তাড়াতাড়ি বোতল গ্লাস পিছনে ফেলিয়া বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া রহিল।

একজন লাফাইয়া উঠিল "মণি—মণি বাইজি—তুমি?"

মণি ঘৃণিতনেত্রে সে দিকে চাহিয়া কর্কশকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "তফাৎ যাও সয়তান, এগিয়ো না।"

বিমানের নিকটে গিয়া দাঁড়াইয়া সে ধীরকণ্ঠে বলিল "উঠে এসো।"

বিস্মিত বিমান কথা কহিতে পারিল না, শুধু চাহিয়া রহিল।

মণি তাহার হাতখানা ধরিল "ওঠো, চল বলছি।"

বিমান সচকিত হইয়া উঠিল "একি, তুমি মণি?"

মণি ধীর স্বরে বলিল "হঁ্যা, আমিই। তুমি ওঠো, বেরোও এখনি।"

বিমান তাহার হাত ছাড়াইয়া লইল, বলিল "না, আমি যাব না। তুমি এখানে কেন, যাও এখান হতে।"

মণি বলিল "আমি তোমায় না নিয়ে যাব না।"

বিমান ব্যগ্র কণ্ঠে বলিল "না মণি, তোমায় যেতেই হবে। ওই দেখ, এই সয়তানগুলো তোমার পানে তাকিয়ে হাসছে, এ আমার সহ্য হচ্ছে না, তুমি বেরিয়ে যাও।"

মণি বলিল "যাচ্ছি, তুমি চল।"

বিমান মাথা নাড়িয়া বলিল "আমি তো বলেছি—আমি যাব না।"

দৃঢ়কণ্ঠে মণি বলিল "কেন যাবে না?"

বিমান তাহার কঠোর দৃষ্টি হইতে বাঁচিবার জন্য মাথা নত করিল। মণি তাহার হাত আবার ধরিল "চল বিমান, এমন করে সবার সামনে আমায় আর অপদস্থ কর না। তোমার জন্যে ঢের লাঞ্ছনা সহ্য করেছি, আর অপমানিত কোর না বলছি। যদি আমায় একটুও ভালবাস বিমান, তবে উঠে এস।"

বিমান বলিল "আমি যাব না মণি। স্পষ্ট কথা বলছি, আমি তোমায় বড় ভয় করি, আমি তাই তোমার সঙ্গে যাব না। আমি তাই তোমার বাড়ীর পথটাতেও যাই নে, এখানে এসে পড়ে আছি। এখানে বেশ মদ পাচ্ছি, স্ফূর্ত্তি করছি। আঃ, কি আরাম এতে—"

বোতলটা লইয়া সে মুখে অনর্গল মদ ঢালিতে লাগিল। মণি

বোতল কাড়িয়া লইয়া রুক্ষকণ্ঠে বলিল "হয়েছে, যথেষ্ট মদ খেয়েছ, এখন বাড়ী চল।"

বিমান বলিল "বাড়ী যাব ?"

মণি বলিল হ্যাঁ, আমার বাড়ী নয়, আমার কাছে নয়, নীতার কাছে তোমায় যেতে হবে।"

বিমান বলিল "যাব, আগে আমায় সব মদ খেতে দাও তবে যাব, নচেৎ আমি কিছুতেই যাব না।"

বাস্তবিক সে কিছুতেই নড়িতে চায় না দেখিয়া মণি বোতল তাহার হাতে দিল। এক নিঃশ্বাসে সমস্ত মদটা খাইয়া বিমান বলিল "চল, আমায় ধরে নিয়ে যেতে হবে, আমি নইলে পড়ে যাব।"

মণি নিজের ভৃত্যকে ডাকিল। তাহার স্কন্ধে ভর দিয়া বিমান বাহির হইল, মণিও বাহির হইল, গৃহের সকলে অবাক হইয়া বসিয়া রহিল।

মণি ভৃত্যকে আদেশ করিল "বাবুকে বাড়ী নিয়ে যাও, একেবারে ঘরে পৌঁছে দিয়ে তবে আসবে।"

বিমানের পানে চাহিয়া সে বলিল "তুমি আমার বাড়ী যেয়ো, আমি তোমার মদের বন্দোবস্ত করে দেব। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ওই ছোটলোকগুলোর সঙ্গে মিশে এমন করে মদ খেয়ো না।"

জড়িতকণ্ঠে বিমান বলিল "কিন্তু আমার খুব বেশী মদ চাই।"

মণি বলিল "তাই দেব তোমায়।"

"তবে আসব" বলিয়া বিমান নিজেই চলিতে গিয়া পড়িয়া গেল, মণি ভৃত্যকে বলিল একখানা গাড়ী করে নিয়ে এসে বাবুকে নিয়ে যাও।"

নিকট দিয়া একখানা গাড়ী যাইতেছিল, সেইখানা ঠিক করিয়া তাহাতে বিমানকে উঠাইয়া দিয়া মণি বাড়ী ফিরিয়া গেল।

[২৫]

মুক্ত প্রকৃতি বিমানের গৃহে বাস করা একেবারেই অসম্ভব। কি সয়তানের বুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া সে জনৈক বারাঙ্গনার গহনা চুরি করিয়া কাশী পলাইল তাহা সেই জানে।

আনন্দ করিতে সে কাশী আসিল, এখানে তাহার পরিচিত অনেক লোকও ছিল বটে, এবং এখানে আসিলে পুলিসে বা মণি তাহার সন্ধান পাইবে না ইহা সে বেশ জানিত। পুলিসকে সে তত ভয় করিত না, যতটা ভয় মণিকে করিত। সময় সময় তাহার মন বড় বিদ্রোহী হইয়া উঠিত—কি অধিকার আছে তাহার 'পরে মণির—যাহাতে সে এমন ভাবে যেখানে সেখানে তাহার অনুসরণ করিয়া চলে? আর তাহার দৃষ্টিও কি এমন তীক্ষ্ণ যে কিছু এড়াইয়া যাইবার যো নাই। বিমান যেখানে যাক্, যাহাই করুক, মণি তাহা জানিবেই, আর বিধাতারও কি অন্যায় অবিচার—বিমানও ঠিক মণির সামনে পড়িবেই।

নীতার জন্য বিমানের কিছুমাত্র ভাবনা ছিল না। সে জানে নীতার একটা কথা বলিবার সাহস নাই। সে জানে নীরবে সেবা করিতে, নীরবে চোখের জল ফেলিতে। দাদার অভিমানে তাহার দৃক্‌পাত ছিল না। ভালই তো, দাদা একটা কথাও বলে না। কিন্তু কি হতভাগা এ মণিটা; বিমানকে কয়েকদিন খাইতে দিয়া কয়েকদিন যত্ন করিয়া সে যেন তাহাকে একেবারে কিনিয়া লইয়াছে এমনি ভাব দেখায়। কেন বিমান তাহার কাছে ক্রীতদাস হইয়া থাকিবে, কেন তাহার আদেশ সে শুনিবে?

কিন্তু সামনা সামনি সে আসিয়া দাঁড়াইলে বিমান আর মাথা তুলিতে পারিত না।

মণি যখন তাহাকে বাড়ী লইয়া আসিল,—তখন সে বিশেষ ভাবেই বুঝিল যে,—সহজে মণি আর তাহাকে ছাড়িবে না।

কিন্তু সে যে অসঙ্গত অন্যায় কার্য্য করিয়া আসিয়াছিল,—তাহার জন্য তাহার মনে মহুর্মুহু একটা আশঙ্কা জাগিয়াই থাকিত। আশে-পাশে কোন কিছু শব্দ হইলেই সে মনে করিত,—ঐ বুঝি তাহাকে ধরিতে পুলিশ আসিয়াছে।

অত্যধিক নেশার প্রেরনাই তাহাকে ঐ পাপ কাজ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। নচেৎ বিমান এমন নিষ্ঠুর বা নির্দ্দয় ছিল না,—যাহাতে সে একটা কাঁচাপ্রাণ নির্ম্মমভাবে নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে।

নেশা মানুষকে এমনই পিশাচে পরিণত করে বটে। নেশাখোর মানুষের নেশার দ্রব্য যখন জোটে না,—তখন সে তাহা পাইবার জন্য—ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ—মানুষিক-অমানুষিক কোন কিছুরই বিচার করিতে পারে না। যেমন করিয়াই হোক—তাহাকে নেশার প্রয়োজন মিটাইতে হইবে। চুরি-ডাকাতি-খুনজখম—কোন কিছুতেই সে পিছ-পা হইবে না।

বিমানের অবস্থা তাহাই হইয়াছিল হাতে তাহার এক পয়সাও ছিল না; অথচ নেশা না হইলে তাহার চলে না। কি করিবে সে? উপায় উদ্ভাবনের চিন্তায় সে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। নেশার অভাব যতই বাড়িতে লাগিল,—তাহার মনও তেমনি হিতাহিত জ্ঞান বিসর্জ্জন দিয়া সব কিছু অন্যায়—করিতে যেন মরিয়া হইয়াই উঠিল।

ফলে একদিন রাত্রে এক বারাঙ্গনার গৃহে প্রবেশ করিল।

পকেটে তাহার কিছু ছিল কি না, তাহা আর আগে কে দেখিতে যায় আর—কেহ যে শূন্য পকেটে বেশ্যাবাড়ী ঢুকিতে পারে—এমন বিশ্বাসও

কোন গণিকা করিতে পারে না। বিশেষ বিমান আর যাই হোক,—দেখিতে ছিল প্রিয়দর্শন—সুপুরুষ। লেখাপড়াও শিখিয়াছিল ;—চালচলনেও তার আভিজাত্যের একটা ছাপ দেখিতে পাওয়া যাইত।

সুতরাং যে-স্ত্রীলোকটির বাড়ী সে ঢুকিল,—সে তাহাকে কোন প্রকার সন্দেহ করিল না। উপরন্তু—আমোদ-প্রমোদ করিতে যাহা-যাহা আবশ্যক, সে পূর্ব্বাহ্নেই নিজের অর্থে তাহা বাজার হইতে আনাইয়া ফেলিল।

বাবুর নিকট ত এখনই দাঁও মারিতে পারিবে,—সুতরাং সে বিষয়ে তাহার আর চিন্তা কি ?

মদ খাইতে খাইতে বিমান এক সময় চকিতে চাহিয়া দেখিল,—জানালায় একটা ছোট শিশি রহিয়াছে,—লেখা আছে—আর্শেনিক (বিষ)।

কিজন্য যে সেখানে আর্শেনিক ছিল,—তাহা সে বেশ্যাটাই বলিতে পারে। আর্শেনিকের শিশি দেখিয়া বিমানের মাথায় কিন্তু চট্ করিয়া একটা কুমতলব জাগিয়া উঠিল।

তাহার পর স্ত্রীলোকটি যেমনই একবার কক্ষান্তরে সরিয়া গিয়াছে তখনি বিমান পাত্রে মদ ঢালিয়া তাহার সঙ্গে আর্শেনিক মিশাইয়া দিল—এবং স্ত্রীলোকটি আসিলে—গভীর প্রণয়ের ভাণ করিয়া বলিল,—নাও বিবি টেনে নাও এক পাত্তর। ···মনটা একটু রাঙিয়ে নাও,—তারপর চলুক স্ফুর্ত্তি।

স্ত্রীলোকটি তাহার কূটকৌশল কি ভাবে বুঝিবে। তাহার ব্যবসায়—গণিকাবৃত্তি। আগন্তুক পুরুষের মন যোগাইয়া চলা—তাহাদের ব্যবসায়ের একটা অঙ্গ—তা সে ইচ্ছাসত্ত্বেই হোক আর অনিচ্ছাস্বত্বেই হোক।

সে কোনপ্রকার দ্বিধা না করিয়া সেই আর্শেনিক মিশ্রিত মদ্য নির্ব্বিকার চিত্তে পান করিয়া ফেলিল।

খানিক পরেই তাহার ক্রিয়া আরম্ভ হইল। স্ত্রীলোকটি প্রথমত মনে করিল,—মদটা তেজী,—তাই চট্ করিয়া বেশী নেশা ধরিয়া গেল!

ক্রমশঃ ঝিমাইতে ঝিমাইতে সে একেবারে এলাইয়া পড়িল এবং বিমান যখন বুঝিল,—তাহার জ্ঞান-চৈতন্য ত নাইই,—উপরন্তু তাহার জীবন যাইতেও বিলম্ব নাই,—তখন সে একে একে তাহার সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া লইয়া বাড়ীর বাহির হইয়া রাত্রির আঁধারে গা-ঢাকা দিয়া কোথায় সরিয়া পড়িল।

পরদিন প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটা সম্যক প্রকাশ হইয়া পড়িল। পুলিশ আসিল তদন্ত করিল ক্রমশঃ ব্যাপার একেবারে সঙ্গীন হইয়া উঠিল।

এবং সঙ্গে সঙ্গে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য চতুর্দিকে পুলিশের লোক ছুটিল।

বিমান মনে করিয়াছিল, পাপ করিয়া সে আত্মগোপন করিতে পারিবে? কিন্তু তাহার বিবেক যেন বরাবরই তাহাকে দংশন করিতে লাগিল। এবং বিবেকের দংশনে তাহার চিত্ত এমন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল যে,—নিজের সম্বন্ধে সে তেমন সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারিল না।

এমন সময় মণি একদিন তাহার সংবাদ পাইয়া—তাহাকে অন্য একটি বারবনিতার-গৃহে গিয়া আবিষ্কার করিয়া ফেলিল।

পরের কথা পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

মণির ওখানে দিন দুই তিন থাকিয়া—সে আবার বাহিরে বাহির হইয়া পড়িল। এবং নানা দিক ঘুরিতে ঘুরিতে—একদিন সে দেশের অভিমুখে যাত্রা করিল।

কিন্তু সে যেমন কাশী ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিয়াছে—অমনি পুলিশ আচম্বিতে কোথা হইতে আসিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিল।

বিমানের বন্ধু অতুল অনতিবিলম্বেই সমস্ত সংবাদ পাইল। সংবাদ গুরুতর! অতুলের অন্তর বন্ধুর জন্য হাহাকার করিয়া উঠিল!

খুনের দায়ে—বিমানের যে কি প্রচণ্ড শাস্তি হইতে পারে, তাহা কল্পনা করিয়া সে বার বার শিহরিয়া উঠিতে লাগিল।

এবং কি উপায়ে বন্ধুকে রক্ষা করিতে পারা যায়, অবিরতই সেই চিন্তায় সে অস্থির হইয়া উঠিল।

সে বুঝিয়া দেখিল,—তাহার দাদা বিমল বাবুকে সংবাদ দেওয়াই দরকার। সুতরাং সে কালবিলম্ব না করিয়া বিমলের বাড়ীর উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল।

বিমলের দরজায় উপস্থিত হইয়া অতুল তাঁহাকে ডাকাডাকি করিতে আরম্ভ করিল। অনু বিরক্ত হইয়া বারাণ্ডা হইতে চেঁচাইয়া বলিল "ঘরে বসে হাঁ করে বই পড়ছেন, বাইরে একটা মানুষ যে ডেকে ডেকে গলা ভাঙ্ছে সেটা বুঝি কাণে আসছে না।"

বিমল উত্তর দিলেন না, বইখানা রাখিয়া উঠিলেন।

অনু তাহা লক্ষ্য না করিয়া আপনার মনেই বলিল "মুখ দেখাবে কি করে? দেখাবার মত থাকলে দেখাবে তো? এখনি লোকে ঠাট্টা করবে গায়ে থুতু দেবে কিনা, ঘরে লুকিয়ে থাকলেই দিন চলবে।"

বিমান বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দীপ্তনেত্রে স্ত্রার পানে চাহিয়া বলিলেন "আমাকে লোকে যা খুসি বলুক তাতে তোমার কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নেই অনু। আশা করি, আমার বিষয় নিয়ে মিথ্যে বকে তুমি মাথা

ধরাবে না। তোমার নিজের কাজ তুমি কর গিয়ে, আমায় জ্বালাতন কোর না, এইটুকুই তোমার কাছে আমার প্রার্থনা।"

তিনি বাহিরে আসিয়া দেখিলেন—অতুল বারাণ্ডায় একখানা বেঞ্চে বসিয়া আছে।

তাঁহাকে দেখিবামাত্র সে লাফাইয়া উঠিল "এই যে, আপনি শুনেছেন সব বোধ হয়?"

বিমল মলিন মুখে বলিলেন "কি?"

অতুল বিস্মিত হইয়া বলিল "বিমানের গ্রেপ্তারের কথা শোনেন নি?"

বিমল বেঞ্চে বসিয়া বলিলেন "সামান্য একটু বাড়ীর মধ্যে শুনেছি বটে। আজ দুদিন শরীরটা খারাপ করার জন্য মোটে বাড়ীর বার হইনি, বাইরের কোন খবরও রাখিনি। তুমি সব শুনে এসেছ বোধ হয়?"

অতুল বলিল "নিশ্চয়ই।"

বিমল বলিলেন "সেই চুরির অপরাধেই সে গ্রেপ্তার হয়েছে?"

অতুল বলিল "হ্যাঁ, তাইতেই।"

বিমল বলিল "কোথা হতে সে গ্রেপ্তার হলো?"

অতুল বলিল "কাশী হতে। শুনলুম সে দেশে ফিরবে বলেই ষ্টেশনে এসেছিল, পুলিস সেখানে তাকে ধরেছে। আজ সকালে মাত্র সে এখানে এসে পৌঁছেচে। আমি এই তার সঙ্গে দেখা করে আসছি।"

উৎসুক হইয়া বিমল বলিলেন "কি রকম দেখলে তাকে?"

অতুল বলিল "সে এমন ভাবে রয়েছে যেন তার কিছুই হয়নি। আমি তার বিপদের গুরুত্ব তাকে বুঝাতে গেলে সে শুধু হো হো করে হাসতে লাগল। জেলের ভয় সে মোটেই করে না। সে বলছে—এখন

সে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে বাস করতে পারবে, ভাইয়ের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক থাকবে না।"

বিমল মুখ ফিরাইলেন. চোখ সজল হইয়া উঠিয়াছিল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল।. অনেকক্ষণ পরে বলিলেন "আমার কথা কিছু বলছিল?"

অতুল বলিল "শুধু বললে—দাদাকে আমার প্রণাম দিয়ো, বলো মার্জ্জনা করতে।"

মার্জ্জনা—বিমল মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিয়া ফেলিলেন। রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন "অতুল—সে জানে না, সে বুঝতে পারছে না আমি তার সেই দাদাই আছি, আমার বুক আজও তার কথায় ভরা। সে মাতাল, সে অসচ্চরিত্র—এ কথগুলো আমার বুকে এঁকে যেতে পারেনি। আমার মনে হয়, সে এখনো সেই ছোট ছেলেটী—যাকে আমি কোলে করে অহরহ নিয়ে বেড়ায়েছি। সে আমায় বুঝতে পারেনি. সে আমায় এখনও ভুল বুঝছে। জানিনে—কি করলে তার এ ভুল ঘুচাতে পারব, কি করলে সে সেই ছোটবেলার মত ভাবতে পারবে আময়।"

তিনি নীরব হইয়া রহিলেন, অতুলও নীরব হইয়া রহিল।

অনেক্ষণ 'পরে অতুল বলিল "কোনক্রমে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে হবে তো?"

হতাশ হইয়া বিমল মাথা নাড়িয়া বলিলেন "কি উপায় করতে বল?"

অতুল বলিল "মোকর্দ্দমাটা ফাঁসিয়ে দিতে হবে, যাতে তার জেল না হয়। কিছু টাকার দরকার।"

বিমল বলিলেন "টাকা আমি এখনি দিচ্ছি, যত টাকার দরকার সব টাকা দেব। টাকার জন্যে কিছু ভয় নেই তোমার। ভাইকে বাঁচাতে

ভাইয়ের যদি সর্ব্বস্ব যায় সে তাতেও রাজি আছে। আমার সব চেয়ে সে অতুল, কারণ তার কেউ নেই। জগৎ তাকে ধ্বংশের মুখেই এগিয়ে দিচ্ছে, ভাই ভিন্ন আর কেউ বুকের আড়াল দিয়ে তাকে ঢাকতে পারবে না। কত লাগবে এখন বল, এখনি দিচ্ছি।"

অতুল একটু ভাবিয়া বলিল "টাকা পরে দেবেন। এখন মণিকে হাত করতে হবে, আপনি ভিন্ন সে আর কে করবে বলুন?"

বিমল বিস্মিত হইয়া বলিলেন "মণিকে হাত করে লাভ?"

অতুল বলিল "আপনি নিজে উকিল, আপনাকে এ কথাটা বুঝিয়ে দিতে হবে? আমার দৃঢ়বিশ্বাস মণি তাকে বাঁচাতে প্রাণপণ চেষ্টা করবে। আপনি নিজেও জানেন—বিমানকে সে বাস্তবিকই যত্ন করে।"

ভাইকে যে ভালবাসে যত্ন করে, তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতায় বিমলের হৃদয় ভিজিয়া উঠিল; তিনি বলিলেন হ্যাঁ, সে যথার্থই ভালবাসে বিমানকে, আমি কি করে তাকে হাত করব বলে দাও।"

অতুল বলিল "আপনাকে কিছু করতে হবে না, শুধু আমার সঙ্গে তার বাড়ীতে আপনাকে একবার যেতে হবে।"

"তার বাড়ী?" বিস্ফারিত নেত্রে বিমল তাহার পানে চাহিলেন।

অতুল দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন হ্যাঁ, তার বাড়ী। অসচ্চরিত্রা বলে প্রসিদ্ধ হলেও বাস্তবিক তা নয় তা আমি জেনেছি। তার মুখ যেমন নিষ্পাপ সে রকম প্রায় দেখিনি। আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন? আমার সঙ্গে যাবেন, আবার আসবেন। আমাকে বিশ্বাস করেন তো?"

বিমল বলিলেন "কবে যেতে হবে?"

অতুল বলিল "আজই সন্ধ্যার সময়।"

বিমল বলিলেন "সন্ধ্যার সময় কেন, এখন?"

অতুল বলিল "এখন যেতে কোনও আপত্তি নেই, কেবল লোকনিন্দের ভয়। যদি কেউ দেখে, বিশ্বাস করবে না আমরা ভাল উদ্দেশ্যে গ্যাছি।"

বিমল কথাটা বুঝিয়া বলিলেন "ঠিক কথা বলেছ। তবে তুমি একটু বস, আমি তৎক্ষণ জামাটা গায়ে দিয়ে আসি। সন্ধ্যে হবার আর বেশী দেরী নেই।"

তিনি চলিয়া গেলেন, অতুল বসিয়া রহিল।

[২৭]

সন্ধ্যাবেলা মলিনার কাছ হইতে ফিরিয়া মণি কেবলমাত্র জামা কাপড় খুলিয়া মুখ হাত ধুইতেছে, সেই সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল "দুটী বাবু এসেছেন দেখা করতে।"

মণির মনটা সেদিন মোটেই ভাল ছিল না, সে হুকুম দিল "হাঁকিয়ে দাও, আমি কারোও সঙ্গে দেখা করতে পারব না। বলগে—আমার শরীর বড্ড খারাপ হয়েছে, আমি শুয়ে পড়েছি।"

ভৃত্য চলিয়া গেল, পর মুহূর্ত্তে ফিরিয়া আসিয়া বলিল "বাবু বলছেন, ভারি বিপদ, একবার দেখা করলে সব ভাল হতে পারে।"

কে এ লোক দুটি মণি বুঝিতে পারিল না, কিন্তু বিপদ শুনিয়াই সে দমিয়া গেল। নিজের জন্য তাহার একটুও চিন্তা ছিল না, যত ভয় তাহার বিমানের জন্য। সে একটু ভাবিয়া বলিল "নিয়ে এস বাবুদের।"

বিমল ও অতুল আসিয়া যখন দাঁড়াইলেন তখন মণি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া পড়িল। বিমলবাবু যে নিজে কেন আজ তাহার বাড়ী আসিয়াছেন তাহা সে বুঝিতে পারিল না, শুধু নির্ব্বাকে চাহিয়া রহিল।

বিমল শান্তকণ্ঠে বলিলেন, "বোস তুমি. তোমার সঙ্গে আমার গোটাকতক কথা আছে বলে আমি নিজেই আজ তোমার বাড়ীতে এসেছি। তুমি দাঁড়িয়ে থেক না—বসো একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে।"

মণি একটু সাহস পাইয়া একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল। বলিল "আমায় একবার আদেশ করলে আমিই যেতুম. আপনার এত কষ্ট করে আসবার কোন দরকার ছিল না।"

বিমল বলিলেন "তা হল না বলেই এসেছি। তুমি বোধ হয় জানো আমার বাড়ীটা নিরাপদ নয়, সেখানে এসব কথা আমি পছন্দও করিনে।"

মণি একটু হাসিল, বলিল "কি কথা আপনার বলুন?"

বিমল বলিলেন "তুমি বোধ হয় জানো পুলিশে বিমানকে কাশী হতে গ্রেপ্তার করে এখানে নিয়ে এসেছে?"

মণি বিস্ফারিত নেত্রে বিমলের পানে চাহিয়া রহিল। কথাটা বজ্রাঘাতের মতই তাহার বক্ষে বাজিল, সে তাই অনেকক্ষণ একটা কথাও বলিতে পারিল না। নরমসুরে বিমল বলিলেন "শোননি একথা?"

মণি দীর্ঘনিঃশ্বাস প্রশমিত করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল "না, আমি এই প্রথম আপনার মুখে সেকথা শুনছি।"

অতুল বলিল "এখন কর্ত্তব্য কি সেইটা ভেবে ঠিক করাই হচ্ছে আসল কথা।"

মণি হতবুদ্ধির মত তাহার পানে চাহিল, কথা কহিল না।

বিমল বলিলেন "বাস্তবিক সেই জন্যেই তোমার কাছে এসেছি। তোমার এতে একটু সহায়তা চাই, আমার নিজের ক্ষমতায় সব কুলাবে না।"

মণি সবেগে বলিল "কি করতে বলছেন আমাকে বলুন। বিমানকে মুক্ত করতে যা দরকার আমি তাই করব। আমার সমস্ত সম্পত্তি দিয়েও যদি সে মুক্ত হয়—"

বাধা দিয়া বিমল বলিলেন "আমি জানি তুমি তাকে বাঁচাবার জন্যে তোমার শেষ কপর্দ্দকও দান করবে। কিন্তু অতটা দরকার হবে না মণি, যত টাকা খরচ হবে তা আমিই দেব, কারণ সে আমার ভাই। আমার যদি না থাকত তুমি দিতে পারতে। যার গহনা চুরি গ্যাছে তাকে যদি তুমি হাত করতে পার, তবে—"

মণি বলিল "আমি এখনি যাব তার বাড়ী। সে যাতে মোকর্দ্দমাটা উঠিয়ে নেয়, তার জন্যে আমি চেষ্টা করব। তাকে তার গহনার দাম ধরে দিলে আরও কিছু বেশী দিলে বোধ হয় রাজি হতে পারে।"

সন্তুষ্ট হইয়া বিমল বলিলেন "তবে তাই কর মণি। আমি তোমার 'পরে এ ভার দিচ্ছি, যাতে বিমান মুক্তি পেতে পারে তাই করবে তুমি। তোমাকে আর বেশী কিছু বলবার মত আমার কথা নেই।"

তিনি উঠিলেন, অতুলও উঠিল। মণি সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইয়া বলিল "কাল সকালে অতুলবাবু একবার আসবেন আপনি, আমি এখনি সে বাড়ীতে যাচ্ছি, যা ফলাফল হয় আপনাকে জানাব।"

সম্মত হইয়া অতুল বিমলের সহিত বাহির হইয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে তখনও ভাল করিয়া সূর্য্যের কিরণ ধরাগাত্রে আসিয়া পৌঁছায় নাই, সেই সময় অতুল মণির বাড়ী আসিয়া পৌঁছাইল।

মণি তখনও পূজার গৃহে। দাসী অতুলকে বসাইয়া তাহার খবর দিতে গেল।

অতুল আসিয়াছে শুনিয়া মণি তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। তাহার ললাটে তখনও ধূলা লাগিয়া আছে, তাহা মুছিতে সে ভুলিয়া গিয়াছিল।

তাহার এই নূতন বেশ দেখিয়া অতুল আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া রহিল। মণি মুখ ফিরাইয়া সংযতকণ্ঠে বলিল "আপনি এসেছেন সেই খবরটা জানতে ?"

লজ্জিত অতুল তাড়াতাড়ি চোখ ফিরাইয়া বলিল "হ্যাঁ, সেই খবরটা জানবার জন্যেই বটে। বিমলবাবু ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তিনি নিজে এ সময় আসতে পারলেন না, আমায় পাঠিয়ে দিলেন।"

মণি একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "তাঁকে বলবেন, কিছুতেই কিছু হল না, সে কিছুতেই কথা শোনে না।"

অতুল বিবর্ণ মুখে বলিল "কি রকম ?"

মণি একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল, বলিল "সে কি ভেবেছে তা সেই জানে। আমি শুনলুম—পুলিসে সে যে এজাহার দেছে, তা বাস্তবিকই বড় ভয়ানক। সে বলছে, বিমান তাকে খুন করবার চেষ্টায় ছিল, সে তাকে বিষ খাইয়েছিল, তাতে সে অজ্ঞান হইয়া পড়েছিল ; সেই সুযোগে বিমান তার গায়ের সব গয়না আর বাক্স ভেঙ্গে নগদ টাকা যত ছিল আরও অনেক গয়না ছিল নিয়ে পালিয়েছে। যে ডাক্তার তাকে চিকিৎসা করেছেন, তিনিও বিমানের বিপক্ষে সাক্ষী দিতে দাঁড়িয়েছেন।"

অতুল শুষ্ককণ্ঠে বলিল "সর্ব্বনাশ, এখন উপায় ?"

মণি বলিল "আমি কাল রাত্রে তাকে অনেক বুঝিয়েছি, যা হবার তা হয়ে গ্যাছে, এখন সে গোলমাল করে দিলে বিমান নিষ্কৃতি পায়, কিন্তু সে তাতে ভয়ানক চটে উঠে আমায় তখনি বার হয়ে যেতে বলে। আমি

তাকে আমার যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে হাত জোড় করে বিমানের মুক্তি প্রার্থনা করলুম, কিন্তু সে একটা কথাও শুনলে না।"

তাহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সে অঞ্চলে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিল "তারপর মনে ভাববেন না আমি সেখান হতেই বাড়ী ফিরে এলুম। তারপর গেলুম ডাক্তারের বাড়ী; তাঁকে অনেক টাকা দেবার বন্দোবস্ত করে ঠিক করেছি, তিনি অস্বীকার করবেন বিষ দেওয়া হয় নি। পানে অতিরিক্ত দোক্তা খেয়ে নেশায় স্ত্রীলোকটী অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল।"

উৎসুক হইয়া অতুল বলিল "তবে কি সত্যই সে বিষ দেছ্‌ল ?"

নিরাশাপীড়িত কণ্ঠে মণি বলিল "হ্যাঁ সে কথা সত্যি। বাস্তবিকই তাঁর এমন অধোগতি হয়েছে টাকার জন্যে, মানুষ খুন করতে যেতেও পিছাই নি। নেশা মানুষকে এমনই অপদার্থ করে তোলে।

অতুল নীরবে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। মণি বলিল "তারপর সেই স্ত্রীলোকটীর ঝিকে চাকরকে আমি হাত করেছি। তারা মিথ্যা কথা বলতে রাজি হয়েছে। আমি এদিককার সব ঠিক করেছি, শুধু তার কথায় কিছু হবে না। আমিও আদালতে হাজির থাকব, প্রমাণ করে দেব—হিংসাতে সে এরকম করে মিথ্যা অভিযোগ এনেছে। এখন যে কাজটা সব চেয়ে বেশী, সেইটা শুধু বাকি আছে।"

অতুল বলিল "কি ?"

মণি বলিল "বিমানকে রাজি করা। জানেন সে মাতাল হোক, অসচ্চরিত্র হোক, তবু মিথ্যা কথা জীবনে বলেও নি, বলবেও না, এতে তাকে আজীবন দ্বীপান্তরে বাস করতে হয় সেও ভাল। আমি এদিকে সব ঠিক করলেও ভাবছি, সে হয়তো সব কথা আদালতে প্রকাশ করে

ফেলবে। আপনাদের কাছে আমার এই প্রার্থনা—তাকে রাজি করবার ভারটা আপনারা নিন। যাতে সে সব কথা ঝেড়ে ফেলে দেয়।"

বাধা দিয়া অতুল বলিল "তুমি চল না কেন মণি, তোমার কথা সে যত শুনবে আমাদের কথা তেত শুনবে না।"

মণি বিমর্ষ মুখে বলিল "আমার যাওয়া অসম্ভব। জানেন না সে আমায় কি চোখে দেখে। আমি তার এক একটা কথায় তাকে বেশ বুঝতে পারি। সে আমায় ভালবাসে যেমন, ঘৃণাও করে তেমনি; আপনারা গেলে ঠিক ফল হবে, আমায় সে একটা কথাও বলবে না?

অতুল বলিল "বেশ, আমরা আজ যাব'খন সেখানে, যদি ফল না হয় তখন তোমায় খবর দেব।"

মণি বলিল "খবরটা যেন আজই পাই, নইলে কোনমতেই তাকে রক্ষা করতে পারব না তা জানেন।"

"আজই খবর দেব'খন।"

অতুল চলিয়া গেল। মণি দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

অপরাধ যদি সপ্রমাণ হয় তাহা হইলে?

তাহা হইলে কি হইবে তাহা কি বলিবার? স্পষ্ট সামনে জাগিয়া আছে তাহার দ্বীপান্তর, হয় তো চিরজীবনের জন্যই সে চলিয়া যাইবে।

হায় হতভাগ্য, কেন এ সর্ব্বনাশ করিতে গেলে? তোমার মণির কি অর্থ ছিল না? কত অর্থ চাও তুমি—কত পাইলে তৃপ্তি তোমার? মণি তার শেষ কপর্দ্দকটীও তোমার পূজায় উৎসর্গ করিয়া দিবে। এত সঙ্কোচ কেন তোমার, মণির কাছে বলিতে কি তোমার মাথা কাটা যায়? যে

তোমায় দিতে চায় তুমি তাহার কিছু লইবে না, যে তোমায় দিবে না, তাহার নিকট তুমি লইবে ?

যদি সে সত্য বলে ?

মণির সকল আয়াস ব্যর্থ হইবে, মণির অর্থব্যয় ব্যর্থ হইবে, ভগবান তাহাকে সুমতি দাও, নিজের জীবন রক্ষা করিতে একটি মাত্র মিথ্যা কথা বলতে যেন সে দ্বিধা না করে।

তাহাকে দৃষ্টির আড়াল করিয়া মণির কর্ম্মময় জীবন ব্যর্থতায় হাহাকারে পূর্ণ করিয়া দিয়ো না নাথ।"

মণি অঞ্চল দিয়া চোখের দরদর প্রবাহিত অশ্রুধারা মুছিতে লাগিল।

দাসী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "চা আনব ?"

বিকৃতকণ্ঠে মণি বলিল "না এখন থাক্।"

[২৮]

বিচারের দিন পড়িয়াছিল সাতদিন পরে, বিমান তাহার জন্য একটুও চিন্তিত হয় নাই। তাহার যাহা শেষ পরিণাম তাহা সে ঠিক জানিয়াছিল। সে দিন বিমল ও অতুল তাহাকে বুঝাইতে আসিয়াছিলেন, সে তাঁহাদের কথা নীরবে শুনিয়া গিয়াছিল, কোন উত্তর দেয় নাই।

মিথ্যা কথা বলিবার প্রয়োজন ? যাহা হইবে তাহা অবশ্যই হইবে, তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিবার ক্ষমতা কাহারও নাই।

বিমানের ধারণা, তাহার পাপের ভরা এবার পূর্ণ হইয়া গিয়াছে,

তাহার তরী এবার ডুবনোন্মুখ, সে তরীকে দরকার কি আর টানিয়া তুলিয়া ভাসাইয়া—সে তরী ডুবিয়া যাক, দরকার নাই তুলিয়া।

বিমানের সব আশা ফুরাইয়াছে, সব সাধ মিটিয়াছে। বিমানের দৃষ্টি আর ইহলোকে সংবদ্ধ নহে, পরলোকের অস্তিত্ব সে আজ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছে। আর সে হাসিয়া উড়াইয়া দিবে না পরলোক নাই, আর সে হাসিয়া উড়াইয়া দিবে না দেবতা নাই, আর সে তর্ক করিয়া প্রতিপন্ন করিতে সচেষ্ট হইবে না এই জগতই সত্য আর সব মিথ্যা।

তাহা হইলে তাহাকেই যে বিষম ফাঁকিতে পড়িতে হয়, তাহার মরণেও যে শান্তি থাকে না। নাস্তিক ধর্ম্মশূন্য বিমান আজ আস্তিক হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, হৃদয়কে নিয়ত বুঝাইতেছে, আছে—পরলোক আছে, সেখানে সবারই দেখা পাওয়া যায়। এ জগতে যাহা মিলে না, সেখানে তাহা মিলে। জগতে শান্তি নাই সুখ নাই, কিন্তু সেখানে পূর্ণ শান্তি বিরাজিত।

তাই সত্য। দেবী, তুমি কোথাও নাই সেখানে আছ, এই সত্য, জলন্ত সত্য কথা। তুমি কোথাও নাই একথা ভাবিতে বক্ষ যে শতধা হইয়া যায়, তুমি সেখানে আছ ইহা ভাবিতে হৃদয় অনির্ব্বচনীয় শান্তিধারায় সিক্ত হইয়া যায়।

হতভাগ্য বিমান কিছুতেই সেই মলিন উদাস মুখখানা ভুলিতে পারিতেছিল না। রাক্ষসী গঙ্গা তাহাকে লইয়া গিয়াছে, আর ফিরাইয়া দিল না। আজ বিমানের হৃদয় শান্ত, কারণ সে আজ কোথাও নাই, সে পরলোকে।

অন্ধকার কক্ষমধ্যে বিমান চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল। সেই সময় ধীরে ধীরে কক্ষদ্বার উন্মুক্ত হইল, বাহিরের আলো কক্ষমধ্যে প্রবেশ

করিয়া কক্ষটা আলোকিত করিয়া তুলিল। বিস্মিতনেত্রে বিমান চাহিয়া দেখিল—দরজার উপর দাঁড়াইয়া একটী অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী। দ্বিতীয়বার দৃষ্টিক্ষেপে সে জানিতে পারিল, সে যুবতী তাহার পরিচিতা, সে মণি।

বিস্মিতভাবে টুল ছাড়িয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। ধীরে ধীরে ঘৃণা ও বিরক্তি আসিয়া তাহার হৃদয় ছাইয়া ফেলিল। সে যখন প্রার্থনা দ্বারা হৃদয়ের পাপ কতক প্রক্ষালন করিতে ব্যস্ত, তখন মণি আসিয়া জুটিল কেন? এ পাপের প্রতিমা যে! নারী, তোমার মোহময় রূপ আচ্ছাদিত কর, আবরণ দাও, বিমানের চোখের সামনে নিজেকে উন্মুক্ত করিয়া দিয়ো না।

মণি স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে ডাকিল "বিমান?"

"কেন?"

সে কণ্ঠ বড় তীব্র, বড় কঠোর। তীরের মত মণির বক্ষে বিদ্ধ হইল বটে, কিন্তু সে অবলীলাক্রমে তাহা সহ্য করিয়া ফেলিল। ভিতরে অগ্রসর হইয়া সে বলিল "আমি একটা কথা বলতে এসেছি।"

বিমান তেমনি কঠিনস্বরে বলিল "আমি তা জানি। কিন্তু মাপ কোর, আমি কোনও কথা শুনতে পারব না।"

মণি টুলের পাশে দাঁড়াইয়া বলিল "তুমি বসো, আগে আমার কথা শোন, তারপরে তোমার যা বক্তব্য থাকে তা বলো।"

বিমান আবার টুলে বসিল।

মণি বলিল "কি কথা আমি বলতে এসেছি তা জানো?"

বিমান স্থিরকণ্ঠে উত্তর দিল "জানি।"

মণি নীরবে তাহার মুখ পানে চাহিয়া রহিল। বিমান গম্ভীরকণ্ঠে

বলিল "দাদা যা বলতে এসেছিলেন সেই কথাই বলতে এসেছ তো তুমি ?"

মণি বলিল "হ্যাঁ।"

আমি তা পারব না। বিমান অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

মণি স্থিরকণ্ঠে বলিল "কেন পারবে না ?"

বিমান বলিল "মিথ্যা কথা বলে আমাকে রক্ষা করতে আমি চাই নে। বাস্তবিকই আমি সেই মেয়েটীকে মেরে ফেলবার জন্যে আর্সেনিক খাইয়েছিলুম। সে অজ্ঞান হয়ে পড়লে, আমি তার গয়না টাকা নিয়ে কাশী পালিয়েছিলুম। মিথ্যা কথা বলে আমার লাভ কি ?"

মণির কণ্ঠ ভার হইয়া আসিল, সে বলিল "তুমি খুন করতে গেছ্‌লে, শুধু ডাক্তারের চেষ্টাতেই মেয়েলোকটী বেঁচে গ্যাছে। এ কথা তুমি স্বীকার করবে ?"

বিমান বলিল "যা সত্য কথা তা নিশ্চয়ই বলব।"

মণি রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "জানো তার ফল কি ?"

বিমান বলিল "জানি, দ্বীপান্তর।"

মণির চোখ জলে ভরিয়া আসিল, চোখ ছাপাইয়া অবশেষে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তাহার কণ্ঠ একেবারে রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, অনেকক্ষণ সে কথা কহিতে পারিল না।

বিমান গম্ভীরকণ্ঠে বলিল "এতে দুঃখ করবার কোনও কারণ নেই মণি, আমার মনে হচ্ছে এ আমার পক্ষে খুব ভালই হবে, আমি দ্বীপান্তরে বসে আমার কৃতকাজের জন্যে অনুতাপ করব।"

মণি চোখ মুছিয়া কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিল "এ স্বেচ্ছার দণ্ড কেন মাথায় তুলে নিচ্ছ বিমান ? স্বাধীন জীবন যেমন শান্তিপ্রদ, পরাধীনতা

তেমন নয়। তুমি ইচ্ছে করলে এ দণ্ড হতে মুক্তি পেতে পার। কেবল তোমার একটী কথার অপেক্ষা মাত্র।”

বিমান বলিল “পরাধীন জীবনই আমার পাপের উপযুক্ত দণ্ড। ছাড়া পেলেই আবার আমি মদ খাব আবার পাপ কাজ করব। বন্ধ হয়ে থাকলে আমার নিজের ইচ্ছাবৃত্তি পরের দ্বারা প্রতিহত হবে, আমি ঠিক শাসনে থাকব। আমার মুক্তির একটী উপায় আছে মিথ্যা কথা। কিন্তু তুমি জানো, আমি কখনও মিথ্যা কথা বলিনি, নিজেকে রক্ষা করবার জন্যে ইচ্ছে থাকলেও আমি মিথ্যা কথা বলতুম না। আমি যথার্থ যা করেছি তাই বলব, এতে আমার মুক্তি হয় বা দণ্ড হয়, আমি তা মাথায় তুলে নেব।”

মণি স্থির দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া বলিল “তোমার নিজের যন্ত্রণার কথা মনে হচ্ছে না তোমার?”

হাসিয়া বিমান বলিল “খুব মনে আছে। যন্ত্রণাই আমার দণ্ড। আমি প্রাণপণে খুঁজ্‌ছি তাই। সে কি যন্ত্রণা মণি, শারীরিক সামান্য একটু যন্ত্রণা তো? হৃদয়ে আমার যে আগুন জ্বলছে, যে যন্ত্রণা আমি দিনরাত অনুভব করছি, তার চেয়ে দৈহিক যন্ত্রণা লক্ষগুণে ভাল মণি। আর না মণি, আর মিথ্যা কথা বলে নিজেকে রক্ষা করতে চাইব না। দরকার কি আর?”

মণি বলিল, “তোমার নিজের জন্য তোমার দরকার নেই, কিন্তু পরের জন্যে দরকার আছে।”

তীক্ষ্ণদৃষ্টি তাহার পরে নিক্ষেপ করিয়া বিমান বলিল, “কার দরকার, তোমার?”

মণি আহত হইয়া বলিল “আমার দরকার কিছুমাত্র নেই, কিন্তু

যদি সে ধারণা তোমার মনে থাকে, তা হলে সে তোমার একেবারেই ভুল ধারণা। আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, আমায় যে ভালবাসতে দেছ, আমার পূজা, আমার সেবা যে তুমি গ্রহণ করেছ এই আমার আশার অতিরিক্ত হয়েছে, আমি আর কিছু চাইনে। তবু যে তোমার জন্যে ঘুরি, সে কেবল তোমার ভালর জন্যে আর অভাগিনী নীতার কথা ভেবে। তুমি ডুবেছ, তোমায় তুলবার ক্ষমতা আমার আর নেই, এখন কেবল তার কথাই ভাবছি।"

তাই তো, নীতা আছে যে! বিমান নীরব হইয়া রহিল।

ধীরকণ্ঠে মণি বলিল "তবে তাকে বিয়ে করছিলে কেন? বিমান যদি তাকে এমনি করে অকূলে ভাসিয়ে যাবে—জগতে কে আছে তাকে দেখতে? তার মামা মামী বিয়ের পরেও যখন তুমি তাকে তাড়িয়ে দিলে, তাকে নিয়ে গিয়ে নিজেদের কাছে রেখেছিলেন; কেন তবে তখন তাকে তাঁদের কাছ হতে চিরতরে ছিনিয়ে আনলে যদি তুমি এমনিই করবে?

বিমানের উত্তর প্রতীক্ষায় সে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। ধীরে ধীরে বিমান বলিল "তাই সত্যি বলে যদি তোমাদের ধারণা হয়ে থাকে তবে তাই ঠিক। তাকে দেখতে কেউ নেই কিন্তু তুমি তো আছ মণি!

বিস্মিতা মণি বলিল "আমি? তার কি করব?"

বিমান মণির হাতখানা নিজের কোলে টানিয়া লইল "তুমি দেখবে মণি তুমিই তার চোখের জল মুছিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেবে।"

মণি হতবুদ্ধির মত তাহার পানে চাহিয়া রহিল। কোমলকণ্ঠে বিমান বলিল "পারবে না?"

"পারব।"

মণির মাথা ঝুঁকিয়া বিমানের কোলের উপর পড়িল, বুদ্ধিমতী অনন্ত-শক্তিশালিনী মণি আজ বুদ্ধিহারা ক্ষুদ্র বালিকার ন্যায় কাঁদিতে লাগিল।

বিমানের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল, দুই ফোঁটা জল উপছাইয়া মণির মাথার উপর পড়িয়া গেল।

নিমেষে চোখ মুছিয়া শক্ত হইয়া বিমান বলিল "তোমার কথা বলা ফুরিয়েছে মণি, এখন যাও, আমার সময় নষ্ট কোর না। আমায় প্রার্থনা করে বুকে বল আনার সময় দাও।"

মণি চোখ মুছিয়া উঠিল "তবু—এখনও বল বিমান, আমি সব সাক্ষী যোগাড় করেছি, কেবল তোমার একটী কথা মাত্র।"

বিমান দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল "পারব না, আমায় মাপ কর। আমার নিজের জীবনে আমি বীতস্পৃহ, বাঁচার সাধ আমার নেই। তোমাদের দরকারে গাধার মত ভার বইতে আর আমি পারব না। নীতাকে বলো, সে যেন তার এই অধম পতিত স্বামীর জন্যে ভগবানের কাছে একটু প্রার্থনা করে। আর তুমি—"

সে থামিয়া গেল।

উৎসুক হইয়া মণি বলিল "বল আমায় কি বলছ ?"

বিমান কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিল "তোমায় বলবার মত কথা আমি ভেবে পাচ্ছিনে মণি। অধম পতিত আমি, তোমার জন্ম-জন্মান্তর-ব্যাপী সাধনার ফল একটুও দিতে পারলুম না। তোমার এ কষ্ট সব ব্যর্থ করে চলেছি। যদি কমণ্ডদণ্ড হয়, যদি আবার কখনও দেখা হয় মণি, আমায় যদি দেখতে পাও, প্রার্থনা করো যেন অন্য ভাবেই দেখতে পাও। জীবনে তোমার কোনও সাধ মেটে নি, আমারও কোন সাধ মেটে নি। তুমিও যেমন হাহাকার করে আমার পেছনে ছুটেছ আমিও তেমনি

হাহাকার করে নিরাশার পেছনে ছুটেছি। দাগা পেয়েছি দুজনেই, কিন্তু মণি—”

আবার সে থামিয়া গেল। মণি রুদ্ধকণ্ঠে বলিল “আবার এ জনমে আরাধনা করব, পরজন্মে তোমায় যেন নিজের বলেই পাই, আমাদের মিলনে বাধা দিতে যেন কেউ না থাকে।”

বিমান নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল হ্যাঁ, তাই প্রার্থনা কোরো মণি, যদি পরজন্ম থাকে, সে জন্মে নীতা বা জ্যোতি কেউ এসে আমাদের মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে না। সে জন্মে আমি তোমারই হব।”

তাহার পায়ের ধূলা লইয়া মণি অতি কষ্টে চোখের জল চাপিতে চাপিতে চলিয়া গেল।

কি গভীর ভালবাসা, কি গভীর স্বার্থত্যাগ, বিমানের হৃদয় ভরিয়া উঠিল। মণি, মণি! আহা সুখী হোক সে, সুখী হোক। ভগবান—তোমার কর্ম্মে তাহাকে নিয়োজিত কর, উচ্চ সুরে তাহার হৃদয় বাঁধ, উচ্চ লক্ষ্যে তাহার দৃষ্টি থাক।

বিমানের চোখ দিয়া জল পড়িয়া গেল।

গৃহের অবস্থা সে কল্পনা করিতে লাগিল। দুর্ভাগিনী কিশোরী নীতা! সংসার যে কি তাহা সে জানে না, সে জানে শুধু বিমানকে। বিমান তাহাকে উঠিতে বলিলে সে উঠে, বসিতে বলিলে বসে। বিমান তাহাকে কত অপমান করিয়াছে, কত প্রহার করিয়াছে, একদিনও সে তবু সম্মুখে চোখের জল ফেলে নাই, একদিনও একটা দীর্ঘশ্বাস সে বিমানের সামনে ফেলে নাই। যখন বিমানের জ্ঞান ফিরিয়াছে, তখন

সে অনুতপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু নীতা হাসিয়া বলিয়াছে—"কই আমার তো লাগে নি মোটে।"

হায় অভাগিনী, তোমার অসাধারণ স্বার্থত্যাগ, তবু বিমানের হৃদয়কে আবদ্ধ করিতে পারে নাই, তোমার কথা ভাবিতে সে একেবারেই উদাসীন ছিল।

জ্যোতির ত্যাগে বিমান আজ অনুপ্রাণিত, নিজ কর্মের প্রায়শ্চিত্ত করিতে সে আজ বড় উৎসুক।

সেই মেটে দাওয়াটিতে বোধ হয় পড়িয়া আছে সে, তাহার চোখের জলে বোধ হয় অঞ্চল ভিজিয়া গিয়াছে। স্বামীর জন্য তাহার প্রার্থনা বিমানের হৃদয়েও বাজিয়া উঠিতেছে যে।

বিমান আর ভাবিতে পারিল না।

দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, সপ্তাহ গত হইয়া গেল, বিচারের দিন উপনীত হইল।

সেদিন আদালতে লোকে লোকারণ্য। বিমলও উপস্থিত ছিলেন। হতভাগ্য বিমানকে যখন আদালতে আনা হইল, তখন বিমল কোনক্রমে চোখের জল রাখিতে পারিলেন না।

মণিও আসিয়াছিল। সে আসিয়াছিল জন্মের মত একটীবার বিমানকে দেখিবার জন্য। বাহিরে গাড়ীতেই সে বসিয়াছিল, আদালতে তাহার কোনও আবশ্যক ছিলনা।

সাক্ষী ফরিয়াদী কিছুরই আবশ্যক হইল না, বিমান নিজেই নিজের পাপ-কাহিনী মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গেল, তাহার কণ্ঠ একটুও কম্পিত হইল না সে কোথাও একটু থামিল না।

হতশ্বাস বিমল বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মণির দাসী নিকটে আসিয়া বলিল "আপনাকে বিবি ডাকছেন।"

গাড়ীর নিকটে যাইতেই ব্যগ্রকণ্ঠে মণি বলিয়া উঠিল "বিচার শেষ হয়ে গ্যাছে?"

বিমল একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "রায় এখনো বার হয় নি, আসামীর কথা মাত্র শেষ হলো।"

মণি বলিল "সব কথা বলেছে সে?"

বিমল বলিলেন "সব কথা বলেছে, একটা কথাও বাদ দেয় নি।" হতাশায় মণি আবার বসিয়া পড়িল।

বিমল খানিক এদিক ওদিক বেড়াইতে লাগিলেন, সেই সময় অতুল বিবর্ণমুখে তাহার নিকটে আসিল।

বিমল বলিলেন "বিচার হল?"

অতুল শুষ্ক কণ্ঠে বলিল হ্যাঁ—চৌদ্দ বছর দ্বীপান্তর।"

শূন্য নয়নে বিমল তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন।

নিকট দিয়া বিমানকে প্রহরীরা লইয়া যাইতেছিল, তাহার মুখ বেশ প্রফুল্ল হৃদয় যেন খুব শান্তিপূর্ণ।

বিমলকে দেখিয়াই সে দাঁড়াইল—"দাদা?"

পরিচিত সাব ইন্সপেক্টার মৃদুকণ্ঠে বলিলেন "পথে কথা বলা—"

বাধা দিয়া বিমান বলিল "অসঙ্গত তা আমি জানি। কিন্তু মাপ করুন, একটা কথা মাত্র বলব।"

বিমলের পানে চাহিয়া গদগদকণ্ঠে সে বলিল "দাদা, আমি যাচ্ছি, যদি বাঁচি চৌদ্দবছর পরে ফিরে আসব তোমারই কাছে। তুমি যে আমার

সেই দাদাই রয়েছ তা এখন বুঝেছি, আগে বুঝি নি। অনেক খারাপ ব্যবহার করেছি, সে সব মাপ কোরো।”

বিমল রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন “সব মাপ করেছি ভাই। তুই যা-ই কর না বিমান, তোর দাদা তোকে চিরকাল ক্ষমাই করে আসবে, তোর দাদা কখনও তোর ‘পরে নিষ্ঠুর হতে পারবে না।”

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিমান বলিল “বড্ড ভুলে নিজেকে নিজে নষ্ট করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত করতে চলেছি। আশীর্ব্বাদ কর, পায়ের ধুলো দাও, যেন তার যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত করে ফিরে আসতে পারি, তোমার বুকে স্থান পেতে পারি। আমার সেই ভুলটাকে শোধরাবার জন্যে আমি এই দণ্ড বরণ করে নিলুম দাদা।”

বিমলের চোখ দিয়া কয়েক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

বিমান বলিল “এতে দুঃখ কর না দাদা, আমি যাচ্ছি ভাল হবার জন্যে; বাঁচলে আবার ফিরব। নীতাকে একটু দেখো দাদা, সে বড় অভাগিনী, তাকে দাসীর মত তোমার বাড়ীতে রেখো।”

বিমল কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিলেন “আমি যতক্ষণ খেতে পাব বিমান, বউমাও ততক্ষণ খেতে পাবে। আমি পরতে পেলে সেও পরতে পাবে। মনে করিস, আমি হাসিকে আর তাকে সমান চোখে দেখি, সে আমার মা, সে আমার মেয়ে। এর বেশী আর বলবার কিছু দরকার নেই।”

তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় দিয়া বিমান অতুলের দিকে ফিরিয়া বলিল, “তোমার মত বন্ধু পাওয়া মানুষের কপালে জোটে না। আমি তোমায় আগে চিনি নি, এখন চিনেছি। যতকাল বাঁচব, তোমার

কথা মনে রাখব। চৌদ্দ বছর পরে আমি ফিরে এলে তোমার হৃদয় এমনিই দেখতে পাব তো বন্ধু? আমার স্থান থাকবে তো?"

অতুল চোখ মুছিয়া বলিল "সে সন্দেহ রেখ না ভাই, তোমার আসন আগে, তার পর অন্য সব।"

বিমান শান্তিপূর্ণ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "বাঁচলুম. আমার দীর্ঘ চৌদ্দবছরের সঙ্গী হবে তোমাদেরই এই কথাগুলো।"

সে প্রহরীদের সঙ্গে চলিয়া গেল।

[২৯]

ধীরে ধীরে আরও ধীরে, আরও ধীরে। অত তাড়াতাড়ি কেন, অত ক্ষিপ্রপদে কেন? আস্তে এসো, ধীরে এসো. চারিদিকে ব্যাপ্ত কর. সব একাকার কর।

ওকি সুন্দরী, মুখে হাসি? কেন? না, হাসি তোমায় সাজে না, তোমার মুখ গম্ভীর যে, তোমার মুখে হাসী কি মানায়? যার যা তার তাই ভাল। যে হাসে তার হাসিই সুন্দর; সে গম্ভীর মুখ করলে কিছু মানায় না। যেমন দিনের বেলা মেঘে অন্ধকার পৃথিবী। সে কি ভাল? দিনে যে আলোক-দীপ্ত, অন্ধকার আসলে যে সাজে না মোটে। তুমি সুন্দরী—রাত্রে তুমি এস, তোমার গম্ভীরতায় জগৎ ভরিয়া দাও, কানায় কানায় ভরিয়া তাহা উছলাইয়া পড়ে যে।

ওকি? রাত্রে আবার পাখী ডাকে? ওই যে—ওই যে ডাকিতেছে চোখ গেল, ওই যে কোথায় ডাকিতেছে, কুহু।

ওহো, এযে পূর্ণিমা রাত্রি। গৃহমধ্যে দারুণ অন্ধকার, বাহিরে যে

ভরিয়া গিয়াছে আলোকে। আকাশ কি শান্ত, কি জ্যোতির্ম্ময় আলোকে দীপ্ত।

নীতা গৃহ ছাড়িয়া বাহিরে আসিল, প্রাঙ্গণে বসিয়া পড়িয়া উৰ্দ্ধমুখে আকাশের পানে চাহিতে লাগিল।

এমনি একটী চাঁদিনী রাত—

কোথা রে, কোথা? কি হইয়াছিল এমনি একটী চাঁদিনী রাতে? হ্যাঁ—মনে পড়িয়াছে। এমনি একটী চাঁদিনী রাতে নীতা বিমানকে পাইয়াছিল। কি অস্বাভাবিক সে বিবাহ। তাহাতে আলো ছিল না, বাজনা ছিলনা, লোকজন ছিল না। আলো দিয়াছিল পূর্ণচন্দ্র, গান গাহিয়াছিল ওই পাখীরা। নীতার চোখের পলক পড়ে নাই, সে বিমানের পানে একবার চাহিয়া নিজের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। সে বিশ্বাস করিতে পারে নাই, যথার্থই বিমানকে সে স্বামীরূপে বরণ করিতে পারিয়াছে কিনা?

বিমান গাহিত—

আমার হৃদয়ের চাঁদ গ্যাছে নিভে নিভে গ্যাছে জোছনা,
যা ছিল তা ফুরায়েছে রইল শুধু যাতনা।

কিন্তু কেন এ গান? ঠিক এই জন্যই কি? এমনই হতাশে পীড়িত হইয়াই কি বিমান আত্মবিস্মৃত হইয়া গাহিয়া উঠিত—সব ফুরায়েছে? কি ফুরাইয়াছিল—ওগো তোমার কি ফুরাইয়াছিল একবার বল? নীতার চেয়ে বেশী কষ্ট তোমার? কিন্তু কেন—ওগো, কেন তোমার সে কষ্ট?

ওই যে চাঁদ আকাশে; অবিরল সুধা-ধারা ঝরিয়া পড়িতেছে ধরা'পরে। হাঁ, হাসি মানায় তোমার মুখে, হাসিতে পার একমাত্র তুমি।

হাঁ গো, তুমিই না হাসিয়াছিলে নীতার বিবাহের রাত্রে, সেই মিলনের দিনে ?

পাখীটা কি গান গাহিতেছে ? সেও কি গাহিতেছে—

আমার হৃদয়ের চাঁদ গ্যাছে নিভে, নিভে গ্যাছে জ্যোছনা,

যা ছিল তা ফুরায়েছে রইল শুধু যাতনা।

নীতা কাণ পাতিয়া রহিল। হাঁ, ওই যে সেও সেই গান গায়। জগতে সবই একই সুরে গান গায়, এক সুরে সব সুর বাঁধা।

নিভে যা—চাঁদের আলো, জাগিয়া থাকিস কেন তুই, নিভে যা। ওরে পাখী, আর কাঁদাস নে—আর চোখের জল ঝরাস নে। তোর সুরে যে নীতাও সুর মিলাইতে গিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল।

নীতা—নীতা—

ওই বুঝি সে ডাকে। উঃ, কি মদই খাইয়া আসিয়াছে রে, আজ নীতার দেহ আস্ত থাকিবে না. আজ নীতার অদৃষ্টে পদাঘাত—কারণ নীতা তাহার গান গাহিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু না, দোষ কি নীতার, ওগো, দৃষ্টি তোমার সংযত কর, অমন করিয়া চাহিয়ো না। আচ্ছা, মারিবে মার, যত পারিবে মার, নীতা একটী কথাও বলিবে না। কিন্তু ওই চোখের দৃষ্টি—না না, বড় অসহ্য—বড় অসহ্য।

নীতা লাফ দিয়া উঠিয়া ছুটিল, বেড়ায় আচল জড়াইয়া গিয়া পড়িয়া গেল।

"উঃ মাগো ?"

নীতা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

খানিক বাদে হাসি দাসার সহিত নীতার খাবার লইয়া আসিতেছিল। নীতার মাথা কিছু বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। বিমল যথারীতি তাহাকে

চিকিৎসা করাইতেছিলেন, মণি অনেক ব্যয়ে কলিকাতা হইতে বড় ডাক্তার আনিয়া দেখাইতেছিল।

নীতার দুরবস্থা দেখিয়া অনুর পাষাণ প্রাণ গলিয়া গিয়াছিল, আজকাল সে নিজেও অনুক্ষণ আসিত। সে নীতাকে অনুর বাড়ী লইয়া যাইবার প্রস্তাবও করিয়াছিল, কিন্তু বিমল কোনও মতে রাজি হন নাই। মণিও তাহাতে সম্মতি দেয় নাই।

হাসি সমস্ত দিন নীতার কাছেই থাকিত। মণি রাত্রেও থাকিত, আজ মণিকে মলিনা ডাকিয়া লইয়া গিয়াছে, এখানে থাকিবে হাসি ও তাহাদের দাসী।

হাসি নীতাকে বড় ভালবাসিত। নীতার মস্তক বিকৃতিতে সে বড় মর্ম্মাহত হইয়াছিল।

মণি বৈকালে গিয়াছে। সন্ধ্যাবেলা নীতা একটু ঘুমাইয়াছিল, বাড়ীর চাকরকে সেখানে বসাইয়া হাসি এই অবকাশে নিজে খাইয়া নীতার জন্য খাবার আনিতে গিয়াছিল। সে স্বপ্নেও ভাবে নাই চাকরটারও এই সময়ে খইনির দরকার হওয়ায় সে দোকানে যাইবে এবং নীতাও সেই সময়ে উঠিয়া এই বিভ্রাট ঘটাইবে।

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই হাসি বলিয়া উঠিল "আলো কই?"

দাসী বলিল "বোধ হয় নিভে গ্যাছে।"

বিরক্ত হইয়া হাসি বলিল "চাকরটা গেল কোথা? সে যে এমনি করে চলে যায়, এতে যদি একটা অনর্থ ঘটে বসে তখন কি হবে? যাক্, আলো জ্বালো তুমি। দেশালাই তোমরে কাছে না থাকে তো দৌড়ে বাড়ী হতে একটা লণ্ঠন নিয়ে এসো।"

দাসী কুণ্ঠিতভাবে বলিল, আপনি একা থাকবেন?"

হাসি বলিল "পাঁচ মিনিট দাঁড়াতে আমার ভয় হবে না।"

সে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল, দাসী আলো আনিতে ছুটিল।

ভীরু হাসির চোখে পড়িল বাহিরে যাইবার পথে, বেড়ার ধারে একটা মানুষের মত কি পড়িয়া আছে। ভয়ে তাহার বুকের রক্ত জমাট বাঁধিয়া গেল, সে আস্তে আস্তে পিছাইয়া গিয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল।

একটু পরেই দাসী লণ্ঠন আনিল। খাবার গৃহের মেঝেয় নামাইয়া হাসি বিছানা পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিল "কাকিমা কই?"

দাসী লণ্ঠন তুলিয়া ভীতকণ্ঠে বলিল "তাই তো কোথাও ছুটে গেলেন নাকি? তখনই মা বললেন—বাবু সে কথা কাণে তুললেন না। পাগলের কি জ্ঞান থাকে গা?"

হাসি তাহার হাত হইতে লণ্ঠনটা কাড়িয়া লইয়া লাফাইয়া উঠানে নামিয়া পড়িল, বিরক্ত দাসীকেও বাধ্য হইয়া তাহার পিছনে যাইতে হইল।

এই তো, বাস্তবিকই হাসির কাকিমাই তো। কিন্তু এত রক্ত কেন?

হাসির বুক কাঁপিতে লাগিল। বালিকা বদ্ধ-দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল—স্থানটা রক্তে অনেকখানি প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। তখনও নীতার নাসা ও মুখ দিয়া রক্ত পড়িতেছিল।

খইনি ডলিতে ডলিতে রাখাল আসিয়া উপস্থিত। কাঁপিতে কাঁপিতে হাসি বলিল "দৌড়ে যা রাখাল, বাবুকে শীগ্‌গির ডেকে নিয়ে আয়?"

রাখাল ছুটিল।

হাসি নীতার পার্শ্বে নতজানু হইয়া বসিয়া রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিতে লাগিল "কাকিমা—ও কাকিমা?"

দাসী আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, হাসির ডাকে জ্ঞান পাইয়া বলিল "ছুঁচ্ছো কেন আপনি? বাবু আসুন—"

হাসি আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "ছোঁব না কেন?"

দাসী বলিল "গায়ে হাত দিয়ে দেখুন তবে—ঠাণ্ডা না গরম।"

হাসী নীতার গায়ে হাত দিয়া ব্যগ্র কণ্ঠে বলিল "আমি কিছু বুঝতে পারছিনে; তুমি একটু দেখ না ঝি?"

দাসী সরিয়া গিয়া দাঁড়াইল, নিকটে আসিল না।

সেই সময় বিমল রুদ্ধশ্বাসে আসিয়া পড়িলেন, পিছনে পিছনে অনু ও নীরদা আসিয়া দাঁড়াইলেন।

পিতাকে দেখিয়া সাহস পাইয়া হাসি বলিল "বাবা, কাকীমার কি হয়েছে দেখ? নাক মুখ দিয়ে কি ভয়ানক রক্ত ছুটছে। এত ডাকছি, তা কথাও তো বলছেন না। কি হয়েছে বাবা কাকীমার?"

বিমল উত্তর না দিয়া নীতার পার্শ্বে নতজানু হইয়া বসিলেন। লণ্ঠন ধরিয়া দেখিলেন, তাহার মুখ ও নাসা দিয়া তখনও রক্ত পড়িতেছে। গাত্রে হাত দিয়া দেখিলেন, গাত্র তখনও গরম আছে।

ভৃত্যের পানে চাহিয়া তিনি বলিলেন "ডাক্তার বাবুকে শীগ্‌গির খবর দিয়ে মণিকে ডেকে নিয়ে এসো। সে যদি বাড়ীতে না থাকে শরৎ বাবুর বাড়ী যেয়ো, সেইখানে সে আছে।"

ক্ষণপরেই ডাক্তার আসিয়া পড়িলেন।

নীতাকে পরীক্ষা করিয়া তিনি মুখখানা ভারি বিমর্ষ করিয়া ফেলিলেন শঙ্কিত হইয়া বিমল বলিলেন "কেমন দেখছেন?"

ডাক্তার বলিলেন "ভারি খারাপ।"

উৎকণ্ঠিত বিমল বলিলেন "কি রকম?"

ডাক্তার বলিলেন "আমি আগেই বলেছিলুম, এঁর হার্ট ভারি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। ব্রেণও খারাপ হয়েছিল, কিন্তু সেটা তত সিরিয়াস নয়, জীবনের আশঙ্কা তাতে ছিল না, কিন্তু হার্ট দুর্ব্বল হওয়াতে আমি জীবনের আশঙ্কা করেছিলুম। দেখ্‌ছি, ব্রেণ খারাপ হওয়ার ইনি উইকনেস্‌টাকে একেবারেই কেয়ারে আনতেন না। আমার সেই ভয়ই ঠিক হয়েছে। ইনি পড়ে গেছেন, তাতে হার্টে খুব আঘাত লেগেছে, সেই জন্যেই নাক মুখ দিয়ে এত রক্ত ছুটছে।"

বিমল হতশ্বাস হইয়া বলিলেন "তবে আর আশা নেই ?"

ডাক্তার একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "না।"

ব্যগ্র হইয়া হাসি বলিল "তবু দেখুন না একবার, রক্তটা কোনও রকমে বন্ধ করে দিন না, তা হলে কাকিমা বাঁচবে।"

মলিন হাসিয়া ডাক্তার তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন "ডাক্তারের ঝুলি ঝাড়া হয়ে গ্যাছে মা, আমার হাত আর কিছু নেই। ভগবান ভিন্ন আর কেউ এখন ভাল করতে পারবে না।"

হাসি আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল "বাবা, কাকিমা তবে সত্যই চলে যাবে আমাদের ফেলে ?"

ঠিক এমনি সময়ে মণি আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পরিচ্ছদ তখন বাহিরে বেড়ানোর উপযুক্ত। বাড়ীতে সে সবে মাত্র আসিয়া পৌছাইয়া ছিল, ভৃত্যের মুখে নীতার কথা শুনিয়া সে পায়ের জুতাটা খুলিবারও অবকাশ পায় নাই, কাপড়খানার কোঁচান অংশটাও খুলিতে পারে নাই।

এ কি হয়েছে নীতার, নীতা এমন ভাবে পড়ে আছে কেন ?"

ব্যগ্রভাবে সে নীতার মাথার কাছে বসিয়া পড়িয়া তাহার মাথা কোলে তুলিয়া লইল।

রুদ্ধকণ্ঠে হাসি বলিয়া উঠিল "কাকীমা আমাদের ফেলে চলে যাচ্ছে মেজ মা।" সে নীতার কথামত মণিকে মেজ মা বলিত।

চলে যাচ্ছে? মণি অভিভূতার মত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

হাসি উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া বলিল "আমি রাখালকে বসিয়ে রেখে ভাত খেতে আর কাকীমার খাবার আনতে গেছলুম। ফিরে এসে দেখছি, কাকীমা এমনি করে রক্তে ভাসছে।"

"চুপ কর—নীতা তাকাচ্ছে—"

মণি হাসিকে থামাইয়া দিয়া নীতার পানে চাহিল।

নীতার তখন শেষ জ্ঞানটা ফিরিয়া আসিয়াছিল, রক্তস্রোতটাও বন্ধ হইয়াছিল। ব্যাকুলনেত্রে সে চারিদিকে তাকাইতেছিল।

সে মণিকেই খুঁজিতেছে তাহা অনুভব করিয়া মণি নত হইয়া পড়িল, ডাকিল "নীতা!"

নীতা তাহার পানে চাহিল, চোখ বুজিল। মুদিত চোখের কোণ বহিয়া দরদরধারে অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল।

মণি সস্নেহে তাহার ললাটে পতিত চুলগুলা সরাইয়া দিতে দিতে বলিল "কাকে খুঁজ্‌ছো ভাই?"

নীতার ওষ্ঠ, কম্পিত হইতেছিল, মৃদুকণ্ঠে অনেক চেষ্টার পর বলিল "তোমায়।"

মণি বলিল "আমায়? কেন আমায় খুঁজ্‌ছ বোন?"

অন্তিমের সমস্তটা বল এক করিয়া নীতা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল "যখন তিনি ফিরবেন, তাঁকে সান্ত্বনা দিতে একমাত্র তুমিই রইলে দিদি। দেখো—পাপের প্রায়শ্চিত করে ফিরে এসে যেন তিনি ভেঙ্গে পড়েন না। তাঁর মলিন মুখে হাসি ফুটিয়ো দিদি।"

সে থামিয়া গেল। মণি ঝুঁকিয়া বলিল "আর কিছু বলবার মত আছে নীতা ?"

মাথা ফিরাইবার চেষ্টা করিয়া নীতা কষ্টে বলিল "হাসি—"

হাসি তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিল, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল।

জনে জনে সকলের কাছে বিদায় লওয়া শেষ হইয়া গেল। কোথা হইতে এক ঝলক রক্ত ছুটিয়া আসিয়া নীতার মুখ ছাপাইয়া দিল, নীতা ধীরে ধীরে চক্ষু মুদিল, আর সে একটিও কথা কহিল না, তাহার বুকের স্পন্দনও থামিয়া গেল।

সেখানে রোদনের রোল উঠিল, কেবল মণি নীরব। তাহার চোখ দিয়া দুটি বিন্দু অশ্রুধারা ঝরিয়া লোকান্তরবাসিনীর ললাটের উপর পড়িল।

[৩০]

দীর্ঘ সপ্তদশ বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে।

কর্ম্মময় জীবনের সমাপ্তি করিয়া দিবার জন্য মণি বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। চতুর্দ্দশ বর্ষ সে অপেক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু বিমান ফেরে নাই, তাহার কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

মণি তাহার আশা ছাড়িয়া দিয়াছিল। বাঁচিয়া থাকিলে সে কি ফিরিয়া আসিত না? একবার দেখা দিতেও সে নিশ্চয়ই আসিত।

মণির নিকট বিমানের একখানি ফটো ছিল, সেই ফটোখানিকে সঙ্গী করিয়া সে একদিন সংসার ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

সম্পত্তির বন্দোবস্ত সে আগেই করিয়াছিল। মলিনা সে সব ভার লইয়াছিল। প্রতি মাসে মণি যেখানেই থাকুক, তাহার সংবাদ পাইলে তাহাকে একশ করিয়া টাকা পাঠাইতে হইবে।

তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া মণি প্রাণে বেশ আনন্দ উপভোগ করিতেছিল। সে আশা করিতেছিল, এই ভাবেই তাহার বাকি জীবনটা সে কাটাইয়া দিবে, সংসারের হাঙ্গামায় আর সে কখনও যাইবে না।

সে দিন সে প্রয়াগে মাথা মুড়াইয়া জনৈক সন্নাসীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিল। দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সে আজ নিজের জন্মকে সার্থক মনে করিতে লাগিল। আজ তার হৃদয় যেমন নির্ম্মল তেমনি শান্ত হইয়া উঠিল।

দীক্ষা গ্রহণের পর সে মলিনার নিকট বেশী টাকা চাহিয়াছিল। মলিনা তাহার কথামত পাঁচশত টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিল। মণি দীক্ষা গ্রহণের পরে গেরুয়া বস্ত্র পরিয়া পবিত্রা সন্ন্যাসিনী বেশে মুক্তহস্তে দান করিতেছিল।

একটী সন্ন্যাসী অদূরে তৃণাসনে বসিয়া তাহার পানে চাহিয়াছিল, মণির আনন্দ দেখিয়া বুঝি সেও হৃদয়ে আনন্দ উপভোগ করিতেছিল, তাই সে আর চোখ ফিরাইতে পারে নাই।

দান করিতে করিতে মণি তাহার নিকটস্থ হইবামাত্র সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। মণি সমভিব্যাহারী সন্ন্যাসীকে বলিল "ইনি যা প্রার্থনা করেন তা দাও। নিন—আপনি কি নেবেন ?"

সন্ন্যাসী তাহার দিকে মুখ ফিরাইল। সে মুখের পানে দৃষ্টি পড়িতেই

মণি দুই পা পিছনে সরিয়া গিয়া বদ্ধদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া রহিল, সন্ন্যাসীও নীরবে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

একটু জ্ঞান পাইয়া রুদ্ধকণ্ঠে মণি ডাকিল "বিমান—"

বিমান একটু হাসিল "বিমান মরে গ্যাছে, আমি অভেদানন্দ স্বামী।"

মণি বলিল "তুমি অভেদানন্দই হও, আর ভেদানন্দই হও আমি তোমায় বিমান বলেই ডাকব। তুমি এখানে কেন?"

বিমান বলিল "আমি আজ তিন বছর অর্থাৎ মুক্তি পেয়ে পর্য্যন্ত এখানেই আছি। বড় শান্তির স্থান এটা, যাব মনে করেও এ জায়গা ছেড়ে নড়তে পারছি নে।"

মণি বলিল "এখন শান্তি পেয়েছ বিমান?"

বিমান বলিল "বড় শান্তি পেয়েছি, মণি। শান্তি পেয়েছি বলেই আজ আমায় এখনও এখানে দেখছ। তোমায় আজ এখানে এ রকম ভাবে দেখে আমি যে কতদূর আনন্দিত হয়েছি মণি, তা আর কি জানাব? এই ত্যাগই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম মণি, জগতে আর শ্রেষ্ঠ জিনিস কিছু নেই।"

মণি বলিল "সে কথা সত্যি। নীতার খবর পেয়েছ কিছু?"

বিমান একটু হাসিয়া বলিল "সব খবর পেয়েছি। তুমি ভেব না আমি দেশে যাই নি বা কোন খবর জানিনে। মুক্তি পেয়েই আমি দেশে গেছলুম, শুনলুম—নীতা আর নেই। আমার দ্বীপান্তর হবার কয়েকমাসের মধ্যে সে ইহলোক ত্যাগ করেছে।"

একটু থামিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিমান বলিল "যাক, বড় শান্তি পেয়েছে সে। বেঁচে থাকলে তাকে অনেক কষ্ট পেতে হোত। আমি মুক্তি পেয়ে কখনই সংসারে আর যেতুম না। আজীবন তাকে

তফাতে রেখেই চলতে হোতো আমায়, তাকে যে গ্রহণ করে চিরদুঃখে ফেলে রেখে এসেছি, এই কথাটাই আমার মনে কেবল জাগত। এখন আমি যথার্থই শান্ত। সে মরে নিজে মুক্তি পায়নি, আমাকেও মুক্তি দিয়ে গ্যাছে। আর দরকার কি মণি, এমনি করে ভিক্ষা করে পথে পথে ঘুরে জীবনটা কাটিয়ে দেব।"

মণি করুণাপূর্ণকণ্ঠে বলিল "ঘরে যাও বিমান, তোমার দাদা, বউদি, হাসি সবই তো আছে। তোমার দাদা এখনও তোমার প্রতিক্ষা করছেন, তোমার বউদি এখন নিজের দুর্ব্যবহার মনে করে চোখের জল ফেলছেন। তুমি গেলে তাঁরা বড় আনন্দে তোমায় গ্রহণ করবেন। যাও বিমান, ঘরে যাও।"

বিমান গম্ভীর হইয়া ঘাড় নাড়িল "না মণি, ঘর আমার নেই। আমি ঘরে আর যাব না, ঘরের সঙ্গে আমার সকল সম্পর্ক ফুরিয়ে গ্যাছে, এখন গাছতলা আমার ঘর, পৃথিবীর লোক আমার আপনার জন।"

মণি একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "তবে আমার আশ্রমে থাকবে চল। আমার আশ্রমে অনেক লোক বাস করছে, তুমিও চল বিমান। সেখানে থাকলে তোমার খাওয়ার কষ্ট হবে না, আমি তোমায় দেখতে শুনতে পারব, আমার কিছু হলে—"

বিমান বলিল "মাপ করো মণি, আমি তোমার কাছে যাব না।"

মণি দৃঢ়কণ্ঠে বলিল "এখনও কি চিত্ত জয় করতে পার নি, এখনও কি পতনের ভয় রাখো ?"

বিমান বলিল "আজীবন কুমার যারা, তাদেরই যখন পতন হয় তখন আমার কথা আমি ঠিক বলতে পারি কি মণি? অতি বড় সাধুও দৃঢ়কণ্ঠে বলতে পারবে না। আমি চিত্তজয় করেছি, আমি আর পড়ব না। আমার কথা আমি কি বলতে পারি মণি, আজ আমি সাধু, কাল অবার হয় তো পড়ে যাব। আমাকে আমি তিলার্দ্ধ বিশ্বাস করিনে, তাই আমি যেতে ভয় পাচ্ছি।"

মণি নির্নিমেষে খানিক তাহার পানে চাহিয়া রহিল, একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "ভাল, কিন্তু আজকার দিনটা আমার দান নিয়ে আমায় কৃতার্থ করবে চল। আজকে জন্মের মত একবার আমার হাতের জিনিষ খাবে চল। প্রথম একদিন আমার হাতের ছোঁয়া তোমায় খেতে দিতে পেয়েছিলুম, আজ বাইশ বছর পরে সেই হাতের জিনিস খেয়ে তুমি জন্মের মত চলে যাও।"

বিমান বলিল "তুমি যাও, আমি যাচ্ছি।

মণি তাহাকে বিশ্বাস করিল না, বলিল "ঠিক যাবে তো?"

বিমান সংক্ষেপে বলিল "যাব, যেতে চেষ্টা করব।"

মণি তাহাকে বিশেষ পীড়াপিড়ি না করিয়া চলিয়া গেল।

কিন্তু সারাদিন গেল, সারা রাত্রি গেল, সে আসিল না; মণি পরদিন প্রভাতে ব্যাকুল হইয়া বাহির হইল। লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল—সৌম্যমূর্ত্তি অভেদানন্দ স্বামী কাল দুপুরে প্রয়াগ ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।

তাহার পর মণি জীবনে আর কখনও বিমানের দেখা পায় নাই। মরণের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে প্রতীক্ষা করিয়াছিল—সে আসিবে, কিন্তু তাহার প্রিয়তমের দেখা সে আর পাইল না। মণির মৃত্যুর পরে

অনেকে শ্মশানে তাহার চিতা যেখানে জ্বলিয়াছিল, সেখানে একটী সন্ন্যাসীকে মুগ্ধভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিত। অনেকে শুনিত, সন্ন্যাসী মৃদুকণ্ঠে গাহিতেছেন—

আমার হৃদয়ের চাঁদ গ্যাছে নিভে, নিভে গ্যাছে জ্যোছনা,
যা ছিল তা ফুরায়েছে রইল শুধু যাতনা।

সমাপ্ত